# লাহার যাবা!

JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৮৯১.৪৪-৩২২.৪"২৮"

Book No ৪২৯৩
রো (OR)

দশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড,—১৩৩০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

# 'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার ত্রিসপ্ততিতম উপন্যাস

( ৭৩ নং )

JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY

[ প্রথম সংস্করণ ]

"মানসী" প্রেস

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্য্যালয়,—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

JADAVPUR UNIVERSITY
LIBRARY KOLKATA-32
Acc No. GN 36085
Date 18.11.05

# লোহার থাবা !

## প্রথম খণ্ড

### থাবার আবির্ভাব

## সূচনা

### ১

### "আর রক্ষা নাই"

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ "থেস্‌পিয়ান থিয়েটারে" একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে ; ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী কয়েক সপ্তাহের জন্য লণ্ডনে তাঁহার অভিনয়-কৌশল দেখাইতে আসিয়া, নাটকের নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গালয় জনাকীর্ণ ; অথচ কোন দিকে টু শব্দটি নাই ! দর্শকগণ বিস্ময়াপ্লুত হৃদয়ে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অভিনয় দর্শন করিতেছেন।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের প্রকাণ্ড ঘড়িতে 'ঢং' শব্দে সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজিবামাত্র অভিনয় শেষ হইল ; রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইলে, দর্শকগণ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় রঙ্গালয়ের বাহিরে আসিতে লাগিল।

গাড়ীবারান্দা হইতে পথের দুই ধারে নানাজাতীয় অসংখ্য শকট দাঁড়াইয়া ছিল ; যে সকল ধনাঢ্য নর নারীর ঘরের গাড়ী তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহারা প্রহরীগণের সুব্যবস্থায় অতি অল্প সময়েই সেই বিপুল জনতার মধ্যেও স্ব স্ব শকট সংগ্রহ করিতে পারিলেন ; কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন সেই জনতা মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইল। ডাক হাঁক, হুড়ামুড়ি, ঠেলাঠেলি—কিছুই নাই, যেন কলে সকল কাজ সুসম্পন্ন হইতেছে ; আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, অদ্ভুত তৎপরতা !

দর্শকগণ যখন শকটারোহণে রঙ্গালয় ত্যাগ করিতেছিল, সেই সময় একটি দীর্ঘকায় ভদ্রলোক গাড়ীবারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া পথের ধারে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পরিধানে বহুমূল্য সান্ধ্য পরিচ্ছদ। তাঁহার সঙ্গে একটি খর্ব্বকায় সঙ্গী ছিল, পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া তাহাকেও সাধারণ লোক বলিয়া মনে হয় না।

তাঁহারা পথের ধারে আসিবামাত্র একখানি মোটর-ব্রুহাম তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। জমকালো পোষাক পরা সাফার তৎক্ষণাৎ তাহার আসন হইতে নামিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। তাঁহারা ব্রুহামে উঠিয়া বসিবার পূর্ব্বে দুই তিন মিনিট ধরিয়া আলাপ করিলেন।

দীর্ঘদেহ ভদ্রলোকটি তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "ফ্রেণি, এখন কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি। এখন রাত্রি ত মোটে সাড়ে দশটা! এত সকালে বাড়ী গিয়া শয্যাগ্রহণ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুমি ত জান সকালে শোয়া আমার অভ্যাস নয়।"

সঙ্গীর নাম ফ্রেণি; সে দীর্ঘকায় বড় লোকটির প্রাইভেট সেক্রেটারী। সে সসম্ভ্রমে বলিল, "তবে হুজুরের যেখানে যাইতে ইচ্ছা হয় চলুন। আমারও ঘরে ফিরিবার তাড়া নাই; বিশেষতঃ যতক্ষণ হুজুরের সঙ্গে থাকি—ততক্ষণই আনন্দে কাটে। কথায় বলে— সাধু সঙ্গে স্বর্গবাস!"

বড়লোকটি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ, একদম্ মোক্ষ লাভ! তা মোক্ষ লাভে যদি তোমার আপত্তি না থাকে ত চল 'ক্লাবে' গিয়া আধঘন্টাখানেক কাটাইয়া আসি। সেখানে কিঞ্চিৎ পানাহার শেষ করিয়া পাইপ' টানিতে টানিতে দুই একটা জরুরি বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করা যাইবে। তাহার পর বাড়ী ফিরিলেই চলিবে; কি বল?"

ফ্রেণি বলিল, "অতি উত্তম প্রস্তাব, হুজুর! আমিও ঠিক ঐ কথাই বলিতে যাইতেছিলাম।"

সাফার তখনও ব্রুহামের খোলা দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। ব্রুহামের মালিক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন ক্লাবে যাও, জন!"—অনন্তর তিনি গাড়ীতে উঠিবার জন্য পা তুলিয়াছেন,

দীমন সময় তাঁহার পিঠে এরূপ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল যে, যদি ফ্রেণি সেই লমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে ধরিয়া না ফেলিত তাহা হইলে সেই ধাক্কায় তিনি উপুড় হইয়া ন্তাঁহার ব্রুহামের চাকার সম্মুখে পড়িতেন। যাহাহউক, তিনি ফ্রেণির সাহায্যে নধাক্কা সাম্‌লাইয়া লইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলেন মুলিন পরিচ্ছদ-ধারী গুণ্ডাকৃতি একটা বিশালদেহ মাতাল টলিতে টলিতে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া সজনতার ভিতর প্রবেশ করিল। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন, র'কে রে বেটা বেল্লিক! তোর মতবল কি?"

মাতালটা বোধ হয় তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়াছিল; সে জড়িত স্বরে বলিয়া ওয়গেল, "দুঃখিত হইলাম, কিছু মনে করিবেন না, সার!"—লোকটা মুহূর্ত্তে অদৃশ্য য়হইল।

ফ্রেণি বলিল, "বেটা বেজায় মাতাল হইয়া বেহুঁস অবস্থায় হুজুরের পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; ভাগ্যে আমি হুজুরকে ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম! আমি হুঁসিয়ার না থাকিলে হুজুর ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া ছিট্‌কাইয়া পথের উপর পড়িয়া যাইতেন! আর পথে মোটরের যে রকম হুড়োহুড়ি; এখনই হুজুরের পিঠের উপর দিয়া মোটর চলিয়া যাইত। উঃ, কি সর্ব্বনাশই হইত; ভাবিতে হৃৎকম্প হয়! আমি উহাকে ভিড়ের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পুলিশের জিম্বা করিয়া দিয়া আসি হুজুর! উহার রীতিমত শাস্তি হওয়া উচিত।"

হুজুর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না থাক; আমার ত কোন ক্ষতি হয় নাই।"

ফ্রেণি বলিল, "হুজুর সদাপ্রভুর মত ক্ষমাশীল। ধন্য আপনি!"

হুজুর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্রুহামে উঠিয়া বসিলেন; ফ্রেণিও তাঁহার পাশে বসিল। মোটর বন্‌-বন্‌ শব্দে ক্লাবের দিকে ছুটিল।

ক্লাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ধূম পান করিতে করিতে গল্প আরম্ভ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে ফ্রেণির হুজুরের কিছু লিখিবার আবশ্যক হওয়ায় তিনি টেবিলের উপর হইতে একখানি সাদা কাগজ টানিয়া লইয়া তাঁহার 'ফাউণ্টেন পেন' দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু এক ছত্র লিখিয়াই কলম জবাব দিয়া বসিল! কলমের কালী ফুরাইয়া গিয়াছিল।

হুজুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জ্বালা !—কলমে যে কালী নাই ফ্রেণি, একটু কালীর জোগাড় করিতে পার ?"

ফ্রেণি বলিল, "সে আর শক্ত কি, হুজুর !"

ফ্রেণি তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক ঘণ্টার তর্জ্জনীস্পর্শ করিল ; ঝন্ ঝন্ শব্দ হইবামাত্র ক্লাবের একজন আরদালী বারান্দা হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। ফ্রেণি তাহাকে বলিল, "লর্ড ব্রামলির জন্য ফাউণ্টেন পেনের এক কালীর দরকার ;—জল্‌দি।"

পাঠক এতক্ষণ পরে ফ্রেণির হুজুরের নাম জানিতে পারিলেন ; তিনি লর্ড ব্রামলি, আমীর লোক, ভয়ঙ্কর টাকার মানুষ। মোসাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারী ফ্রেণির তোয়াজেই তা প্রকাশ।

আরদালী অবিলম্বে কালী লইয়া হাজির হইল। লর্ড ব্রামলি তাঁহার কলমে কালী পূরিয়া লইয়া পুনর্ব্বার লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

লেখা শেষ হইলে তিনি কলমটি পকেটে রাখিয়া ফ্রেণিকে বলিলেন, "দেখ ফ্রেণি, আমার এই চিঠিখানা কাল খুব সকালেই আমাকে 'টাইপ' করিয়া দিবে। জরুরী চিঠি ; টাইপ করিয়া সকালে তুমি নিজে লইয়া আসিলেই ভাল হয়।"

ফ্রেণি বলিল, "নিশ্চয়ই ; সকালে চায়ের জোগাড় হইবার পূর্ব্বেই আমি হুজুরের চায়ের টেবিলে হাজির হইব। রাত পোহাইতে যে দেরী, হুজুর !"

ফ্রেণি লর্ড ব্রামলির চেয়ারের পায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "হুজুর, আপনি যখন আপনার পকেট হইতে ফাউণ্টেন পেনটা বাহির করেন, সেই সময় একখানা লেফাপা আপনার অজ্ঞাতসারে পকেট হইতে বাহির হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছে। হুজুর তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া চিঠিখানার কথা বলিতে সাহস করি নাই।"—সে লেফাপাখানি তুলিয়া লইয়া লর্ড ব্রামলির হাতে দিল।

পুরু চৌকা লেফাপা, জোড়ের মুখে গালামোহর অঙ্কিত। লর্ড ব্রামলি লেফাপাখানি হাতে লইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "লেফাপার উপর আমারই নাম দেখিতেছি! তুমি বলিলে ইহা আমার পকেট হইতে বাহির হইয়া মেঝেয় পড়িয়া ছিল; কিন্তু এ চিঠি ত আমি পূর্ব্বে দেখি নাই! আমি নিশ্চয়ই ইহা পকেটে

রাখি নাই। কোন চিঠি-পত্র পাইলে আমি তাহা খুলিয়া না পড়িয়া পকেটে রাখি না; কিন্তু এ চিঠি এখন পর্য্যন্ত খোলাই হয় নাই! গালা-মোহর করা চিঠি আমি পকেটে রাখিলাম না, অথচ তুমি ইহা আমার পকেট হইতে পড়িয়াছে দেখিলে? এ বড়ই তাজ্জবের কথা ফ্রেণি!"

ফ্রেণি হুজুরের কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্ময় প্রকাশের জন্য উভয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার, হুজুর! আমি স্বচক্ষে দেখিলাম উহা আপনার পকেট হইতে বাহির হইয়া ঐখানে পড়িল! হুজুর নিশ্চয়ই উহা পকেটে রাখেন নাই; তবে কিরূপে উহা হুজুরের পকেটে প্রবেশ করিল? পত্র-খানা হঠাৎ পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া আসিয়া হুজুরের অজ্ঞাতসারে পকেটে প্রবেশ করিয়াছিল—এরূপ সিদ্ধান্ত করা দুই এক বোতলের কাজ নয়, হুজুর!"

লর্ড ব্রামলি সাবধানে পুনর্ব্বার পত্রখানি পরীক্ষা করিলেন। সাদা মসৃণ লেফাপার উপর—'লর্ড হিউ ব্রামলি' এই নামটি মাত্র টাইপ-করা। নামের নীচে তাঁহার ঠিকানা লেখা ছিল না। জোড়ের মুখে গালা দিয়া মোহর অঙ্কিত থাকিলেও সেই গালার উপর কোন নামের হরফ ছিল না; কেবল মানুষের আঙ্গুলের মত একটি বাঁকানো আঙ্গুল, অস্থিসার আঙ্গুলের অগ্রভাগে বাঘের নখের মত সূচ্যগ্র বাঁকা নখ!

ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লর্ড ব্রামলি অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত লেফাপাখানি খুলিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার ভিতর হইতে একখানি ক্ষুদ্র পত্র বাহির করিলেন।

পত্রখানির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া লর্ড ব্রামলি গভীর বিস্ময়ে বলিলেন, "দেখ ত ফ্রেণি এ কি ব্যাপার!"—তিনি পত্রখানি ফ্রেণির হস্তে প্রদান করিলেন।

পত্রখানি হাতে লইয়া ফ্রেণিও স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল। সে দেখিল পত্রে মানুষের হাতের একটি থাবা অঙ্কিত আছে! মণিবন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ করতলের চিত্র, পাঁচটি আঙ্গুলই বর্ত্তমান; কিন্তু অঙ্গুলীগুলি বক্র, তাহাদের অগ্রভাগে বাজের নখের মত তীক্ষ্ণধার সূচ্যগ্র সুদীর্ঘ নখ! তাহা যে লৌহ-নির্ম্মিত মনুষ্যহস্তের প্রতিকৃতি, এবং সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণধার বক্র নখরগুলি

সাংঘাতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত,—ইহা বুঝিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না। ছবিখানির ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় এই থাবা দ্বারা কাহাকেও আক্র করিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করা হইবে। এমন কি, বাঘের থাবাও সেরূপ ভয়ঙ্ক সেরূপ মারাত্মক নহে! তীক্ষ্ণধার দীর্ঘ নখর-সমন্বিত এই লোহার থাবার নী মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল,—

"তোমার আর রক্ষা নাই!"

ফ্রেণি নির্নিমেষ নেত্রে এই চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিল; কি এক অজ্ঞা ভয়ে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! পত্রখানি যেরূপ আতঙ্কজনক সেইরূ দুর্ব্বোধ্য রহস্যে পূর্ণ।

কয়েক মিনিট পরে লর্ড ব্রাম্‌লি ফ্রেণিকে বলিলেন, "এই অদ্ভুত পত্রের মর্ম্ম কি—তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! তুমি কিছু বুঝিতে পারিলে ফ্রেণি?"

ফ্রেণি বলিল, "না হুজুর! এই পত্রের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আমার নাই ইহা আপনার পকেটে কিরূপে আসিল—তাহাও বুঝিতে পারি নাই; তবে উহা যে আপনার পকেট হইতেই নীচে পড়িয়াছে—ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি আমার চক্ষুকে কি করিয়া অবিশ্বাস করি হুজুর!"

লর্ড ব্রাম্‌লি বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইহা আমি পকেটে রাখি নাই; এবং ইহা আমার পকেটে ছিল—এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমার অজ্ঞাতসারে এ পত্র কিরূপে আমার পকেটে আসিল?"

ফ্রেণি বলিল, "আপনার পকেট খালি ছিল—ইহাই আপনার ধারণা?"

লর্ড ব্রাম্‌লি বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই।"

ফ্রেণি বলিল, "আপনার এরূপ ধারণার কারণ কি?"

লর্ড ব্রামলি বলিলেন, "আমি যখন এই কোট পরিধান করি—সেই সময় পকেট পরীক্ষা করিয়াছিলাম; তখন পকেটে কিছুই ছিল না।"

ফ্রেণি বলিল, "তাহা হইলে আপনি থিয়েটারে যাইবার পর পত্রখানি কেহ কোন কৌশলে আপনার পকেটে রাখিয়াছিল।"

লর্ড ব্রাম্‌লি বলিলেন, "তাহা কি সম্ভব? কেহ ইহা আমার পকেটে রাখিলে আমি কি তাহা জানিতে পারিতাম না? তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ!"

ফ্রেণি বলিল, "এরূপ লোক অনেক আছে - যাহারা পকেট হইতে মূল্যবান্ জিনিস-পত্র, টাকার ব্যাগ প্রভৃতি অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইতে পারে; যাঁহার পকেট তিনি তাহা জানিতে পারেন না। পকেটমারা তস্করদের পক্ষে যদি এরূপ কাজ অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে আপনার অজ্ঞাতসারে এই পত্রখানি আপনার পকেটে রাখিয়া দেওয়াই বা অসম্ভব হইবে কেন হুজুর?"

লর্ড ব্রাম্‌লি বলিলেন, "না, তাহা অসম্ভব নহে: কিন্তু কে কখন কি উদ্দেশ্যে ইহা আমার পকেটে রাখিল? যদি কেহ আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহাকে আমি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম।"

ফ্রেণি বলিল, "হাঁ, আপনি তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন। আপনি থিয়েটার দেখিয়া ক্লাবে আসিবার পূর্ব্বে যখন আপনার ব্রুহামে উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় একটা মাতাল আপনাকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া যায়; আপনি মোটরের চাকার নীচে পড়িয়া যান দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি আপনাকে ধরিয়া ফেলি।—সে কথা বোধ হয় আপনি এত শীঘ্র ভুলিয়া যান নাই?"

লর্ড ব্রাম্‌লি বলিলেন, "তবে কি—"

ফ্রেণি বলিল, "হাঁ, ইহা সেই মাতালটারই কাজ! সে সত্যই মাতাল কি না এ বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। যে মুহূর্ত্তে আপনার দেহের সহিত তাহার সংঘর্ষণ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সে ক্ষিপ্রহস্তে পত্রখানি আপনার পকেটে ফেলিয়া দিয়াছিল! এই উদ্দেশ্যেই সে মাতলামীর ভান করিয়াছিল। সে আপনাকে ধাক্কা দিয়া সরিয়া-পড়িবার সময় তাহার গর্হিত আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু সে যদি সত্যই নেশায় চুর হইত, তাহা হইলে ও ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিত না। যাহার অতটুকু হুঁস আছে, সে কাহারও গায়ে টলিয়া পড়ে না। সে মতলব করিয়াই আপনাকে ধাক্কা দিয়াছিল, এবং সেই সুযোগে চিঠি-খানি আপনার পকেটে গুঁজিয়া দিয়াছিল। আপনি তখন আত্মরক্ষার চেষ্টায় বিব্রত, পকেটের দিকে আপনার লক্ষ্য ছিল না।"

লর্ড ব্রাম্‌লি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে লোকটা রসিক বটে! কিন্তু এরূপ আতঙ্ক-জনক উৎকট রসিকতা করিবার উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারিতেছি না।"

অনন্তর তিনি সেই চিত্রখানির দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সেই কাগজ ও লেফাপাখানি শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং সেই টুকরাগুলি দলা পাকাইয়া অদূরবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিয়া ফ্রেণিকে বলিলেন, "তুমি এখন বাড়ী যাও। আমাকে আরও কয়েক মিনিট এখানে থাকিতে হইবে, তাহার পর বাড়ী যাইব।—আর আমার চিঠি-খানার কথা ভুলিও না; খুব সকালেই উহা 'টাইপ' করিয়া আমার কাছে লইয়া যাইবে।"

ফ্রেণি গমনোন্মুখ হইয়া বলিল, "সে কথা আমার স্মরণ আছে হুজুর! আমি আজ রাত্রেই উহা 'টাইপ' করিয়া রাখিব। আমার ঘরেই টাইপ করিবার কল আছে; কোন অসুবিধা হইবে না।"

ফ্রেণি ক্লাবের বাহিরে আসিয়া গাড়ীর প্রতীক্ষায় কয়েক মিনিট পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল; ইতিমধ্যে একখানি ট্যাক্সি সেই পথে যাইতে দেখিয়া সে গাড়ী-খানি থামাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

ফ্রেণি ষ্ট্রাউড্ গ্রীণ নামক পল্লীতে একখানি ক্ষুদ্র অট্টালিকার কুঠুরী ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিত। তখন রাত্রি অধিক হইলেও সে ট্যাক্সিওয়ালাকে তাহার বাসার দিকে যাইতে আদেশ না করিয়া বিপরীত দিকে নগরের সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ অংশে চলিল। তাহার ক্ষুদ্র গোলাকার চক্ষুর্দ্বয় সহসা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্যচ্ছটা লক্ষিত হইল; কিন্তু সেই ক্ষীণ হাসিটুকু মুহূর্ত্তমধ্যে মিলাইয়া গেল।

———

২

## রাত্রি দেড়টায় !

পিটার ফ্রেণি ক্লাব হইতে প্রস্থান করিবার প্রায় আধঘণ্টা পরে লর্ড ব্রাম্‌লি ক্লাবের বাহিরে আসিলেন, এবং তাঁহার মোটর ব্রুহামে সেণ্টজন্স উড্ নামক পল্লীতে স্বীয় প্রাসাদোপম বাসভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

লর্ড ব্রাম্‌লি যৌবনসীমা অতিক্রম করিলেও তখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই; কিন্তু অবিবাহিত থাকিলেও তিনি অসামাজিক লোক ছিলেন না। তাঁহার সমকক্ষ অভিজাতবর্গের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন, এবং তাঁহাদের গার্হস্থ্য আমোদ প্রমোদে, মজলিস ও বৈঠকে সর্ব্বদাই যোগদান করিতেন। তাঁহার লণ্ডনস্থ ভবনে পরিচারকের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, যাঁহারা পুত্র কলত্রাদি বহু পরিজনবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন—তাঁহাদের পক্ষেও তাহা অতিরিক্ত !

লর্ড ব্রাম্‌লি তাঁহার ব্রুহাম হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেই দ্বারপ্রান্তে তাঁহার আরদালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমি আমার শুইবার ঘরে গিয়াই শুইয়া পড়িব। আমার জন্য তোমাদের আর রাত জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না; রাত্রির মত তোমার ছুটি জার্ডন !"—এই আরদালীর নাম জার্ডন !

লর্ড ব্রাম্‌লি দোতালায় তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শয়ন না করিয়া শয়ন-কক্ষ-সংলগ্ন বারান্দার দিকের একটি ক্ষুদ্র কক্ষস্থ টেবিলের কাছে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতে লাগিলেন।

টেবিলের অন্তধারে একটি বাতায়ন ছিল; ভৃত্য তাহা বন্ধ করিয়া রাখিলেও খড়খড়ির পাখীগুলি না ফেলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল। লর্ড ব্রাম্‌লি এতই নিবিষ্ট-চিত্তে লিখিতেছিলেন যে, খড়খড়ির পাখীগুলি তুলিয়া রাখা হইয়াছে—ইহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই! তিনি নতমস্তকে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দ্রুত

লেখনী চালনা করিতেছিলেন; তাঁহার সম্মুখস্থ কাগজ ভিন্ন অন্য দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

লিখিতে লিখিতে হঠাৎ তিনি কলম রাখিয়া চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিলেন, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সম্মুখস্থ বাতায়নের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "জানালার বাহিরে কি একটা শব্দ হইল না? হাঁ নিশ্চয়ই কিছু একটা পড়ার শব্দ হইয়াছে, আমি তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি!—আজ রাত্রে আমার স্নায়ুগুলা যেন অত্যন্ত শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে! বুকের ভিতর ধড়াস্-ধড়াস্ করিতেছে—ইহারই বা কারণ কি?"

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই কক্ষের এক কোণে সংস্থাপিত একটি ক্ষুদ্র টেবিলের নিকট উপস্থিত হইলেন।—সেই টেবিলে হুইস্কির বোতল ও গ্ল্যাস ছিল; তিনি গ্ল্যাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢালিয়া তাহা মুখে তুলিলেন।

কিন্তু হুইস্কি গলাধঃকরণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে গ্ল্যাসটা হঠাৎ খসিয়া মেঝের উপর পড়িয়া শত খণ্ডে চূর্ণ হইল! গ্ল্যাসের হুইস্কি পুরু গালিচার অনেকখানি অংশ সিক্ত করিল। লর্ড ব্রাম্‌লি সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের দিকে চাহিয়াই ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন; তাহার পর একলম্ফে সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন।

জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি; পরিস্ফুট চন্দ্রালোক খড়খড়ির ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। চন্দ্রালোকে তিনি খড়খড়ির বাহিরের অনেক জিনিসই দেখিতে পাইলেন; সেই সঙ্গে আর যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আতঙ্ক, বিস্ময় ও দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না।—সে একখানি মুখ, একটি পুরুষের মুখ, এবং ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষুর সুতীব্র দৃষ্টি; সে দৃষ্টি পৈশাচিকতাপূর্ণ! যেন কেহ সেই খড়খড়িতে চিবুক স্পর্শ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করিতেছিল। অদূরে শিকার দেখিয়া ক্ষুধিত ব্র্যাঘ্র যেরূপ লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—এই দৃষ্টিও সেইরূপ!

লর্ড ব্রাম্‌লি মুহূর্ত্তমধ্যে জানালার নিকট হইতে পার্শ্বস্থ আলমারির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আলমারি খুলিয়া কম্পিত হস্তে একটি পিস্তল বাহির

করিয়া লইলেন। তিনি পিস্তল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহাতে টোটা ভরা আছে; তখন তিনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু সেই মুখ তখন বাতায়নপ্রান্ত হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল। তিনি চন্দ্রালোকে বাহিরের আর সকল দ্রব্যই দেখিতে পাইলেন, কেবল পূর্ব্বদৃষ্ট সেই মুখখানি কোথাও নাই! নৈশপ্রকৃতি স্থির, শ্মশানভূমির ন্যায় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, নিস্তব্ধ।

অনেক দূরে একটা ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিয়া গেল; তাহার শব্দ নৈশ বায়ুতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া দূরে ভাসিয়া চলিল।

লর্ড ব্রাম্‌লির সর্ব্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে পিস্তলটা হঠাৎ মেঝের পুরু গালিচার উপর খসিয়া পড়িল; সেই শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সেই স্থানে ক্ষণকাল জড়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে সেই বাতায়নটি পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন তাহা অর্গলরুদ্ধ আছে। সেই দিকে দ্বারও চাবি দিয়া বন্ধ ছিল, কিন্তু চাবিটি খুঁজিয়া পাইলেন না; তখন তাঁহার ধারণা হইল ভৃত্য চাবি লইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কাহার হুকুমে চাবি হইয়া গেল? তিনি তাহাকে চাবি অন্যস্থানে লইয়া যাইতে বলেন নাই।

যাহাহউক, তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার চেয়ারে বসিলেন, এবং যে পত্রখানি লিখিতেছিলেন তাহা শেষ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি আর তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি কলম রাখিয়া লেখা কাগজগুলি গুছাইতে লাগিলেন।

কিন্তু গুছাইতে গুছাইতে দুই তিনখানি কাগজ তাঁহার শিথিল অঙ্গুলী হইতে খসিয়া মেঝের গালিচার উপর পড়িয়া গেল; তিনি তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য মেঝের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের বারান্দার দিকের পূর্ব্বোক্ত দরজার কলে খুট করিয়া চাবির শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের একখানি কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত হইল। ব্রাম্‌লি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

লর্ড ব্রাম্‌লি মাথা তুলিতে গিয়া আর মাথা তুলিতে পারিলেন না! মুহূর্ত্তমধ্যে কে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া তাঁহার ঘাড় মেঝের উপর গুঁসিয়া ধরিল, এবং তাঁহার নাকে মুখে একখানি সিক্ত স্পঞ্জ চাপা দিল। তিনি সাহায্য-প্রার্থনায় তখন চিৎকার করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর বাহির হইল না, কণ্ঠ-রোধ হইল। একটা তীব্র গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার মোহ উপস্থিত হইল; কিন্তু তাঁহার অনুভব হইল, তাঁহার উভয় হস্ত ও উভয় পদ কে যেন দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে শূন্যে তুলিতেছে! তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন অসাড় হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

তাঁহার ইচ্ছা হইল, আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করিবেন, চিৎকার করিয়া ভৃত্যদের আহ্বান করিবেন; কিন্তু তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। তাঁহার সংজ্ঞাহীন আড়ষ্ট দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া তাঁহার আততায়ী মুক্তদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মুখ হইতে মৃদু উল্লাসধ্বনি নির্গত হইল বটে; কিন্তু তাহা সেই গভীর নিশীথে নিদ্রিত গৃহবাসিগণের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাহার পর চতুর্দ্দিকে স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল; এবং পশ্চিম গগনে বসিয়া সুধাকর শুভ্র রজতধারায় নৈশপ্রকৃতি প্লাবিত করিতে লাগিল!

তখন রাত্রি দেড়টা।

সূচনা সমাপ্ত।

# লোহার থাবা

## গল্পারম্ভ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### দেওয়ালের লেখা !

পুর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পরদিন প্রাতে সেণ্ট জন্‌স্ উডে লর্ড ব্রামলির সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক বসিয়া আছেন এমন সময় লণ্ডনের ফৌজদারী তদন্তবিভাগের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মরডন্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেককে দেখিয়াই তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল ; কিন্তু সৌজন্য প্রদর্শনে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না, মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

জেস্‌পার ফ্রেণি, লর্ড ব্রামলির প্রাইভেট সেক্রেটারী, পরদিন প্রত্যূষে তাহার মনিবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার অদর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তাহার সন্দেহ হইল তিনি কোন বিপদে পড়িয়াছেন ; সর্দ্দার খানসামা তাহাকে বলিল, তিনি গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই ! ফ্রেণি তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রভুর নিরুদ্দেশের সংবাদ জ্ঞাপন করিল ; এবং তাঁহাকে এই অদ্ভুত রহস্য ভেদের জন্য তদন্তভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। মিঃ ব্লেক ফ্রেণির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সহিত লর্ড ব্রামলির গৃহে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার আদেশে তাঁহার সহকারী স্মিথ বাড়ীতেই রহিল।

পুলিশের পক্ষ হইতে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মরডন আসিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; ইন্‌স্পেক্টর মরডন মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "পুনর্ব্বার আপনার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইল, মিঃ ব্লেক ! আশা করি এবার আমার সহিত আপনার মত-বিরোধ হইবে না। মানুষ চুরির অভিযোগ ! সংবাদ পাইয়াই আসিতেছি, কিন্তু সকল কথা এখনও সবিস্তারে শুনিতে পাই নাই ; এজন্য লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার খান্‌সামাকে খবর পাঠাইয়াছি। সে আসিয়া কি বলে শোনা যাইবে, আপনিও তাহার কথা গুলি শুনিবেন ; তাহার পর আমি ব্রাম্‌লির শয়ন-কক্ষটা পরীক্ষা করিতে যাইব। আপনার ইচ্ছা হইলে আপনিও আমার সঙ্গে যাইতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহ !"

কয়েক মিনিট পরে লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার-খানসামা সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। লোকটা যে ইংরাজ নহে—তাহা মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন ; তাহার মুখের ধাঁজ কতকটা মঙ্গোলিয়ানী ধরণের ! সে তাহার নাম বলিল, পেট্রো আলেক্‌স্‌টোভিচ্‌। তাহার নাম শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর মরডন বলিলেন, "ওরে বাবা ! কি বিঘুটে নাম ! এ নাম যে মুখ দিয়ে বেরোয় না।" এই উৎকট নামধারী লোকটি বলিল, ওডেসা তাহার জন্মভূমি। লর্ড ব্রাম্‌লির পুরাতন সর্দ্দার-খানসামা মাসখানেক পূর্ব্বে চাকরীতে জবাব দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তিন সপ্তাহ মাত্র সে এই চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর মরডন তাহার নিকট কোন কথাই জানিতে পারিলেন না। সে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, পূর্ব্বদিন তাহার ছুটি ছিল, সুতরাং তাহার মনিব কখন বাড়ী ফিরিয়াছিলেন এবং তাহার পর কি করিয়াছিলেন, তাহা তাহার অজ্ঞাত। প্রতিদিন প্রভাতে সাতটার সময় কাফি ও কামাইবার জন্য গরম জল লইয়া তাহাকে তাহার মনিবের শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইতে হইত। এই জন্য সে যথাসময়ে তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল,—কিন্তু অন্যান্য দিনের মত দ্বার খোলা না দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সে দ্বারে ধাক্কা দিয়াও কোন সাড়া পাইল না ; সাহেব ঘুমাইতেছেন মনে করিয়া সে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস

করিল না। আধঘণ্টা পরে সে পুনর্ব্বার তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সেইভাবেই দ্বাররুদ্ধ দেখিল; তাহার পর সে লর্ড ব্রাম্‌লির প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ফ্রেণির আদেশে দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া দেখিল, শয়নকক্ষ শূন্য, লর্ড ব্রাম্‌লিকে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

আর্দ্দালী জার্ডন বলিল, তাহার প্রভু গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন; প্রভাতে তাহাকে তাঁহার শয়ন-কক্ষে বা বাড়ীর অন্য কোন অংশে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

ইন্‌স্পেক্টর মরডন মাথা নাড়িয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "চাকরদের জেরা করিয়া কোন ফল হইবে না; লর্ড ব্রাম্‌লির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখা যাউক —যদি কোন প্রমাণ সংগৃহীত হয়। আপনি আমার সঙ্গে আসিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের সহিত লর্ড ব্রাম্‌লির শয়নকক্ষে চলিলেন। ফ্রেণি ড্রয়িংরুমে বসিয়া একজন ভৃত্যের সহিত কথা কহিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সর্দ্দার-খানসামাটাকে দেখিয়া তাঁহার মন স্বভাবতঃই তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল! তবে ইহার কারণ তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; তাঁহার এই বিতৃষ্ণার কথা তিনি ইন্‌স্পেক্টর মরডনের নিকট প্রকাশ করিলেন না।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর মরডন লর্ড ব্রাম্‌লির শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফেনিল শয্যায় তাঁহার শয়নের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই; তিনি রাত্রে শয্যায় শয়ন করেন নাই, ইহা তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। টেবিল চেয়ার প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াও সেই কক্ষমধ্যে ধস্তাধস্তি বা হাঙ্গামার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। ইন্‌স্পেক্টর রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়া কতকটা হতাশ হইলেন। তিনি দেখিলেন, টেবিলের উপর কয়েকখানি লেখা কাগজ ও সোণার কারুখচিত ফাউণ্টেন্‌পেনটি খোলা পড়িয়া আছে; চেয়ারের অদূরে গালিচার উপরেও কয়েকখানি লেখা কাগজ বিক্ষিপ্ত; কিন্তু ইহা রহস্যভেদে সহায়তা করিল না। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া চেয়ারের কাছে গালিচার উপর ঝুঁকি পড়িয়া কাগজগুলির দিকে চাহিলেন; তাহার পর একটা অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম দ্র হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তিনি তাহা অতি সাধবানে খুঁটিয়া লই একখানি কাগজে রাখিলেন; জিনিসটি এতই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ যে, মিঃ ব্লেক ভি তাহা অন্য কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত কি না সন্দেহ!

মিঃ ব্লেক সাদা কাগজে সেই জিনিসটি রাখিয়া প্রভাতের আলোকে তা পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ইন্‌স্পেক্টর মরডনের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল তিনি কাগজখানির দিকে চাঁহিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ চু একগাছি!—এই আপনার আবিষ্কার? অদ্ভুত আবিষ্কার বটে! মানুষের মাথা চুলই কি আপনার রহস্যসূত্র?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না, মৃদু হাসিয়া সেই চুলটী কাগজে মুড়ি পকেটে রাখিলেন। ইন্‌স্পেক্টর মরডন সরিয়া গিয়া বিপরীত দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; হঠাৎ তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মি ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক! এইবার বোধ হয় আমাদের তদন্তের সূত্রপা হইল; ঐ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখুন।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া সেই দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইলেন; তিনি দেখিলেন, দেওয়ালের প্রায় চারি হাত উর্দ্ধে একখানি ধূসরাভ সাদা চতুষ্কো কাগজ পিন দিয়া আটা আঁছে; তাহাতে সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণাগ্র বক্র পাঁচটি অঙ্গুলিস মানুষের হাতের থাবার একটি চিত্র—যেন কোন ভীষণকায় ক্রুদ্ধ শ্বাপদ জন্তু তাহার শিকারের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিবার জন্য সাংঘাতিক থাবা উদ্যত করিয়াছে! সেই থাবার নীচে টাইপ-করা মোটা মোটা হরফে তিন ছত্র লেখা,—

**লোহার থাবা!**

**১নং শিকার জালে পড়িয়াছে!!**

**ইহার পর কাহার পালা?**

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## মিঃ ব্লেকের প্রথম চেষ্টা

ইন্‌স্পেক্টর মরডন দেওয়াল-সংলগ্ন সেই কাগজখানির দিকে দুই এক মিনিট বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "লর্ড ব্রামলির আকস্মিক অন্তর্দ্ধান সংক্রান্ত কোন সূত্রই এই কক্ষে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না; কিন্তু ঐ কাগজখানির সাহায্যে তদন্তের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতেও পারে। —কাগজখানা পড়িয়া আপনি কিছু বুঝিতে পারিলেন কি?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর মরডনের এই প্রশ্নের হঠাৎ কোন উত্তর না দিয়া, পিতলের পিন্‌গুলাটা সেই কাগজখানি দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইলেন; তাহার পর খোলা জানালার ধারে গিয়া 'লোহার থাবা'র সেই অদ্ভুত ছবিখানি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

GN 36085

প্রায় দুই মিনিট ধরিয়া পরীক্ষার পর তিনি পকেট হইতে সেই দিনের প্রভাতের একখানি দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। এই দৈনিকখানির নাম 'দৈনিক টেলিগ্রাফ।'

কাগজখানির প্রথম পৃষ্ঠায় মোটা মোটা হরফে একটি বিজ্ঞাপন ছিল। মিঃ ব্লেক কাগজখানির ভাঁজ খুলিয়া তাহা ইন্‌স্পেক্টর মরডনের হাতে দিলেন, এবং সেই বিজ্ঞাপনটির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি ইহা দেখিয়াছেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কাগজখানি হাতে লইয়া কতকটা উপেক্ষাভরে সেই বিজ্ঞাপনটির উপর চোখ বুলাইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই হঠাৎ তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল ও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দেখিলেন, বিজ্ঞাপনটির মধ্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত লোহার থাবার একখানি ছবি আছে,—যেন থাবাটি কোন

হতভাগ্যকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার পেটের নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করি জন্য উদ্যত হইয়াছে! তাহার নীচে মোটা মোটা অক্ষরে ছাপা আছে,—

"লোহার থাবা—শিকার
লক্ষ্য করিতেছে, এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর মরডন ইহা পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেককে গম্ভীর স্বরে দৃঢ়ত সহিত বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, এরূপ অদ্ভুত জিনিস পূর্ব্বে কোনও দিন দে নাই! এই ছবিখানিতে যে ভীষণ পৈশাচিকতা ও নিষ্ঠুরতার আভাস পাও যাইতেছে—তাহা কেবল যে লোমহর্ষণ তাহাই নহে, ইহার মৌলিকতা নমুনাও বিস্ময়জনক; ইহার ভিতর হইতে যে স্পর্দ্ধা ও দম্ভ ফুটিয়া বাহি হইতেছে তাহা কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে না! যে দস্যু ছদ্মনামের সাহা এইরূপ দম্ভ ও স্পর্দ্ধা প্রকাশের সাহস করে, নিজের উপর তাহার কতখা বিশ্বাস, সে কতদূর নির্ভীক, তাহা সংবাদপত্রের এই বিজ্ঞাপনেই প্রকা এতদিন পরে আমরা প্রচ্ছন্ননামা কোন প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়াছি তাহার সহিত আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ অপরিহার্য্য!"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের কথায় তেমন উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিলে "আপনার কথা যে আংশিক ভাবে সত্য—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে আপনি দুঃসাহসী দস্যুর যে কার্য্যে দম্ভ ও স্পর্দ্ধার পরিচয় পাইয়া বিস্মি হইতেছেন, আমি তাহাতে আনাড়ী শিক্ষানবীশ তস্করের বেকুবি ভিন্ন আ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। শিক্ষানবীশ চোর আত্মপ্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া পাক চোরের চাল চালিবার চেষ্টা করিলে শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক নিজের ফাঁদেই তাহাকে পড়িতে হয়! আমার বিশ্বাস, কিছু দিনের চেষ্টাতেই আমরা তাহার ফন্দী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইব; এবং এই 'লোহার থাবা' যাহার কীর্ত্তি, সে পুরুষই হোক আর রমণীই হোক, তাহাকে গ্রেপ্তার করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। সে যে অসাধারণ ধূর্ত্ত, এবং তাহা যোগাড়যন্ত্র ও বিলক্ষণ বিস্তৃত ও কৌশলপূর্ণ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই

কিন্তু সে এই খেলায় নূতন! সে যে দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাহাতে ব্যক্তিগত লাভ ভিন্ন অন্য কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে বলিয়াই আমার ধারণা; অর্থাৎ সাধারণ তস্করেরা নিজে লাভবান হইবার জন্যই অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করে, কিন্তু এই তস্করের উদ্দেশ্য অন্যরূপ।"

ইন্‌স্পেক্টর মরডন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, সামান্য সামান্য ব্যাপারকে খুব জটিল ও দুর্ব্বোধ করিয়া তোলা আপনার একটা রোগ! আপনি যে কোন্ প্রমাণে এই সকল অসংলগ্ন কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ দেখি না।

মিঃ ব্লেক বক্র দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি অসংলগ্ন কথা বলিতেছি? তা যখন কোন প্রমাণ দিতে পারিতেছি না, তখন আমার কথাগুলি প্রলাপ বলিয়াই আপনার ধারণা হওয়া বিচিত্র নহে। ইহা আমার কল্পনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত মাত্র। বর্ত্তমান ব্যাপার গভীর রহস্য-বিজড়িত; এরূপ কাণ্ডের রহস্য ভেদ করিতে হইলে কল্পনাশক্তির সহায়তা গ্রহণ না করিলে চলে না।—আমরা এই ব্যাপারের যতটুকু বাহিরে দেখিতে পাইতেছি, তা'হার অন্তরালে যে বিপুল রহস্যস্তূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কৃত হইলে আপনি নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইবেন, ইহা আমি অসঙ্কোচে দৈববাণী করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক এরূপ দৃঢ়তার সহিত অবিচলিত স্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, তাহা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর মরডনের উপহাস-প্রবৃত্তি তিরোহিত হইল; কথা গুলির মূলে সত্য নিহিত আছে—এই ধারণা তাঁহার মনে ও বদ্ধমূল হইল। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মিঃ ব্লেকের কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার উক্তি অশ্রদ্ধেয় মনে করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না; তখন তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "এই ব্যাপার সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাউক। 'টেলিগ্রাফে' এই যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে যে ইহা পাঠ করিবে তাহারই ধারণা হইবে এই 'লোহার থাবা'র

সহিত কোন একটা প্রকাণ্ড রহস্যপূর্ণ বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারের যোগ আছে সেই ব্যাপারের স্বরূপ কি, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিবে না আপনি এই বিজ্ঞাপনে নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ঐ ছবিখানি নীচে যে দুই ছত্র লেখা আছে তাহা নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন, 'শিকার ল করিতেছে' এবং সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে।'—আর ঐ দেওয়ালসংলগ্ন কাগজ লেখা আছে—'১নং শিকার জালে পড়িয়াছে, ইহার পর কাহার পালা?' টু দুই ছত্র লেখাও পরীক্ষা করিয়াছেন। এই কয়েকটি মন্তব্য হইতে আপ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাদের জাল ক্ষুদ্র নহে, তাহাদের শিকারের সংখ্যা অল্প নহে! আর তাহারা নিশ্চেষ্ট নহে, এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি সফল করিবার জন্য সুযোগ নষ্ট করিতেও প্রস্তুত নহে। আপনি ও আমি একযোগে কাজ করিয়া পূর্ব্বে এই প্রকার দলবদ্ধ ও ষড়যন্ত্রকুশল বহুদস্যুকে তাহাদেরই জাঅ জড়াইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছি; আমার বিশ্বাস এই নূতন দল তাহাদে অপেক্ষা কোন অংশে দুর্ব্বল বা কৌশলে হীন নহে, বরং সাহস ও ফন্দীবাজীউ ইহারাই শ্রেষ্ঠ। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, এই 'লোহার থাবা' যাহা নিষ্ঠুরতা ও শক্তির বাহ্যিক নিদর্শন—সেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বা নিজের লাভের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে দস্যুবৃত্তিতে বা লুণ্ঠনে প্র হয় নাই; তাহার অন্য উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য অধিকতর সাংঘাতি অধিকতর অনিষ্টকর। আমাদিগকে যে শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্র হইতে হইবে, সেই শক্তি সমগ্র পুলিশবাহিনীর সম্মিলিত শক্তি প্রতি করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত! তাহারা যে সকল অপকার্য্য সাধনে কৃতস হইয়াছে, লর্ড ব্রাম্‌লির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেই তাহার সূচনা। আমরা যদি তাহাদে এই প্রথম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে না পারি, তা হইলে তাহারা সমগ্র দেশের শান্তি ও সুশাসনের শৃঙ্খলা ধ্বংশ করি সমাজে দারুণ বিভীষিকার সঞ্চার করিবে! অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষ করিতে হইলে প্রতিপদক্ষেপে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক আসিয়া হৃদয় অধিকার করে 'কারণ তাহাদের শক্তির উৎস কোথায়, এবং সেই শক্তির পরিমাণ কত, তা

ানির্ণয় করিবার উপায় থাকে না। তাহারা অদৃশ্য থাকিয়া কেবল যে অন্ধকারেই
আক্রমণ করে এরূপ নহে; তাহারা সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করিয়া
ামধিকতর বিব্রত ও বিপন্ন করিয়া তোলে।

ন "যাহা হউক, আপাততঃ আমরা এই সকল আলোচনায় বিরত হইয়া প্রকৃত
ণকার্য্যে হস্তক্ষেপণ করি। আমরা দেওয়ালের গায়ে রহস্যের যে সামান্য সূত্র-
টুকু পাইয়াছি তাহা—এই কাগজখানি এখন আপনিই রাখুন। ইহার বিবরণ
প্রকাশ করিয়া জন সাধারণকে সংক্ষুব্ধ ও আতঙ্কিত করিবার আবশ্যকতা নাই।"

া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। সংবাদ-পত্রের
রিপোর্টারগুলা পিপ্‌ড়ের মত সন্ধানী! আজ সকালেই কয়েক জন আমার
কাছে আসিয়া হাজির! আমাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু
আমি তাহাদের কোন কথা না বলিয়া ভাগাইয়া দিয়াছি, ফ্রেণিকেও নিষেধ
করিয়াছি - সে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিবে না। আমার
উপদেশে ফ্রেণি এই বাড়ীর চাকরগুলাকেও বলিয়াছে, যাহার মুখ হইতে
একটি কথাও বাহিরে যাইবে তাহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত করা হইবে।
চাকরী যাইবার ভয়ে তাহারা কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর মরডন সেই কক্ষের প্রত্যেক অংশ অতি
সাবধানে পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু রহস্যের কোন সূত্রই আবিষ্কার করিতে
পারিলেন না; লর্ড ব্রামলির আততায়ী তাহার কার্য্যপ্রণালীর বা গমনাগমনের
কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় নাই।

পরীক্ষা শেষ হইলে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বাতায়ন ও তৎপার্শ্বস্থ দ্বারের অন্য
দিকের বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া অট্টালিকার
পশ্চাদ্ববর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "বামে
বৃষ্টির জল নিঃসারণের নালি; তাহার পাশ দিয়া ছাদে উঠিবার লোহার
ঘুরাণো সিঁড়ি। বারান্দাটা জল দিয়া ধোয়া হইয়াছে দেখিতেছি!"

ইন্‌স্পেক্টর সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, প্রত্যহ প্রত্যূষে ছয়টার সময় বারান্দা

জল দিয়া ধুইবার আদেশ আছে; চাকরেরা সেদিন সেই আদেশ পা করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বড়ই আপশোষের বিষয়! এখন আর এখা কোন চিহ্নাদি আবিষ্কার করিবার উপায় নাই।"—তথাপি তিনি বারান্দার উ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ মাথা তুলিয়া ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "দেখুন, দেখুন!"

বারান্দার প্রস্তরনির্ম্মিত মেঝের একপ্রান্তে খানিক ধূলা জমিয়াছিল ভৃত্যদের সম্মার্জ্জনী বারান্দার সেই প্রান্ত স্পর্শ করে নাই। ইন্‌স্পেক্টর দেখিলেন সেই পুঞ্জীভূত ধূলার উপর জুতার দাগ রহিয়াছে!

ইন্‌স্পেক্টর সেই দাগটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ যে স্ত্রীলোকে জুতার দাগ! মিঃ ব্লেক, আপনার অনুমান সত্য; এই ব্যাপারে স্ত্রীলোক আছে। 'লোহার থাবা'র ন্যায় হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে ভীষণ রমণীর যোগ অদ্ভুত বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্য্যারম্ভে কোন ধারণা মনে বদ্ধমূল হইলে ভবিষ্যতে অনেক সময় ঠকিতে হয়। এখন পরীক্ষা ও প্রমাণ সংগ্রহই আমাদের কায; কার্য্যফল যথাসময়ে জানা যাইবে। এই ষড়যন্ত্রে স্ত্রীলোক থাকিলেও সে-ই যে ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে, ইহার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।"

মিঃ ব্লেক লোহার ঘুরাণো সিঁড়ির কাছে সেইরূপ আর একটি পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের এই নারী-বন্ধু এই সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিয়াছে,—পদচিহ্ন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।"

লোহার সিঁড়ির উপর পুরু ধুলা জমিয়াছিল, তাহাতেও রমণীর জুতার চিহ্ন অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "স্ত্রীলোকটা ছাদে উঠিয়াছিল, কি উদ্দেশ্যে বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিলেন, ইন্‌স্পেক্টরও

তাঁহার অনুসরণ করিলেন ; কিন্তু ছাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা জুতার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, অথচ সেখানে ধূলার অভাব ছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ! ছাদে জুতার চিহ্ন আদৌ নাই ; স্ত্রীলোকটা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া গেল না কি ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "পাখা বাহির না করিয়াও আজকাল ইচ্ছামত উড়িয়া যাওয়া কি এতই অসম্ভব ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ওঃ, আপনি ঋ-পোতের কথা বলিতেছেন ? এ ক্ষেত্রে তাহা যে সম্ভব, ইহা আমার মনে হয় নাই !"

মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া নিষেধসূচক ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "অত ব্যস্ত হইবেন না, কোন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার এখনও সময় হয় নাই ; এখন আমরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছি।"

দৈনিক 'টেলিগ্রাফ' খানি ইন্‌স্পেক্টরের নিকট হইতে ফেরত লইয়া মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই পকেটে রাখিয়াছিলেন ; তাহা পুনর্ব্বার বাহির করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বপ্রথমে কি করা উচিত শুনুন। এই লোহার থাবার বিজ্ঞাপনটি কাহার নিকট হইতে আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া 'টেলিগ্রাফে'র বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারকে একখানি সরকারী পত্র লেখা আবশ্যক। জানি না সে সহজে বিজ্ঞাপনদাতার নাম প্রকাশ করিতে সম্মত হইবে কি না ; আর সম্মত হইলেও হয় ত প্রকৃত বিজ্ঞাপনদাতার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে। কিন্তু এই বিজ্ঞাপন ভবিষ্যতে পুনঃ-প্রকাশিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা আপনাদের পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর মরডন বলিলেন, "হাঁ, আপনার এই প্রস্তাব খুব সঙ্গত বটে ! বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানা পাওয়া কঠিন হইবে না জানি, কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া পাইব না ; তবে চেষ্টা করিয়া দেখাই কর্ত্তব্য।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর মরডনের নিকট বিদায় লইয়া অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন। ফ্রেণি যে মোটরে মিঃ ব্লেককে লর্ড ব্রামলির বাড়ীতে লইয়া

আসিয়াছিল. সে সেই মোটর লইয়া বাহিরে যাওয়ায় মিঃ ব্লেককে পদব্রজেই ফিরিতে হইল। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেক কিছু দূরে আসিয়া একখানি 'বাসে'র জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন তখনও নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল; হঠাৎ একজন লোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। লোকটি সেই রাস্তার বিপরীত দিকের একখানি অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু দূরে থমকিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া তাঁহার দিকেই আসিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক দুই একবার আড় চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "লোকটার মুখ পরিচিত বলিয়াই মনে হইতেছে!"

লোকটি মিঃ ব্লেকের আট দশ গজ দূরে থাকিতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল; তাহার চোখে মুখে উদ্বেগ ও আতঙ্কের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল! কিন্তু সে মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ় পদে অগ্রসর হইল, এবং টুপি তুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

এবার মিঃ ব্লেক তাহাকে স্পষ্ট চিনিতে পারিলেন, সে লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার খানসামা পেট্রে আলেক্সটোভিচ নামক সেই রুসিয়ানটা!

সর্দ্দার-খানসামা লর্ড ব্রাম্‌লির বাড়ীর দিকেই যাইতেছিল। মিঃ ব্লেক সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, সে যে অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়াছিল তাহার সহিত তার সংযুক্ত আছে! তাঁহার মনে কৌতূহলের উদ্রেক হওয়ায় তিনি সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিলেন, দেখিলেন বাড়ীটার এক অংশে একখানি রুটি-বিস্কুটের দোকান, অপর অংশে 'ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস।'

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার-খান্‌সামাটি মনিব-বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া সকালেই ভিন্ন পল্লীর ডাকঘরে হাজির হইয়াছিল! ব্যাপার কি, না জানিলে চলিতেছে না।"

মিঃ ব্লেক রাজপথ অতিক্রম করিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন।

জইনি দেখিলেন, ডাকঘরের দিকে মেয়ে-কেরাণীরা কাজ করিতেছে; তাহার অন্যদিকে রুটি-বিস্কুটের দোকানে একটি বৃদ্ধা বসিয়া রুটি বিস্কুট বিক্রয় করিতেছিল। ষ্ট্রালিকার দুইটি কুঠুরীর একটিতে ডাকঘর, অন্যটিতে দোকান!—এরূপ দৃশ্য আমাদের দেশে বিরল।

; মিঃ ব্লেক টেলিগ্রাফ আফিসের জানালার কাছে গিয়া একখানি সাদা 'ফরম' াইয়া লইলেন,—যেন তিনি টেলিগ্রাম পাঠাইবার মতলবেই সেখানে পদার্পণ ্রেকরিয়াছেন!

থ তিনি 'ফরম' খানি হাতে লইয়া জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া আড় চোখে দেখিলেন, 'টেলিগ্রাফ সিগনেলারে'র টেবিলের উপর একখানি 'ব্লটিংপ্যাড' রহিয়াছে; ন কিন্তু জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহা দেখিবার চেষ্টা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় না, তাহার উপর ধরা পড়িবারও আশঙ্কা ছিল। এইজন্য তিনি তাঁহার পকেট হইতে একখানি আয়না বাহির করিয়া জানালার আড়ালে এ ভাবে উচু করিয়া বাঁকাইয়া ধরিলেন যে, সিগ্‌নেলরের টেবিলস্থিত 'ব্লটিংপ্যাড' তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইল।—প্যাডের ব্লটিং খানি নূতন।

লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার-খান্‌সামা পূর্ব্বোক্ত রুসিয়ানটা কিছুকাল পূর্ব্বে কেরাণীকে দিয়া যে টেলিগ্রামখানি লিখাইয়া লইয়াছিল, তাহা উল্টাইয়া ব্লটিং-প্যাডে চাপা দেওয়ায়, যে যে স্থানে অধিক কালী পড়িয়াছিল, উল্টাভাবে 'ব্লটিং প্যাডে' সেই হরফ কয়টির ছাপ লাগিয়াছিল; সুতরাং মিঃ ব্লেকের আয়নায় সোজা ভাবে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িল। তিনি নিম্নলিখিত শব্দ কয়টি প্যাডে' অঙ্কিত দেখিলেন,—

"—তর্ক থা - ব্লে—দন্তে - আসি—ত্রে—সকল—গং—লি—ছি—"

মিঃ ব্লেক টেলিগ্রামের 'ফরমে' এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি তাড়াতাড়ি লিখিয়া লইলেন; তাহার পর টেলিগ্রামের ফরম ও আয়নাখানি পকেটে ফেলিয়া ডাকঘর পরিত্যাগ করিলেন।

পথে আসিয়া মিঃ ব্লেক অসম্পূর্ণ শব্দগুলির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিলেন; টেলিগ্রামখানির মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার খান্‌সামা এই রুসিয়ানটা এই ষড়যন্ত্রে যোগদান

করিয়াছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; বোধ হয় সে দস্যুদলের সর্দ্দারকে এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়া সতর্ক করিয়াছে। আমি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছি এ সংবাদও দিয়াছে; এবং পত্রে সকল সংবাদ লিখিবে ইহাও জানাইয়াছে। এত শীঘ্র রহস্যের এসকল সূত্রের সন্ধান পাইব—ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই!"

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি টেলিফোঁর একটা ঘুম্‌টী দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি লর্ড ব্রাম্‌লির বাড়ীতে ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে টেলিফোঁতে ডাকিলেন। ইন্‌স্পেক্টর তখনও সেখানে ছিলেন; তিনি টেলিফোঁনে সাড়া দিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ওখানে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। একটা নূতন সংবাদ আছে। লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার-খান্‌সামা আলেক্‌স্‌টোভিচের গতিবিধির উপর আপনি দৃষ্টি রাখিবেন। আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই নূতন কিছু ঘটিবে।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ইন্‌স্পেক্টর মরডেনর ক্রোধ

মিঃ ব্লেক তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিতেই এক টি দীর্ঘদেহ শীর্ণ প্রাচীন লোককে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিলেন। ভদ্রলোকটির মুখে ভয় ও দুশ্চিন্তার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন; তিনি লণ্ডনের একজন গণ্যমান্য সদাগর। মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল; তবে অনেক দিন তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার জর্জ্জ ক্রেনি! আপনি হঠাৎ এখানে?"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "হাঁ মিঃ ব্লেক, আমি অনেকক্ষণ হইতে আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি; আপনার বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইতে পারে শুনিয়া আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। আপনাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আপনাকে আমার সকল কথা না বলিলে মন স্থির হইবে না।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "কোন জরুরি কাজে বাহিরে গিয়াছিলাম; একটু পরিশ্রান্তও হইয়াছি। আপনার কি বলিবার আছে—সংক্ষেপে বলিতে পারেন।"

সার জর্জ্জ ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "সকল কথা সংক্ষেপেই বলিতেছি, কিন্তু আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে আমি নিরুপায়। এ জীবন মরণের ব্যাপার! আমার অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমি অপমৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছি। আমি বড়ই বিপন্ন, মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার বিপদের কথাটা আগে বলা আবশ্যক, তাহার পর যদি আমার ক্ষমতায় কুলায় আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য

করিব; তবে আমার হাতে এখন বিস্তর কাজ, সময়ের অত্যন্ত অভাব।”

সার জর্জ্জ বলিলেন, “আপনার হাতে যতই জরুরি কাজ থাক, আমার বিপদের কাহিনী শুনিলে আপনি তাহা নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিয়া অন্য কাজে হাত দিতে পারিবেন না। আমার এই পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত, এরূপ বিস্ময়াবহ ও লোমহর্ষণ কাণ্ড আর কখন ঘটে নাই! ঘটনাটা বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও সত্য।”

মিঃ ব্লেক আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভয়ে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে; তাঁহার প্রশস্ত ললাট হইতে দরদর ধারায় ঘাম ঝরিতেছে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে! মিঃ ব্লেক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত ও বিস্মিত হইলেন, সহানুভূতি ভরে বলিলেন, “আপনার কি বিপদ বলুন শুনি। আপনি কেন এত অধীর হইতেছেন?”

স্যার জর্জ্জ বলিলেন, “কেন অধীর হইতেছি? যম যাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া লোহার থাবা দিয়া হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিবার জন্য উদ্যত, সে যদি আতঙ্কে অধীর না হয়—”

মিঃ ব্লেক হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, সার জর্জ্জের কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, লোহার থাবা! লোহার থাবার কথা আপনি কি বলিতেছেন? সে সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?”

সার জর্জ্জ বলিলেন, “বিশেষ কিছুই জানি না; এই মাত্র জানি এই অদ্ভুত ছদ্মনাম ধারণ করিয়া কোন দস্যু আমাকে হত্যা করিবে এই সংবাদ পাঠাইয়াছে। সংবাদ পাঠাইবার কৌশলটিও অত্যন্ত অদ্ভুত। আজ সকালে আমি প্রাতর্ভোজনে বসিয়া আহার করিতে করিতে প্লেটের নীচে একখানি কাগজের কিয়দংশ দেখিতে পাই; প্লেট সরাইবামাত্র এই অদ্ভুত কাগজখানি পাইলাম। দেখুন কি ভয়ানক থাবা! আমাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়াছে। আর বোধ হয় আমার প্রাণ রক্ষার আশা নাই।”

সার জর্জ্জ কাগজখানি মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। লর্ড ব্রামলির শয়নকক্ষের দেওয়ালে তিনি লোহার থাবার চিত্রাঙ্কিত যে কাগজখানি পিন দিয়া আটা দেখিয়াছিলেন, এ কাগজখানিও ঠিক সেইরূপ, এবং লোহার থাবার ছবিও সেই ছবি; এবং চিত্রের নীচে এই কথাটি সেইরূপ মোটা হরফে 'টাইপ' করা,—

## "এবার তোমার পালা !"

পূর্ণ দুই মিনিট কাল কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না! মিঃ ব্লেক তাঁহার পরম বন্ধু 'পাইপের' আগুন নিবাইয়া ফেলিলেন; কৌতূহল ও বিস্ময়ে তাহার বিস্ফারিত চক্ষু হইতে অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইল। সার জর্জ্জ তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার চক্ষুতে পলক পড়িল না। কি একটা ব্যাকুল উচ্ছ্বাস তাঁহার বুকের ভিতর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা কথায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না!

অবশেষে মিঃ ব্লেক সংযত স্বরে বলিলেন, "আপনি বলিলেন এই কাগজখানা সকালে আপনার খাবার প্লেটের নীচে ছিল—আজই সকালে?"

সার জর্জ্জ আড়ষ্টস্বরে বলিলেন, "হাঁ মহাশয়!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকালে আপনি কোথায় আহার করিয়াছিলেন? আপনার লণ্ডনের বাড়ীতে কি?"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "হাঁ। খাওয়া দাওয়া আমার মাথায় উঠিল, আমি আর কিছুই না খাইয়া অন্যদিন অপেক্ষা একটু সকালেই আমার আফিসে চলিলাম। সেখানে গিয়াও ঐ সাংঘাতিক 'থাবা'র আর এক দফা নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম!"

মিঃ ব্লেক আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "কি! আফিসে গিয়া আবার এই রকম ভয় দেখানো চিঠি পাইলেন?"

সার জর্জ্জ পকেট হইতে পূর্ব্বোক্ত চিঠির অনুরূপ আর একখানি চিঠি বাহির করিয়া নিঃশব্দে মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা পরীক্ষা করিয়া হঠাৎ সারজর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার জীবন সত্যই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, আপনাকে হত্যা করাই এই পত্রপ্রেরকের প্রকৃত উদ্দেশ্য—এরূপ

ধারণা আপনার মনে কি জন্য বদ্ধমূল হইয়াছে—তাহা আমাকে বলিতে পারেন কি ?”

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে, সার জর্জ্জ তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ; তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “এই ছবিখানা এমন ভয়ানক ভাব প্রকাশ করিতেছে, আর ইহার নীচে যে কথাগুলি লেখা আছে তাহার অর্থ এতই সুস্পষ্ট যে পত্র-প্রেরকের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। আপনি হয় ত বলিবেন ইহা কোন দুষ্ট লোকের কদর্য্য রসিকতা মাত্র, ভয় দেখাইয়া সে আমোদ করিয়াছে ; কিন্তু এই অনুমানে নির্ভর করিয়া সান্ত্বনা লাভের উপায় নাই! কারণ গত রাত্রে লর্ড ব্রাম্‌লির ন্যায় মহাসম্ভ্রান্ত ও সহায়-সম্পত্তি সম্পন্ন শক্তিশালী লোকও ইহাদেরই ষড়যন্ত্রে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন ; বোধ হয় আর কখন তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন এ কথা সত্য ; কিন্তু ইহার সহিত লোহার থাবার কোন সম্বন্ধ আছে—এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ কি ?”

কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সার জর্জ্জের মুখের দিকে চাহিলেন।

সার জর্জ্জ এই প্রশ্নের মৌখিক কোন উত্তর না দিয়া পকেট হইতে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন, তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিলেন, “আপনি কি আজকার কোন কাগজ পড়েন নাই? ইহা টেলিগ্রাফের মাধ্যাহ্নিক সংস্করণ ; লর্ড ব্রাম্‌লি সম্বন্ধে ইহাতে কি লিখিয়াছে, আপনি পড়িয়া দেখুন।”

মিঃ ব্লেক কাগজখানি খুলিয়া বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার নীচেই দেখিতে পাইলেন,—

“লর্ড ব্রাম্‌লির রহস্যপূর্ণ অন্তর্দ্ধান !”

“‘লোহার থাবা’ কে ?”

মিঃ ব্লেক এই দুই ছত্র পাঠ করিয়াই ক্রোধে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ; তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে অনুরোধ করিয়া-

ছিলেন—লর্ড ব্রাম্‌লির আকস্মিক অন্তর্দ্ধান বা 'লোহার থাবা' সম্বন্ধে কোন কথা যেন বাহিরের কোন লোক জানিতে না পারে; কোন খবরের কাগজের রিপোর্টারদের যেন এই সকল সংবাদ দেওয়া না হয়। ইন্‌স্পেক্টর মরডন যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই সংবাদ নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত না; কিন্তু তিনি মিঃ ব্লেকের অনুরোধ নিশ্চয়ই গ্রাহ্য করেন নাই! লর্ড ব্রাম্‌লির অন্তর্দ্ধান ও 'লোহার থাবা' সংক্রান্ত সকল কথাই 'টেলিগ্রাফে' প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি, সেই প্রবন্ধের উপসংহারে এ কথাও লেখা হইয়াছে যে, "বেকার ষ্ট্রীটের সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক এই রহস্য ভেদের জন্য তদন্তভার গ্রহণ করিয়া অদ্য প্রভাতে লর্ড ব্রাম্‌লির গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন; সুতরাং আশা করা যায়, তিনি অচিরে রহস্যভেদ করিয়া জন সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবেন।"—ইত্যাদি

মিঃ ব্লেক স্থির করিলেন, তিনি সার জর্জ্জ ক্রেণিকে বিদায় করিয়াই ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে টেলিফোনে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

যাহা হউক, তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া সার জর্জ্জকে বলিলেন, "আমি টেলিগ্রাফের এই সংস্করণ পূর্ব্বে পাঠ করি নাই; তবে যে সকল কথা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা সমস্তই আমার সুবিদিত। আপনাকে এ কথাও বলিতে বাধা নাই যে, আমার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও সত্য; আমি এই ব্যাপারের তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাপারের সহিত আপনারও যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—তখন আমি যে আপনাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিব—এ কথার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। আপনার জন্য যাহা করা যাইতে পারে, আমি তাহার ত্রুটি করিব না।"

সার জর্জ্জ আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন; "ধন্যবাদ মিঃ ব্লেক! আপনার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনি চেষ্টা করিলে এই জটিল রহস্যভেদ করিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদের যথাযোগ্য দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন; আমার জীবন নিরাপদ হইবে—এ আশাও দুরাশা বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিপদ্‌মুক্ত হইতে না পারি, সে পর্য্যন্ত আমাকে যথাসাধ্য সতর্ক থাকিতে হইবে ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হুঁ, আপনি ত সতর্ক থাকিবেনই ; কিন্তু আপনা সতর্কতা সত্তেও এই দুর্ব্বৃত্তেরা আপনার অনিষ্ট করিতে পারে। এই জন্য আ মনে করিতেছি, আজ রাত্রে আমি আমার সহযোগী স্মিথকে আপনার বাড়ী উপর নজর রাখিতে পাঠাইব।"

সার জর্জ্জ বলিলেন, "কিন্তু যদি আজ দিবাভাগেই তাহারা আমাকে আক্রম করে, তাহা হইলে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না ; তবে আপ ইচ্ছা করিলে দিবাভাগে পুলিশের সহায়তা পাইতে পারেন। আমি স্কট্‌ল্যা ইয়ার্ডে টেলিফোঁ করিলে গোয়েন্দা পুলিশ আপনার রক্ষার ভার গ্রহণ করিবে অবশ্য, তাহার ব্যয় আপনাকে বহন করিতে হইবে।"

সারজর্জ্জ এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া মিঃ ব্লেকের গৃহ ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "টেলিফোঁতে ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে ডাক ; তিনি এতক্ষণ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসিয়া থাকিবেন। আমি তাঁহাকে গোটাকত কথা বলিতে চাই। এ রকম বেদস্তুর কাজ তিনি কেন করিলেন তাহা জানা আবশ্যক। যে সকল গুপ্ত কথা বাহিরের লোকের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাঁহার গাফিলিতে তাহা সমস্তই খবরের কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে ; তাঁহার এই ত্রুটী অমার্জ্জনীয়। আরও বিস্ময়ের কথ এই যে তাঁহার ন্যায় সতর্ক ও বহুদর্শী পুলিশ কর্ম্মচারী—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই টেলিফোনে ঝন্‌ঝনি আরম্ভ হইল স্মিথ তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ কক্ষে কলের কাছে গিয়া সাড়া দিল ; এবং দুই একটী কথ বলিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর মরডন আপনাকে ডাকিতেছেন ; তাঁহাকে বড়ই উত্তেজিত বলিয়া মনে হইল। মেজাজ ভারি চড়া !"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া কলের কাছে দাঁড়াইলেন, এবং সাড়া দিয় বলিলেন, "খবর কি, ইন্‌স্পেক্টর ?"

ইন্‌স্পেক্টর মরডন বলিলেন, "আপনার এ কি রকম আক্কেল বলুন ত ? আপনার ন্যায় বহুদর্শী প্রবীন ডিটেক্‌টিভ—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার আক্কেলের কি অপরাধ বুঝিতে পারিলাম না।"

ইন্‌স্পেক্টর তীব্র স্বরে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, তবু বলি শুনুন; আপনি অত্যন্ত নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছেন। আজকার দৈনিক-গুলি দেখেন নাই কি? তাহাতে লর্ড ব্রাম্‌লির নিরুদ্দেশের সংবাদ, এমন কি, আমাদের তদন্তের সময় আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি এবং যাহা গোপনে রাখা একান্ত আবশ্যক ছিল—তাহা সমস্তই আনুপূর্ব্বিক সবিস্তারে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিক কি আপনি এই তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন—এ সংবাদ পর্য্যন্ত গোপনে নাই!—এ সকল নিশ্চয় আপনারই কীর্ত্তি! আপনি আমাকে সতর্ক করিয়া শেষে নিজেই সব কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন? নিজের বিজ্ঞাপন প্রচারের এই লোভটুকু সংবরণ করা কি আপনার পক্ষে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি পাগলের মত কথা বলিতেছেন? আমি কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, আপনিই ইহা প্রকাশ করিয়াছেন মনে করিয়া আপনাকে তিরস্কার করিতে আসিতেছিলাম; এখন দেখিতেছি আপনিও কিছু জানেন না!

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "তবে এ সকল কথা প্রকাশ করিল কে? বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বড়ই রহস্যজনক ব্যাপার! এ কাহার কাজ সন্ধান লইতে হইবে। এখন আর রাগ করা বৃথা। সর্দ্দার-খানসামা সেই রুসিয়ানটার উপর নজর রাখিবার কোন ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, আমার একজন অনুচরকে তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তাহার নিকট হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছি—রুসিয়ানটা তাহার চোখে ধূলা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে! একদম্ ফেরার! তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## মিঃ ব্লেককে ভয় প্রদর্শন

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর মরডনের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং ভ্রুকুঞ্চি করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে টেলিফোঁর চোঙ্‌ নামাইয়া রাখিলেন।

তিনি স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হই উঠিতেছে স্মিথ! এত শীঘ্র অপরাধীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যাইবে ও তাহা সাম্‌লাইয়া চলিবার চেষ্টা করিবে—ইহা আজ সকালেও বুঝিতে পারি নাই! আর বিস্ময়ের কথা এই যে, লর্ড ব্রাম্‌লির অন্তর্দ্ধানের সংবাদ—এমন কি, আমি তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছি—এ খবরও গোপনে রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম,—কিন্তু তাহা কাগজে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে! আমার বিশ্বা ছিল—উহা মরডন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন; মরডনের ধারণা হইয়াছে—আমি উহা প্রকাশ করিয়াছি। এখন বুঝিতেছি অন্য কাহারও দ্বারা এই সকল গুপ্ত কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে!"

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার বোধ হয়—এ সকল সেই রুসিয়া খানসামাটারই কীর্ত্তি!"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমার ত তা মনে হয় না। প্রথমত এই খানসামাটা নিরক্ষর লোক, সে একছত্রও ইংরাজী লিখিতে জানে কি না সন্দেহ; খবরের কাগজে এ সকল কথা লিখিবার খেয়ালও তাহার মাথায় আসিতে পারে না। তদ্ভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টারেরা তাহার মত সামান্য লোকের কথায় নির্ভর করিয়া এরূপ দায়িত্বপূর্ণ সংবাদ কাগজে প্রকাশ করিতে সাহস করিবে ইহাও সম্ভব নহে। অন্ততঃ কাগজের সম্পাদক এরূপ ক্ষেত্রে দায়িত্বভার লা করিবার জন্য নিশ্চয়ই লিখিত যে, এ সকল সংবাদ তাহারা লর্ড ব্রাম্‌লির পরিবার

কোন লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে ; ইহার কোন অংশ অতিরঞ্জিত কি না তাহা প্রমাণসাপেক্ষ, এবং যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করেন, তাহা প্রকাশের জন্য তাহারা প্রস্তুত আছে।"

স্মিথ বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর মরুডন একাজ করেন নাই, রুসিয়ান খানসামাটার পক্ষেও ইহা সম্ভব নহে ; অন্য কোন চাকরেও ইহা প্রকাশ করে নাই।—তবে এ কাজ করিল কে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চাকরদের প্রত্যেককে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; বলা হইয়াছিল—এ সকল কথা যে বাহিরের কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে, তাহাকেই পদচ্যুত করা হইবে। সুতরাং এ কাজ তাহাদের দ্বারা হয় হয় নাই।"

স্মিথ মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "লর্ড ব্রাম্‌লির প্রাইভেট সেক্রেটারী ফ্রেণিকে কি আপনি সন্দেহের অতীত বলিয়া বিশ্বাস করেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাকে কি তোমার সন্দেহ হয় ?"

স্মিথ বলিল, "আমি তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, সুতরাং তাহাকে সন্দেহ করা যাইতে পারে কি না তাহা অনুমান করা আমার পক্ষে অসম্ভব ; তবে আপনিই অনেকবার বলিয়াছেন অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন কাহাকেও সন্দেহের অতীত মনে করা গোয়েন্দানীতি নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য ; তবে ফ্রেণি সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোন ধারণাই আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি অতি অল্প সময়মাত্র তাহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, কারণ লর্ড ব্রাম্‌লির বাড়ীতে পৌছিবার কয়েক মিনিট পরেই সে বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, শীঘ্রই তাহাকে পরীক্ষা করিবার অবসর পাইব। এই সকল নিষ্ফল আলোচনায় এখন মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই ; হাতে জরুরী কাজ আছে ; আমি তোমার উপর কোন কোন কাজের ভার দিতে চাই।"

স্মিথ বলিল, "কি করিতে হইবে বলুন।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে পূর্ব্বোক্ত টেলিগ্রাফের 'ফরম'খানি বাহির করিয়া বলিলেন, "রুসিয়ান খানসামাটা আজ সকালে যে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল, তাহার এই

শব্দগুলি আমি টেলিগ্রাফ আফিসের ব্লটিংপ্যাডের উপর হইতে সংগ্রহ করিয়াছি যদিও প্রত্যেক শব্দের সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই, তথাপি যতটুকু অংশ পাওয়া গিয়াছে—তাহাতেই টেলিগ্রামের মর্ম্ম সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। যাহাদের নিকট এই টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হইয়াছে, আমি তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে; পত্রে সকল সংবাদ পাইবে—এ কথাও জানাইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "আমিও তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু টেলিগ্রামখানি কোন ঠিকানায় কাহার নামে প্রেরিত হইয়াছে—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোহার থাবা—একটি সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র। উহা দ্বারা কেবল ঐ জিনিসটিই বুঝাইতেছে না; উহার অধিকারীকেও বুঝাইতেছে; সুতরাং টেলিগ্রামখানি তাহার আড্ডায় প্রেরিত হইয়াছে। এই আড্ডাটি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি তোমাকে কি পরিমাণে সাহায্য করিতে পারিব—তাহা এখন বলা কঠিন। আমি এখনই ফ্লীট ষ্ট্রীটে গিয়া 'টেলিগ্রাফের' বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারের সহিত দেখা করিব। 'লোহার থাবা'র বিজ্ঞাপন-দাতার নাম ও ঠিকানা জানিবার চেষ্টা ত করিবই, তদ্ভিন্ন লর্ড ব্রাম্‌লির অন্তর্দ্ধানের সহিত লোহার থাবার সম্বন্ধ আছে, ইহা এই কাগজের রিপোর্টারেরা জানে কি না, আর এই গুপ্তসংবাদ তাহারা কিরূপে সংগ্রহ করিল—ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; তবে আমার চেষ্টা সফল হইবে কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

"তুমি সর্ব্বাগ্রে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া ইন্‌স্পেক্টর মরডনের সহিত দেখা করিবে। টেলিগ্রামখানি সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা সম্ভব, তাহা তিনি ডাকঘর হইতে তোমাকে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন। গবর্মেণ্টের এক বিভাগ অন্য বিভাগকে সাহায্য করিতে বাধ্য। এতদ্ভিন্ন সার জর্জ্জ ক্রেণির হঠাৎ কোন বিপদ না ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য ছদ্মবেশধারী দুইজন প্রহরীকেও তাঁহার কাছে পাঠাইতে বলিবে।"

স্মিথ প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক বিগত মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত একখানি প্রকাণ্ড

কেতাব বাহির করিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। বিগত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের যে সকল সুসন্তান নানাভাবে স্বদেশের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম, এবং কে কোন কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট থাকায় ভবিষ্যতে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের বিস্তৃত ইতিহাস রচনার প্রচুর উপাদান ইহাতে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন লর্ড ব্রাম্‌লি 'ব্রাম্‌লি এরিয়াল ট্রান্‌স্‌পোর্ট কোম্পানী'র প্রতিষ্ঠাতা; এবং সমর বিভাগের সহায়তার জন্য তিনি যুদ্ধোপযোগী এরোপ্লেনের সংস্কার ও উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত নক্সাগুলি হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই তিনি 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন; যুদ্ধাবসানে শেষ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই স্বদেশপ্রেমের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে 'লর্ড' খেতাব দেওয়া হয়। স্বদেশের গৌরব রক্ষায় যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি এই মহাসম্মান জনক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সামান্য কৃতিত্বের পরিচয় নহে!

মিঃ ব্লেক লর্ড ব্রাম্‌লির কর্ম্ম জীবনের বিবরণ পাঠ করিতে লাগিলেন; তাহা পাঠে তিনি জানিতে পারিলেন লর্ড ব্রাম্‌লি চিরকুমার ছিলেন, এবং তাঁহার দুইখানি বাস ভবন ছিল; একখানি লণ্ডনের গ্রস্‌ভেনর ষ্ট্রীটে, অন্যখানি লণ্ডনের বাহিরে—সেণ্টজন্‌স্ উডের সন্নিকটে। এই শেষোক্ত অট্টালিকা তাঁহার পল্লীভবন। লর্ড ব্রাম্‌লির পারিবারিক জীবনের কোন কথাই তিনি জানিতেন না, এবং তাহা জানিবারও তাঁহার তেমন কোন সুবিধা ছিল না।

অনন্তর সেই কেতাবখানি রাখিয়া তিনি সেই দিনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ'খানি হাতে লইয়াছেন এমন সময় তাঁহার বহির্দ্বারে হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি হইল! তিনি বিরক্তি ভরে বলিলেন, "আঃ, কি বিপদ! এখনই বাহিরে যাইব, কে আবার কোথা হইতে কি জন্য বিরক্ত করিতে আসিল? সারাদিন ধরিয়া কেবলই লোকের নালিশ শুনি, আমার যেন আর কোন কাজকর্ম্ম নাই!"

মিনিট খানেক পরে মিসেস্ বার্ডেল তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া

তাঁহার হাতে একখানি কার্ড দিল। মিঃ ব্লেক কার্ডখানি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন আগন্তুকের নাম—"প্রোফেসার জন ডিপিন্।"

মিঃ ব্লেক অসন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন, "লোকটিকে এখানে পাঠাইয়া দাও আমার সঙ্গে উঁহার পরিচয় নাই।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে প্রোফেসার ডিপিন্ মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন লোকটি লম্বা, বেশ জোয়ানও বটে; পোষাকের ঘটা দেখিয়া সৌখীন ধনাঢ্য লোক বলিয়াই মনে হয়। মাথাটা প্রকাণ্ড, চুলগুলি বিলকুল সাদা, চক্ষু কটা, দৃষ্টিতে কুটিলতার লেশ মাত্র নাই। মুখে যেমন লম্বা দাড়ি, তেমনই বিশাল গোঁফ তার দশ আনা পাকা, ছ' আনা কাঁচা। প্রশস্ত ললাট, দেখিলে চিন্তাশীল বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ তিনি যশস্বী ব্যক্তি, বড়দরের বৈজ্ঞানিক বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতি ছিল।

মিঃ ব্লেকের সহিত পরিচয় না থাকিলেও উভয়ে পরস্পরের নাম জানিতেন। এ-ই তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রোফেসার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক বহুদিন হইতে আপনার নাম শুনিয়া আসিতেছি; আজ সৌভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন লাভ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "উভয়তঃ আমার এই সৌভাগ্যের কারণটা জানিতে পারি কি?"

প্রোফেসার বলিলেন, "বিশেষ প্রয়োজনেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আমাকে দয়া করিয়া কয়েক মিনিট সময় দিবেন কি? জানি আপনার সময় খুব মূল্যবান, কিন্তু আমার কাজও বড় জরুরী।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি বাহিরে যাইবার জন্য উঠিতেছিলাম। কিন্তু কয়েক মিনিট বিলম্বে বিশেষ অসুবিধা হইবে না।—আপনার কি বলিবার আছে বলুন।"

প্রোফেসার পকেট হইতে একখানি খোলা লেফাপা বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, "আজ সকালে আহারে বসিয়া আমার

ভোজন-টেবিলে লেফাপাখানি পাইয়াছি ; উহা খুলিয়া দেখিয়া আপনার কাছে লইয়া আসিলাম।—উহার ভিতর কি আছে দেখিতে পারেন !”

মিঃ ব্লেকের মনে হঠাৎ কেমন একটা খট্‌কা বাধিল, তিনি লেফাপার ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিলেন ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা পত্র নহে, সেই ভীষণ-দর্শন লোহার থাবার একখানি ছবি, আর সেই ছবির নীচে টাইপ-করা এক ছত্র লেখা,—

আগামী কল্য রাত্রিযোগে আপনার পালা !”

মিঃ ব্লেক প্রোফেসারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন, আমি এই লোহার থাবার রহস্যভেদের ভার গ্রহণ করিয়াছি।”

প্রোফেসার বলিলেন, “হাঁ, আজই তাহা কাগজে পড়িয়াছি ; সুতরাং আমার ধারণা হইয়াছে ‘লোহার থাবা’ এই ছদ্মনাম ধারণ করিয়া যে দুর্ব্বৃত্ত যাহাকে খুসী ইচ্ছামত গাফ্‌ করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আপনি কোন কোন গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহা কোন লোকের ছদ্মনাম—ইহাই কি আপনার বিশ্বাস ?”

প্রোফেসার বলিলেন, “ঠিক বলিতে পারি না ; তবে থাবাটা যে মানুষের, সে বিষয়ে ত সন্দেহের কারণ নাই,—তা সে যত-বড় শয়তানই হোক।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “শয়তান কি শয়তানী—তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। অনিশ্চিত বিষয় লইয়া বৃথা তর্ক অনাবশ্যক ; আপনি বলিলেন—আজ সকালে আহারে বসিয়া ভোজন-টেবিলে এই অপরূপ নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছেন।”

প্রোফেসার বলিলেন, “হাঁ লেফাপাখানি আমার অন্যান্য চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি শুনিয়াছিলাম আপনি রিচমণ্ডে থাকেন ; ত কাল সেইখানেই আছেন কি ?”

প্রোফেসার বলিলেন, “হাঁ, সেখানেই আছি ; সেখান হইতেই আপনার সঙ্গে

দেখা করিতে আসিয়াছি। সেখানেই আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার; কা ফেলিয়া কয়েকমাস লণ্ডনে আসিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক 'লোহার থাবা'র ছবি খানির দিকে চাহিয়া প্রোফেসারকে বলিলেন "লোহার থাবা নামধারী লোকটা আপনাকে শত্রু মনে করিতে পারে—এরূপ কোন কারণ আপনার স্মরণ হয় কি? আপনার প্রতি তাহার আক্রোশের সঙ্গত কোন কারণ আছে কি না ভাবিয়া দেখুন।"

প্রোফেসার বলিলেন, "লোকটা কে তাই যে জানি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা না জানিতে পারেন; কিন্তু আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন, সংপ্রতি কিছু দিনের মধ্যে কোন লোকের সহিত আপনি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, এরূপ কোন ব্যবহার করিয়াছেন কি— যে ব্যবহারের জন্য সে আপনার অপকার করিতে পারে?"

প্রোফেসার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না মিঃ ব্লেক! আমি কাহারও প্রতি সেরূপ ব্যবহার করি নাই। সাধারণের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ প্রায়ই আমার ঘটিয়া উঠে না; বাহিরেও আমার যাতায়াত কম। যখন আমি কোন বিজ্ঞান সভায় নিমন্ত্রিত হই, কেবল সেই সময়েই আমি জনসাধারণের সম্মুখে যাই। ইদানী সে সুযোগও আমার নাই; কারণ কিছুদিন হইতে আমি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত আছি, তাহা লইয়া দিবারাত্রি আমাকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এই একঘেয়ে নির্জ্জন বাসের কি কোন সহচর নাই?"

প্রোফেসার বলিলেন, "আমার পালিতা কন্যা আমার কাছেই থাকে; তদ্ভিন্ন দুইজন চাকর আমার সকল আদেশ পালন করে। আমার বাড়ীতে আর কেহই নাই, এবং অন্য কোন লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতেও আসে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই অদ্ভুত পরোয়ানা পাইয়া আপনি কি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন?"

প্রোফেসার বলিলেন, "প্রথমে আমি মনে করিয়াছিলাম ইহা কোন দুষ্ট লোকের বদ্‌রসিকতা মাত্র; কিন্তু কাগজে লর্ড ব্রাম্‌লির আকস্মিক অন্তর্দ্ধান-কাহিনী পাঠ

করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, হয় ত কোন অজ্ঞাত কারণে তাহারা আমাকেও বিপন্ন করিতে পারে, এমন কি আমার প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নহে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত এই ব্যাপারের তদন্তভার পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছি, আপনাকে নূতন করিয়া কি আর সাহায্য করিব? পত্রে কাল রাত্রে আপনার অনিষ্ট করিবার ভয় দেখাইয়াছে, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে বোধ হয় আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আপনি যদি বলেন, কাল রাত্রে আমি স্বয়ং আপনার গৃহে উপস্থিত থাকিয়া আপনাকে পাহারা দিতে পারি; ইহার অধিক আপাততঃ আর কিছুই করিবার নাই।"

প্রোফেসার মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক ফ্লিট ষ্ট্রীটে 'ডেলি টেলিগ্রাফে'র আফিসে যাত্রা করিবার জন্য উঠিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "ইনি মহাপণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, কখন কাহারও ক্ষতি করেন নাই, কাহারও কোন কথায় থাকেন না; ইহার প্রতিও কাল রাত্রে অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন করিল! এ কাহার কাজ? ব্যাপার ক্রমেই অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিতেছে! ইহার শেষ কোথায় কে বলিবে?"

হঠাৎ টেবিলের এক পাশে একখানি লেপাফায় তাঁহার দৃষ্টি পড়িল!—"ও চিঠি ওখানে পড়িয়া আছে! কাহার চিঠি? সকালে আমার যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া বাহিরে গিয়াছিলাম; আমার নামে আর কোন চিঠিপত্র আসে নাই ত!"—মনে মনে এইকথা বলিয়া মিঃ ব্লেক টেবিল হইতে লেফাপাখানি তুলিয়া লইলেন; লেপাফার উপর তাঁহারই নাম টাইপ-করা!

"আধঘণ্টা পূর্ব্বেও এ চিঠি এখানে ছিল না!"—বলিয়া মিঃ ব্লেক লেফাপা খুলিয়া দেখিলেন,—তাহার ভিতর ধূসরাভ শুভ্র কাগজে পূর্ব্ববৎ 'লোহার থাবার' চিত্র অঙ্কিত; চিত্রের পাশে সেইদিনের 'টেলিগ্রাফ' হইতে মিঃ ব্লেক লর্ড ব্রাম্‌লির নিরুদ্দেশ-রহস্য তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—এই সংবাদটুকু পিন দিয়া আঁটা রহিয়াছে, এবং তাহার নীচে 'টাইপকরা' মোটা হরফে লেখা আছে,—

**"বাঁচিতে চাও ত এই তদন্তে আর হাত দিও না।"**

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## নূতন নূতন রহস্য

মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সেই পত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর কি ভাবিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! যে তাঁহাকেও এই ভাবে ভয় প্রদর্শন করিতে সাহসী হইয়াছিল, তাহার ধৃষ্টতায় তিনি অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে বহু দস্যুতস্করের সহিত তাঁহাকে বিরোধ করিতে হইয়াছে; এরূপ ভয়-প্রদর্শন তাঁহার নিকট নূতন নহে। তাঁহাকে অনেকবার বিপন্ন হইতেও হইয়াছে; কিন্তু প্রাণের ভয়ে তিনি কোন দিন কর্ত্তব্যসম্পাদনে কুণ্ঠিত হন নাই। এবারও তিনি ভীত হইলেন না; বরং তাঁহার মনে কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতসারে পত্রখানি কিরূপে তাঁহার টেবিলে আসিল, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইল। পত্রখানি কি উপায়ে সেখানে আসিতে পারে—তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

সকাল হইতে দুইজন লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি লর্ড ব্রাম্‌লির গৃহ হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে সারজর্জ্জ ক্রেণি তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বসিয়া ছিলেন; তিনিই এই পত্রখানি আনিয়া সেখানে রাখিয়া গিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; কারণ তিনিও ঠিক এইরূপ বিপদে পড়িয়াই মিঃ ব্লেকের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তিনি শত্রুপক্ষের গুপ্তচর নহেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রোফেসার ডিপিন। তিনিও ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সন্দেহের অতীত।

সুতরাং মিঃ ব্লেক কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া গৃহত্যাগ করিলেন; এবং পথে একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া 'ডেলি টেলিগ্রাফে'র আফিসে চলিলেন।

'ডেলি টেলিগ্রাফ' লণ্ডনের প্রতিষ্ঠাপন্ন দৈনিক-পত্রিকাসমূহের অন্যতম; প্রত্যহ তাহার তিন চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, লক্ষ লক্ষ গ্রাহক নিয়মিত রূপে ইহা গ্রহণ করেন; সুতরাং ইহার ছাপাখানা, কর্ম্মশালা, বিজ্ঞাপন বিভাগ, সম্পাদকীয় বিভাগ প্রভৃতি কিরূপ বিরাট ব্যাপার পাঠকগণ তাহা অনুমান করুন। ইহার বিজ্ঞাপন বিভাগের যিনি 'কর্ম্মকর্ত্তা'—তাঁহার নাম মিঃ জর্জ্জ গারফীল্ড। মিঃ ব্লেক তাঁহার সুপরিচিত; কার্য্যোপলক্ষে বহুবার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, এবং এই সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছিল। মিঃ ব্লেককে সম্মুখে দেখিয়া মিঃ গারফীল্ড সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম মিঃ ব্লেক! আপনার মত কাজের লোক যে বিনাপ্রয়োজনে আমার আফিসে আসিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; অথচ আপনার ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন ডিটিক্‌টিভ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বিজ্ঞাপনের সাহায্য গ্রহণে উৎসুক হইবেন ইহাও সম্ভব নহে। আমার কাছে যদি কোন কাজ থাকে—দয়া করিয়া বলুন, আমি আনন্দের সহিত আপনাকে সাহায্য করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কাজকর্ম্ম লইয়া যেরূপ ব্যস্ত আছেন তাহাতে লম্বা ভূমিকা করিয়া বাজে কথায় আপনার সময় নষ্ট করা সঙ্গত হইবে না; সুতরাং কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই আমার হঠাৎ আসিবার কারণ বলি। আজ সকালে আপনাদের কাগজের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম; সেই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ গারফীল্ডের মুখ মুহূর্ত্তে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; মিঃ ব্লেক তাঁহার চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় 'লোহার থাবা'-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের কথা বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য, মিঃ গারফীল্ড। আর একথাও বোধ হয় আপনাকে বলা বাহুল্য যে, এই বিজ্ঞাপনের সংস্রবে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার বিবরণ আপনি আপনার কাগজেই পাঠ করিয়াছেন;

এ অবস্থায় আপনারা কাহার নিকট এই বিজ্ঞাপন পাইয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইলে, আশা করি তাহা আমার পক্ষে অনাবশ্যক কৌতূহল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন না।

মিঃ গারফীল্ড অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আপনার কর্ত্তব্য হিসাবে এই কৌতূহল অনাবশ্যক না হইতেও পারে, কিন্তু আমি আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করা অসম্ভব মনে করিতেছি! আমি যে বিজ্ঞাপনদাতার নাম ধাম ইচ্ছা করিয়া আপনার নিকট গোপন করিতেছি—এরূপ মনে করিবেন না। আমি জানি আমি স্বেচ্ছায় তাহা না বলিলে আপনি আইনের সাহায্যে তাহা প্রকাশ করিতে আমাকে বাধ্য করিতে পারেন; কিন্তু বিজ্ঞাপনটি আমরা ডাকে পাইয়াছিলাম, তাহাতে বিজ্ঞাপনদাতার নাম ধাম কিছুই ছিল না! এরূপ বেনামী বিজ্ঞাপন প্রকাশে আমাদের আপত্তির কোন কারণ ছিল না, যেহেতু আমরা প্রথম পৃষ্ঠায় শিকি 'কলম' স্থানে ঐ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের খরচা ছয়শত পাউণ্ডের ট্রেজারি নোট ঐ বিজ্ঞাপনের সঙ্গেই পাইয়াছিলাম। উহা একবার মাত্র ঐ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের ব্যয়!"

আমাদের দেশের পাঠক কি ধারণা করিতে পারেন একখানি দৈনিক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শিকিকলম বিজ্ঞাপন একবার মাত্র প্রকাশের মূল্য নয় হাজার টাকা!

মিঃ ব্লেক মিঃ গারফীল্ডের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন—আপনারা বিজ্ঞাপনটি ডাকে পাইয়াছিলেন, বিজ্ঞাপনটি যে লেফাপায় পুরিয়া আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল—সেই লেফাপাখানি আমি কি দেখিতে পাই না?"

মিঃ গারফীল্ড পুনর্ব্বার, মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তাহা আপনাকে দিতে পারিব না; কারণ আমাদের চিঠিপত্রাদি আমাদের আফিস-সংলগ্ন ডাক বিভাগে লইয়া সেই স্থানেই খোলা হয়; চিঠি পত্রগুলি যে যে বিভাগের —সেই সকল বিভাগে চলিয়া যায়—তাহাদের লেফাপা মোড়ক বাজে কাগজের ঝোড়ায় নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বাজে কাগজের স্তূপ আফিসের বিভিন্ন বিভাগে

আনিয়া আফিসের আবর্জ্জনা-বৃদ্ধি করা আবশ্যক মনে হয় না। বিজ্ঞাপন আমার ডেস্কে অন্যান্য বিজ্ঞাপনের সঙ্গে 'ফাইল' করা হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনের টাকা 'ক্যাসে' জমা করিয়া লইবার জন্য খাতাঞ্জীর নিকট যথানিয়মে প্রেরিত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে পড়িল তিনি সেই দিন প্রভাতেই ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞাপনদাতার নাম ও ঠিকানা—বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্ত্তার নিকট হইতে সংগ্রহ করা সহজ হইবে না; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা যে এই ভাবে বিফল হইবে, ইহা তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই!

যাহা হউক, মিঃ গারফীল্ড মিঃ ব্লেককে হতাশভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে একটু আপ্যায়িত করিবার জন্য বলিলেন, "আমি আপনার আশা পূর্ণ করিতে না পারায় আন্তরিক দুঃখিত হইলাম; কিন্তু আমি অন্য দিক দিয়া এই 'লোহার থাবা' সম্বন্ধে যে দুই একটি কথা জানিতে পারিয়াছি—আশা করি আপনার তাহা শুনিবার কৌতূহল হইবে। এই বিজ্ঞাপন-সম্পর্কে আমি আজ সকালে একটি ফাইল' পাইয়াছি, তাহা আপনাকে দিতেছি; তাহা দেখিলে এ সম্বন্ধে আপনি বোধ হয় কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।"

মিঃ গারফীল্ড তাঁহার ডেস্ক খুলিয়া,একটি দেরাজ হইতে একখানি পুরু লেফাপা বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন। মিঃ ব্লেক কৌতূহলভরে তাহা খুলিয়া বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কয়েকখানি ছাপা কাগজ দেখিতে পাইলেন; তাহাদের সকলের উপর ধূসরাভ সাদা কাগজে লোহার থাবার ছবি ছিল! সেই ছবির নীচে নিম্ন-লিখিত কথাগুলি টাইপ করা ছিল—

"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, 'লোহার থাবা'র বিজ্ঞাপনটি ভবিষ্যতে আর একবারও আপনাদের কাগজে প্রকাশিত না হয়—এই মর্ম্মে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড কর্ত্তৃক আপনারা অনুরুদ্ধ হইয়াছেন! কিন্তু আপনারা স্মরণ রাখিবেন যদি আগামী কল্য তারিখের (১৫ই, বৃহস্পতিবার) 'ডেলি টেলিগ্রাফে' এতৎসহ প্রেরিত সংশোধিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে আপনাদের বিজ্ঞা-

পন বিভাগের ম্যানেজারের প্রতি অবিলম্বেই যথাযোগ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইবে। আপনারা ভবিষ্যতে কোন্ পন্থা অবলম্বন করেন—'লোহার থাবা' অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহা লক্ষ্য করিতেছে। অতএব আপনারা যদি বিপন্ন হইতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে সকল দিক ভাবিয়া কাজ করিবেন—এতদর্থে আপনাদিগকে সতর্ক করা যাইতেছে।"

এই কাগজখানি আর একখানি বৃহত্তর কাগজের সহিত পিন দিয়া গাঁথা ছিল। সেই কাগজে 'লোহার থাবার' একটি বৃহত্তর চিত্রের নীচে যে কয়েকছত্র লেখা ছিল—তাহাই যে সংশোধিত বিজ্ঞাপন, এবং ১৫ই বৃহস্পতিবারের অর্থাৎ পরদিনের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, মিঃ ব্লেক তাহা পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন; সেই বিজ্ঞাপনের নীচে মোটা হরফে এই ছত্রটি টাইপ-করা ছিল,—

"সুবিচারের নামে প্রতিহিংসা সাধন!"

মিঃ ব্লেক মিঃ গারফীল্ডের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ ব্লটিং কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে! কি একটা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন ইহা তাঁহার চোখে মুখেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া শুষ্কস্বরে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এ সকল কি ব্যাপার, মিঃ ব্লেক! এই 'লোহার থাবা' জিনিসটি কিরূপ সাংঘাতিক তাহা ইহার ছবিতেই প্রকাশ; কিন্তু ইহা কাহার থাবা? কে সেই লোক? সে কি উদ্দেশ্যে সমাজে এইরূপ দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে এবং, তাহার এই স্পর্দ্ধিত উক্তি কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তিই বা কতখানি? তাহার এইরূপ বিস্ময়কর স্পর্দ্ধা কোথা হইতে হইল? কোন্ সাহসে সে মনে করিতেছে ভ্রূভঙ্গি দ্বারা সকলকেই তাহার ক্রীতদাসের ন্যায় ইচ্ছামত পরিচালিত করিবে? তাহার এই গগনস্পর্শী ধৃষ্টতার কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যে লণ্ডনের সর্ব্বসাধারণের আন্দোলন আলোচনার বিষয় হইয়াছে। আগামী কল্যই ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার বিজয় ডঙ্কা তুমুল রবে ঘোষিত হইবে; অথচ লণ্ডনের সতর্ক পুলিশবাহিনী,

প্রচণ্ড রাজশক্তি নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্যম! যদি অবিলম্বে তাহার এই স্পর্দ্ধা এই যথেচ্ছাচারের প্রবৃত্তি দৃঢ়হস্তে দমন করা না হয়; তাহা হইলে অচিরে সমাজের সর্ব্বস্তরে কি দারুণ বিভীষিকা দেশব্যাপী হইয়া শান্তি, শৃঙ্খলা, এমন কি গবর্মেণ্টের সুনাম পর্য্যন্ত নষ্ট করিবে, তাহা কি আপনারা ভাবিয়া দেখেন নাই? লর্ড ব্রাম্‌লির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, যে কোন লোকের যে কোন মুহূর্ত্তে সেইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থা ঘটিবে না ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?"

মিঃ ব্লেক মিঃ গারফীল্ডের আতঙ্ক ও নিরাশাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাগজগুলি আপনি কখন পাইয়াছেন?"

মিঃ গারফীল্ড বলিলেন, "প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে! আপনি এই ব্যাপারের তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া আপনাকে টেলিফোঁ করিব মনে করিতেছিলাম; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি যে নিতান্ত কাপুরুষ—এরূপ আপনি মনে করিবেন না। আমার সাহস ও মনের বল কোন ইংরাজের অপেক্ষা কম নয়; তথাপি আমি স্বীকার করিতেছি—'লোহার থাবা'র এই স্পর্দ্ধিত উক্তিতে আমি ভীত ও বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ভয় পাইয়া আপনি যেন বিজ্ঞাপনটা পুনর্ব্বার ছাপিতে দিবেন না। না, উহা আর নিশ্চয়ই ছাপা হইবে না।"

মিঃ গারফীল্ড স্খলিত স্বরে বলিলেন, "কিন্তু তবে কি না—"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ইহার মধ্যে আর 'কিন্তু' নাই। আপনি এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে যে উপদেশ পাইয়াছেন—তাহাই আপনি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বলিয়া জানিবেন; কোন কারণে আপনি তাহার অন্যথা করিবেন না। আপনি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণভয়ে গুণ্ডার আদেশ শিরোধার্য্য করিলে আপনার ও আপনাদের কাগজের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবেন।"

মিঃ গারফীল্ড হতাশ ভাবে বলিলেন, "তা তো ভাবিয়া দেখিব; কিন্তু 'লোহার থাবা' কি লিখিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেন ত? সরকারী হুকুমের আপীল আছে,

কিন্তু লোহার থাবায় যদি নাড়ি ভুঁড়ি বাহির হইয়া যায় তাহার তো আপীল নাই, চক্ষুর নিমেষে পঞ্চত্ব লাভ! লর্ড ব্রাম্‌লির পরিণাম চিন্তা করিলে, উহার উক্তিগুলি যে অসার দম্ভ, ফাঁকা স্পর্দ্ধামাত্র—এরূপ মনে করিয়া তাহা কি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায়? আপনার মনে কি হয় তাই বলুন।"

মিঃ ব্লেক একটু দমিয়া গিয়া বলিলেন; "আপনার কথা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু একথাও আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, "লোহার থাবা' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া যে গুণ্ডাটা যাহাকে ইচ্ছা ভয় দেখাইতেছে—তাহার থাবা শীঘ্রই ভোঁতা করিবার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। যদি আমরা প্রাণের ভয়ে তাহার আদেশ পালন করি, তাহা হইলে তাহার সাহস ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে; শেষে তাহার জুলুমে সকলেই অস্থির হইয়া উঠিবে! সুতরাং তাহাকে চূর্ণ করিবার জন্য এখনই আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। এখন বলুন এই কাগজপত্রগুলি কিরূপে আপনার হস্তগত হইল? কেহ কি ইহা লইয়া আসিয়াছিল?"

মিঃ গারফীল্ড সম্মতিসূচক মস্তক-আন্দোলন করিলেন, কোন কথা বলিলেন না। মিঃ ব্লেক তাঁহার নিকট লেফাপাখানি চাহিলে তিনি দেরাজ হইতে একখানি লম্বা পুরু লেফাপা বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলেন; মিঃ ব্লেক দেখিলেন, লেফাপার উপর টাইপের অক্ষরে লেখা আছে,—

মিঃ জর্জ্জ গারফীল্ড,

বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার,

'ডেলি টেলিগ্রাফ্।'

ফ্লীটষ্ট্রীট ই, সি; লণ্ডন।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন এই শিরোনামা হইতে পত্র প্রেরকের কোন সন্ধান মিলিবার আশা নাই। লেফাপার কোন স্থানে অঙ্গুলিচিহ্ন পড়িয়াছে কি না অনুবীক্ষণের সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিয়াও তিনি কোন ফল পাইলেন না; তাহা অঙ্গুলী-স্পৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লেফাপাখানি টেবিলের উপর

রাখিয়া মিঃ গারফীল্ডকে বলিলেন, "কাল প্রভাতে যে কাগজ বাহির হইবে, তাহার বিজ্ঞাপন কোন্ সময় প্রেসে উঠিবে ?"

মিঃ গারফীল্ড বলিলেন, "বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা আজ রাত্রি বারটার সময় ছাপা আরম্ভ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিজ্ঞাপন ছাপিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনি রাত্রে কতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেসে থাকিবেন ?"

মিঃ গারফীল্ড বলিলেন, "সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত আমাকে প্রেসে থাকিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি যদি আজ রাত্রে আমার এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করেন—তাহা হইলে রাত্রি সাড়ে আটটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া দেখি, হয় ত এই সময়ের মধ্যে রহস্যের কোন সূত্র পাইতেও পারি। আপনি আমার নাম করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্‌স্পেক্টর মরডনের নিকট টেলিফোঁতে সাহায্য চাহিলে তিনি আপনার দেহরক্ষার সুব্যবস্থা করিবেন।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ গারফীল্ডের উৎকণ্ঠা যেন অনেকটা কমিয়া গেল। তিনি হাঁপ ছাড়িয়া উৎসাহ ভরে বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই আপনার উপদেশানুযায়ী কাজ করিব। আমার বিশ্বাস আপনি যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিলে সেই দুঃসাহসী স্পর্দ্ধিত দস্যু আর কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে মুঠায় পুরিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথায় কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ডেলি টেলিগ্রাফের সংবাদ বিভাগের সম্পাদকের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই বিভাগের সম্পাদককে বলিলেন, "লর্ড ব্রাম্‌লির শয়ন-কক্ষের দেওয়ালে 'লোহার থাবা'র ছবি পাওয়া গিয়াছে এবং ছবির নীচে কোন কোন কথা লেখা আছে—এই সংবাদ আজ আপনার কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।—এই সংবাদ আপনি কাহার নিকট পাইয়াছেন জানা আবশ্যক।"

সংবাদ বিভাগের সম্পাদক বলিলেন, "নূতন নূতন সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমাদের অনেক এজেন্সি আছে—তাহারাই স্থানীয় সকল সংবাদ সংগ্রহ

করিয়া পাঠায়। সংবাদদাতারা তাহাদিগকে প্রকাশযোগ্য সংবাদ সরবরাহ করিয়া থাকে।”

মিঃ ব্লেক সম্পাদকের নিকট এজেন্সির ঠিকানা জানিয়া লইয়া সেই সংবাদদাতার নাম অবগত হইবার চেষ্টা করা তখনই তেমন আবশ্যক মনে করিলেন না; কারণ, তখন তাঁহার হাতে কয়েকটি বিশেষ জরুরী কাজ ছিল। তিনি সেখানে আর বিলম্ব না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি তাঁহার উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন স্মিথ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসাইয়া রাখিয়াছে। তিনি ইন্‌স্পেক্টর মরডনের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মুখে বিস্ময় ও বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলেন।

মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র ইন্‌স্পেক্টর লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “আপনি যে ফিরিতে পারিয়াছেন - ইহাই সুখের বিষয়! নূতন নূতন রহস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। চারিদিকের কাজ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, আমি একা কোন্ দিক সাম্‌লাইব তাহা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না!”

মিঃ ব্লেক শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, “আমিও কম হয়রাণ হই নাই; যাহা হউক, ব্যাপার কি বলুন।”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “আপনার সহকারী স্মিথ আমার আফিসে গিয়া আমাকে বলিল, সার জর্জ্জ ক্রেণিকে পাহারা দেওয়ার জন্য দুইজন কন্‌ষ্টেবল দিতে হইবে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ আমি স্মিথকে ঐ জন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছিলাম। তা আপনি কি ব্যবস্থা করিলেন?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “আমি দুইজন কন্‌ষ্টেবলকে সার জর্জ্জের আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছি। সার জর্জ্জ আফিসেই ছিলেন, তাহারা গোপনে থাকিয়া তাঁহার পাহারা দিতেছিল; প্রায় আধঘণ্টা পরে সার জর্জ্জের আফিসের একজন কেরাণী তাড়াতাড়ি আফিস হইতে বাহির হইয়া একখানি ট্যাক্সি লইয়া গেল! ইহার কারণানুসন্ধানে আমার প্রেরিত একজন প্রহরী জানিতে পারিল, সার জর্জ্জ হঠাৎ অত্যন্ত

অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে সেই ট্যাক্সিতে তুলিয়া যখন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার প্রেরিত প্রহরী হাসপাতাল পর্য্যন্ত সেই ট্যাক্সির অনুসরণ করিয়াছিল ত ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, তাহারা দুই মিনিটের মধ্যে আর একখানি ট্যাক্সি-ভাড়া করিয়া সার জর্জ্জের ট্যাক্সির অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু পথের একস্থানে বিস্তর গাড়ী ও লোকজনের ভিড় থাকায় তাহারা মিনিট পাঁচেক পথ পায় নাই; শেষে তাহারা নির্দ্দিষ্ট হাসপাতালে গিয়া সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল সার জর্জ্জ ক্রেণিকে সেই হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় নাই; তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে হাসপাতালের কোন লোক তাহাও বলিতে পারিল না! সার জর্জ্জের আফিসের চতুর্দ্দিকে তিন মাইলের মধ্যে যতগুলি হাসপাতাল আছে সকলগুলিতেই সার জর্জ্জকে খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে; কিন্তু কোন হাসপাতালে তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। তিনিও বোধ হয় লর্ড ব্রাম্‌লির মত হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছেন! এ যে লোহার থাবার ষড়যন্ত্রের ফল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যাপার ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিল!"

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## মিঃ ব্লেকের তৎপরতা

ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর মরডন ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "না মিঃ ব্লে এরূপ গুণ্ডামী সত্যই অসহ্য। শীঘ্রই ইহার প্রতিবিধান না হইলে দেশের সর্ব্ব ভয়ঙ্কর বিভীষিকার সঞ্চার হইবে। অবস্থা কিরূপ আতঙ্ক-জনক হইয়া উঠিয়াছে একবার ভাবিয়া দেখুন। কাল রাত্রে লর্ড ব্রাম্‌লি তাঁহার সুরক্ষিত শয়ন-ক হইতে অদৃশ্য হইলেন; আজ দিবাভাগে সার জর্জ্জ ক্রেণিকে তাহারা ট্যাক্সি তুলিয়া লইয়া কোথায় সরাইয়া ফেলিল, আর তাঁহার সন্ধান মিলিল না! চব্বি ঘণ্টা পূর্ণ না হইতে এরূপ দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিল, তাহ জানিবার কোনি উপায় নাই। ইহার পর কি কাহারও ধন-প্রাণ নিরাপ থাকিবে? আমরা কি নিরুপায় হইয়া বসিয়া বসিয়া কেবল বৃথা আক্ষেপেই সম কাটাইব? আমাদের আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না।"

তাঁহার এই তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিলেন মাত্র; তাঁহার সেই হাসি দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর মরডন অধিকতর মর্ম্মাহত হইলেন, এবং ক্রোধ ও অধীরতার নিদর্শনস্বরূপ পকেট হইতে লাল রুমালখানা বাহির করিয়া তদ্বারা সশব্দে নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই সকল অত্যাচার দমনের ব্যবস্থা যে অবিলম্বেই হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই! আমরা যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছি না—কর্ত্তৃপক্ষকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু এই সকল দস্যুর কার্য্য-প্রণালী সাধারণ দস্যুগণের কার্য্যপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে রোগের যে ঔষধ, তাহার প্রয়োগ ভিন্ন রোগের উপশম হয় না, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে

হইতেছে—রোগের প্রকৃত নিদান আমরা এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই, এই জন্য আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। এই 'লোহার থাবা' নামধারী ব্যক্তি দস্যু তস্কর কি না, ইহা আমি এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর মরডন বলিলেন, "এ বিষয়েও আপনার সন্দেহ আছে? কি আশ্চর্য্য! সে দস্যু তস্কর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আপনার কি মাথা খারাপ হইয়াছে মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক ধীর ভাবে বলিলেন, "না ইন্‌স্পেক্টর! আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি; কিন্তু আপনি উত্তরোত্তর যেরূপ অধীর হইয়া উঠিতেছেন—তাহা দেখিয়া আশঙ্কা হয়—আপনারই মাথা শীঘ্র খারাপ হইয়া যাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "রক্ত মাংসের শরীর এ রকম ব্যাপারে গরম না হইয়া থাকিতে পারে না। উত্তেজনা, অধীরতা—এ সকল জীবনের লক্ষণ; কিন্তু সে কথা যাক, লোকটা যদি চোর ডাকাত না হয়—তাহা হইলে সে কি ছদ্মবেশী সাধু? জন-সমাজের মঙ্গলের জন্য এই সকল অঘটন ঘটাইতেছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি বোধ হয় প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, লোকটা যে খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতে সে শিক্ষানবীশ মাত্র।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "শিক্ষানবীশ খেলোয়াড় হইলেও তাহার চা'লে পুলিশের পাকা খেলোয়াড়েরাও যে মাত হইতেছে—সে কথা মহাশয় কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? শিক্ষানবীশের গুতোতেই যে আমরা অস্থির!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার চাল আমি পাকা চাল বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা চেষ্টা করিলে তাহার চালেই তাহাকে মাত করিতে পারিব; তাহার থাবা ধরিয়া নখগুলি ভোতা করিয়া দিব।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সে পরে দেখা যাইবে। এখন আমাকে বুঝাইয়া দিন—তাহাকে শিক্ষানবীশ বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া হাতে কলমে কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই, কেবল অনুমানের আওতায় অন্ধভাবে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছি! আমাদের চেষ্টা ঠিক ভাবে করা হইতেছে কি না তাহা আ নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারিলেও—একথা সত্য যে,—লোহার থাবা যে ভা তাহার সঙ্কল্পপথে অগ্রসর হইয়াছে—সে পথ তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে প্রথমেই দেখুন কোন বহুদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প সংবাদপ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে জন-সমাজে প্রচারিত করা আবশ্যক মনে করিত না। বিপু অর্থব্যয় করিয়া তাহার দুরভিসন্ধির কথা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ ক বুদ্ধিমত্তা বা কার্য্য দক্ষতার নিদর্শন নহে। ইউরোপের বা আমেরিকার সর্ব্বপ্রধা দস্যুও এত টাকা খরচ করিয়া সংবাদপত্রে তাহার গুপ্ত সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করি না; এ যেন হুম্‌কী দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা! কিন্তু সে জানে না—মন্ত্রগুপ্তিই সঙ্ সাধনের প্রধান উপায়।—আমি ডেলি টেলিগ্রাফের আফিসে গিয়া জানি পারিয়াছি—সে আর একটা নূতন বিজ্ঞাপন আগামী কল্য প্রকাশের জন্য পাঠাই ছিল; এমন কি, যদি সেই বিজ্ঞাপনটি আগামী কল্য প্রকাশিত না হয়, পুলিশে আদেশে ম্যানেজার বিজ্ঞাপন বন্ধ করে—তাহা হইলে ম্যানেজারকেও তাহার থা সহ্য করিতে হইবে, এই ভয় প্রদর্শনেও সে বিরত হয় নাই! ইহা কি বুদ্ধিম বা বহুদর্শিতার নিদর্শন মনে করেন?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাহার শিক্ষানবিশীর আর কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড ব্রাম্‌লিকে যে রাত্রিকালে স্থানান্তরিত করিয়াছে ইহাতে তাহার সতর্কতারই পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সার জর্জ্জ ক্রেণিকে দিবাভাগে তাঁহার আফিস্ হইতে স্থানান্তরিত করায় তাহার জিদ ও সাহসে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা তাহার দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে তাহার উপর লোহার থাবার ছবি দিয়া তাহার নীচে তাহার দুরভিসন্ধির কথ 'টাইপ' করিয়া যেখানে সেখানে প্রেরণ করায় তাহার রহস্যভেদের সম্ভাবন অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিতেছে,—ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না! লোহার থাবার ছবিটি কতক পরিমাণে তাহার 'ব্যবসায়ের চিহ্ন' (ট্রেড মার্ক) স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার এরূপ বে-পরোয়া ব্যবহার বিচক্ষণতার নিদর্শন নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর ধীরভাবে মিঃ ব্লেকের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "ধূসরাভ সাদা কাগজে 'লোহার থাবার' কয়েকখানি ছবি, এবং ভয়-প্রদর্শনসূচক লেখা সংগ্রহ করিয়াছি। আমি সেইগুলি আমার রসায়নিক পরীক্ষাগারে লইয়া গিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিব। এই পরীক্ষা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে ইহা মনে হয় না। এতদ্ভিন্ন আজ 'ডেলি টেলিগ্রাফ' আফিসে ঐরূপ কাগজে লোহার থাবার নীচে একছত্র টাইপ-করা লেখা দেখিলাম; লেখা হইয়াছে 'সুবিচারের নাম প্রতিহিংসা-সাধন।' এই কথাগুলির মর্ম্ম কি—তাহা আপনি অনুমান করিতে পারেন?"

ইন্‌স্পেক্টর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নতমস্তকে কয়েক মিনিট চিন্তা করিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমার অনুমান যে দুর্বৃত্ত লোহার থাবা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছে, সে কাহাকেও কার্য্যোদ্ধারের যন্ত্রে পরিণত করিয়া তাহারই সাহায্যে কোন শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "আপনার এই অনুমান অসঙ্গত নহে। এই প্রচ্ছন্ননামা ব্যক্তি কাহারও কোন ব্যবহারে ক্ষুব্ধ বা মর্ম্মাহত হইয়াছে; হয় ত সে আপনাকে উৎপীড়িত মনে করিয়াছে—ইহাই আমার বিশ্বাস। সাধারণ দস্যু তস্করেরা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিগত লাভের জন্য চুরি করে, লুঠ করে। ইহাই তাহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে 'লোহার থাবা' নামক রাস্কেলটার সেরূপ কোন অভিসন্ধি আছে বলিয়া মনে হয় না। আপনি জানেন সার জর্জ্জ ক্রেণি সম্ভ্রান্ত সদাগর বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিলেও বিপুল সম্পত্তির অধিকারী নহেন, আবার লর্ড ব্রাম্‌লির প্রচুর অর্থ সঞ্চিত থাকিলেও, যদি কেবল অর্থলোভেই তাঁহাকে সে চুরি করিয়া থাকে তাহা হইলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এদেশে এরূপ লোক অনেকে আছেন—যাঁহাদের ভিতর হইতে একজনকে এই ভাবে সরাইলে অনেক অধিক অর্থ তাহার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং সে অর্থলোভেই লর্ড ব্রাম্‌লিকে এই ভাবে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে কি না সন্দেহ।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাহা হইলে প্রতিহিংসাই তাহার লক্ষ্য? কিন্তু প্রতিহিংসার কারণ কি? কিরূপ প্রতিহিংসাই বা তাহার অভিপ্রেত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন তাহা অনুমান করা অসম্ভব। এই 'লোহার থাবা' কাহার ছদ্মনাম, ইহা জানিতে পারিলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তেমন কঠিন হইবে না; তাহার অভিযোগের সত্যই কোন কারণ আছে কি তাহা কাল্পনিক, ইহাও নিরূপণ করা কঠিন হইবে না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমরা তাহা জানিতে না পারিতেছি—তত দিন এই রহস্য ভেদের জন্য আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেই হইবে।"

স্মিথ সেই কক্ষের একপ্রান্তে বসিয়া স্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিতেছিল; মিঃ ব্লেক তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্মিথ, ডাকঘরে সেই টেলিগ্রাম সম্বন্ধে সন্ধান্ লইবার কি কোন ব্যবস্থা করিয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমি ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি তাঁহার একজন সহকারীকে ডাকঘরে গিয়া সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে আদেশ দিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম; অতঃপর আমাদিগকে কি করিতে হইবে তাহারই আলোচনা করা যাউক। সার জর্জ্জ ক্রেণি এখন আমাদের এক্তারের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আপাততঃ আমাদের কিছুই করিবার নাই। আজ রাত্রে আমি ডেলি টেলিগ্রাফের আফিসে যাইব; তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"—মিঃ গারফীল্ডের সহিত তাঁহার যে সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম তিনি স্মিথের গোচর করিলেন।

ইনস্পেক্টর মরডন বলিলেন, "আপনারা ত একটা কাজের ভার লইলেন, আমি এখন কি করিব? আমি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে কর্ত্তাদের কাছে আমাকে কি কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনিও একটা কাজের ভার লইতে পারেন। লণ্ডনের যে সকল গুণ্ডা ও বিখ্যাত বদ্‌মায়েসদের নাম আপনাদের আফিসের খাতায় লেখা আছে, তাহাদের পাঁচ সাত জনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন। আপনার সুদক্ষ সহযোগিবর্গের সাহায্যে ইহা তেমন কঠিন হইবে না। যদি তাহারা তাহাদের পুরাতন আড্ডায় থাকে, তাহা হইলে এই সকল দুর্জ্জনের গতিবিধি সহজেই লক্ষ্য

করিতে পারিবেন ; যদি তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "উহাদের উপর নজর রাখিতে কেন বলিতেছেন বুঝিতে পারিলাম না ! আপনি একটু আগে বলিলেন 'লোহার থাবা' অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সকল উপদ্রব আরম্ভ করে নাই ; অথচ আপনি যে সকল বদ্‌মায়েসদের চাল চলন লক্ষ্য করিতে বলিলেন, চুরি ডাকাতি করাই তাহাদের জীবনের ব্রত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন, এই লোহার থাবার গুপ্ত অভিসন্ধি যাহাই হউক—সে অন্যের সাহায্য ব্যতীত একাকী সকল কাজ করিবে ইহা সম্ভব নহে ; তাহাকে অন্যের সাহায্য লইতেই হইবে। কিন্তু এই সকল বদ্‌লোক ভিন্ন কোন্ ধর্ম্মভীরু সাধু তাহাকে সাহায্য করিবে ? যথেষ্ট অর্থ বিনিময়েই সে ইহাদের সহায়তা লাভ করিতেছে—এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। লর্ড ব্রাম্‌লির নব নিযুক্ত সর্দ্দার খানসামা—সেই রুসিয়ানটার ব্যবহার দেখিয়া কি মনে হয় না যে টাকার লোভেই সে এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছে ? সে হঠাৎ পলায়ন করিল কেন ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন ; আমাদের তর্ক বিতর্ক যথেষ্ট হইয়াছে, এখন উঠিলাম। অতঃপর আপনার পরামর্শানুসারেই কাজ করিব ; যদি কোন নূতন সংবাদ পাই, আপনি তাহা জানিতে পারিবেন।"

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## লোহার থাবার নূতন শীকার

সেই দিন রাত্রি সাড়ে নটার সময় মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ডেলি টেলিগ্রাফের আফিসে প্রবেশ করিলেন। মিঃ গারফীল্ডের ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহাদিগকে তাঁহার খাস কামরায় লইয়া যাওয়া হইল।

মিঃ গারফীল্ড তাঁহাদিগকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। কিছুকাল তাঁহাদের মধ্যে নানা রকম গল্প চলিল; কিন্তু মিঃ গারফীল্ড মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন। রাত্রি যতই গভীর হইতে লাগিল, তাঁহার উদ্বেগ ও আতঙ্ক ততই যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল!

অবশেষে মিঃ গারফীল্ড তাঁহার কাজকর্ম্ম দেখিতে চলিলেন। প্রেস চলিবার ঘসাঘস্ শব্দ আরম্ভ হইল; প্রকাণ্ড ইঞ্জিন-ঘরখানা যেন কাঁপাইয়া তুলিল! পরদিনের কাগজ ছাপা আরম্ভ হইল; রাত্রির মধ্যেই লক্ষ লক্ষ কাগজ ছাপিয়া নামাইতে হইবে। ডেলি টেলিগ্রাফের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও বহুজন-সমাদৃত দৈনিক দুই একখানির অধিক নাই, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ম্যানেজারের মুহূর্ত্ত মাত্র অবসর নাই; সমস্ত কাজ তাঁহাকেই দেখিয়া দিতে হইতেছে। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ খোলা জানালা দিয়া প্রেসের কাজ দেখিতে লাগিলেন। প্রেসের কর্ম্মচারিগণের অদ্ভুত তৎপরতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। প্রেসের ঘর ও কম্পোজিটারদের বিভিন্ন কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত, তাহা দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুট। মিঃ ব্লেক সন্ধান লইয়া পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, 'লোহার হাতার' পরিবর্ত্তিত বিজ্ঞাপনটি 'কম্পোজ' করিতে দেওয়া হয় নাই।—তাহা ম্যানেজারের ডেস্কেই আবদ্ধ ছিল।

ক্রমে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল, রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিতে আর অধিক

বিলম্ব নাই ; মিঃ ব্লেক মিঃ গারফীল্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাইপ টানিতে লাগিলেন। স্মিথ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ডেলি টেলিগ্রাফের প্রেসের বিরাট কাণ্ড নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

প্রেসের প্রকাণ্ড ঘড়ীতে ঢং করিয়া সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল। মিঃ গারফীল্ড তখনও কাগজের ভিতরের অংশের প্রুফ দেখিতেছিলেন, কারণ বাহির-পৃষ্ঠা ছাপা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভিতরের পৃষ্ঠা অন্য প্রেসে উঠিবে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গেলি তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দিতে হইতেছে। দীর্ঘকালের পরিশ্রমে তিনি শ্রান্ত, তাঁহার ললাট হইতে ঘাম ঝরিতে লাগিল।

কাজ শেষ করিয়া মিঃ গারফীল্ড তাঁহার খাস কামরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন—এমন সময় প্রেসের দিকের দ্বার খুলিয়া প্রিণ্টারের একজন সহকারী তাঁহার সম্মুখে আসিল, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "স্মিথ এণ্ড জোন্‌স্ কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের 'অর্ডার প্রুফ' দেখিতে বাকী ছিল কর্ত্তা ! উহা লইয়া আসিলাম।"—সে লম্বা ভিজে 'গেলি' তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

মিঃ গারফীল্ড প্রুফটি সংশোধন করিতে লাগিলেন ; কয়েক ছত্র দেখিয়া তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, তিনি সেই কর্ম্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ প্রুফ আমার কাছে কে পাঠাইল ?"

কর্ম্মচারী বলিল, "মিঃ জেঙ্কিন্‌স্ ; এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন কর্ত্তা ?"

মিঃ গারফীল্ড বলিলেন, "প্রুফ্ ফেরত লইয়া যাও। এ বিজ্ঞাপন 'ইংলিশে' কম্পোজ হইবে ; স্মলপাইকায় কেবল প্রশংসাপত্রের নকলটুকুই কম্পোজ হইবে ; জেঙ্কিন্‌স আগাগোড়া স্মলপাইকায় কম্পোজ করাইল কাহার হুকুমে ?"

তিনি প্রুফের উপর নীল পেন্সিল দিয়া তাঁহার সঙ্ক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিলেন, তাহার পর প্রুফটা ফেরত পাঠাইলেন।

অনন্তর তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এ বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, মিঃ ব্লেক ! আমাদের প্রেসের প্রধান পিণ্টার জেঙ্কিন্‌স্ আজ বার বৎসর এখানে কাজ করি

তেছে। সে এম-এ পাশ; সুদক্ষ প্রিণ্টার বলিয়া তাহাকে সপ্তাহে দশ পাউণ্ড (দেড়শত টাকা) বেতন দেওয়া হয়, তাহার উপর অতিরিক্ত শ্রমের পাওনা আছে; সে আর কখনও এরূপ গুরুতর ভ্রম করিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না!"

আরও পনের মিনিট অতিবাহিত হইল; ম্যানেজারকে আর কেহ বিরক্ত করিতে আসিল না। মিঃ গারফীল্ড বলিলেন, "আপাততঃ আধঘণ্টা বিশ্রাম পাইলাম। এখন পর্য্যন্ত ত নিরাপদে কাটিল; হয় ত 'লোহার থাবা' মনে করিয়াছে আজ রাত্রে এইরূপ সতর্ক--"

মিঃ গারফীল্ডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটি বালক 'কম্পোজিটার' কালীমাখা হাতে একখানি চিঠি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল; এবং বলিল, "মিঃ জেঙ্কিন্‌স্ স্মিথ এণ্ড জোন্‌স্ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে এই পত্রখানি দিয়াছেন।"

মিঃ গারফীল্ড সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া সক্রোধে বলিলেন, "জেঙ্কিন্‌স্ আমার নিকট এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে সাহস করিয়াছে! তুমি কি বলিতে চাও—এ চিঠি জেঙ্কিন্‌সই তোমার মারফৎ আমার কাছে পাঠাইয়াছে?"

বিজ্ঞাপন বিভাগের প্রবল প্রতাপ ম্যানেজারের আরক্ত নেত্র দেখিয়া বালক অত্যন্ত ভীত হইল, সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "হাঁ সার! তিনিই ত এই চিঠি আপনাকে দিলেন।"

মিঃ গারফীল্ড চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া হুঙ্কার দিলেন, "কি? এতদূর ধৃষ্টতা! মিঃ ব্লেক আপনি দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসিতেছি।"—তিনি সবেগে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; কম্পোজিটরটি সভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিল। চিঠিখানি টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে মিঃ গারফীল্ডের দিকে চাঁহিয়া রহিলেন; তিনি অদৃশ্য হইলে ম্যানেজারের টেবিল হইতে সেই পত্রখানি তুলিয়া লইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। ম্যানেজারের এরূপ আকস্মিক ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল; তিনি দেখিলেন কালীমাখা ছেড়া প্রুফের কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া নিম্নলিখিত

কথাগুলি লেখা আছে, "ম্যানেজার মহাশয়, আপনি স্মিথ এণ্ড জোন্‌স্ কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে যে পরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়াছেন, আপনার সেই আদেশ আমি অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলাম। এখন আপনার আদেশানুযায়ী পরিবর্ত্তন অসম্ভব। এই প্রুফটা সংশোধন করিতে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে; এমন অসময়ে পুনর্ব্বার পরিবর্ত্তনের আদেশ দিয়া আমাদিগকে যে অসুবিধায় ফেলিবার মতলব করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই জুলুমের পরিচয়! এ রকম অন্যায় জুলুম আমি সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি; আমার কম্পোজিটারেরাও আর অধিক রাত্রি জাগিয়া কষ্ট পাইতে রাজী নয়। এ জন্য আপনার যাহা সাধ্য করিতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক রোকাখানি স্মিথের হাতে দিয়া বলিলেন, "তাঁবেদারের এরকম স্পর্দ্ধায় কাহারও মেজাজ ঠিক থাকে না; এ যে রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা! ইহাতে মরা মানুষেরও রাগ হয়! প্রিণ্টার বেচারা এম এ পাশই হোক, আর তাহার বার বছরেরই চাকরি হউক—এখান হইতে তাহার অন্ন উঠিল দেখিতেছি!"

স্মিথ চিঠিখানা পড়িয়া বলিল, "লোকটা কি ক্ষেপিয়াছে, না মদের ঝোঁকে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া এই পত্র লিখিয়াছে? কোন তাঁবেদার প্রকৃতিস্থ থাকিয়া উপরওয়ালাকে এরকম চিঠি লিখিতে পারে—আমার এরূপ ধারণা ছিল না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "ছাপাখানার ভূতগুলার কাণ্ডই আলাদা! পরচর্চ্চায় আমাদের দরকার নাই; মিঃ গারফীল্ড ফিরিয়া আসিলেই সকল কথা জানিতে পারিব।"—তিনি পুনর্ব্বার 'পাইপে' মনঃসংযোগ করিলেন।

প্রেসের ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে বারটা বাজিয়া গেল। মিঃ ব্লেক মুখ হইতে 'পাইপ' নামাইয়া স্মিথকে বলিলেন, "মিঃ গারফীল্ড ত অনেকক্ষণ হইল প্রিণ্টারের ঘরে গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে এত কি কথা হইতেছে যে, এখনও তিনি সেখানে—"

মিঃ ব্লেকের মনে কি একটা সন্দেহের ছায়াপাত হইল; তিনি কথা শেষ না করিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন, এবং দ্রুতবেগে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বার দিয়া প্রিণ্টারের আফিসে যাইতে হয়। তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইতেই সবেগে দ্বার খুলিয়া একজন দীর্ঘ-কায় প্রৌঢ় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তিনি সতর্ক না হইলে তাঁহার শরীরে কপাটের ধাক্কা লাগিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

আগন্তুক অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মাফ্ করিবেন মহাশয়! আমি আপনাকে দেখিতে পাই নাই। মিঃ গারফীল্ড তাঁহার খাস কামরায় আছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি খানিক আগে কোন কাজে প্রিণ্টারের আফিস ঘরে গিয়াছেন।"

আগন্তুক সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি মহাশয়? আমিই যে প্রিণ্টার! আমার নাম জেঙ্কিন্‌স্। তিনি আমার আফিসে গিয়া থাকিলে আমি কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার সহিত আপনার দেখা হয় নাই? আপনি তাঁহাকে স্মিথ এণ্ড জোন্‌স্ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়াই তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন,—আমি তখন তাঁহার খাসকামরায়—"

প্রিণ্টার বাধা দিয়া বলিলেন, "পত্র! ম্যানেজার সাহেবকে আমি পত্র লিখিয়াছি? আমি তাঁহাকে কোন পত্রই লিখি নাই; কোন কথা জানিবার দরকার হইলে আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতাম, পত্র লিখিতাম না। আমি তাঁহার কাছে ঐ বিজ্ঞাপনটার কথাই জানিতে আসিতেছিলাম উহার জন্য প্রেস কামাই যাইতেছে! কিন্তু আপনার—"

মিঃ ব্লেক প্রিণ্টারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ঠেলিয়া-ফেলিয়া প্রেস ঘরের দিকে দৌড়াইলেন। স্মিথ দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চলিতে চলিতেই মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এ সব সেই লোহার থাবার ষড়যন্ত্র স্মিথ! প্রিণ্টারের চিঠিখানা জাল বলিয়া পূর্ব্বেই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। এতক্ষণ না জানি কি বিভ্রাটই ঘটিয়াছে!"

কোন্ কোন্ কক্ষে কোন্ বিভাগের কাজ হয়—'সাইনবোর্ডে' তাহা লেখা

ছিল, সুতরাং তাঁহাদের পথ খুঁজিয়া লইবার অসুবিধা হইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা ইঞ্জিনঘরের সন্নিহিত একটি কাচময় দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; সেই দ্বারের মাথায় লেখা ছিল, "প্রিণ্টারের আফিস—প্রাইভেট।"

মিঃ ব্লেক ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ব্যগ্রভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; সেই কক্ষের এক কোণে একজন স্থূলোদর ইংরাজ—বোধ হয় 'প্রুফ্-রিডার' চসমা চোখে দিয়া বিদ্যুতালোকে প্রুফ দেখিতেছিল। মিঃ ব্লেক তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ গারফীল্ডকে এখানে আসিতে দেখিয়াছ কি?"

লোকটি সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বলিল, "না মহাশয়! প্রিণ্টার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখাইবার জন্য কয়েক 'গেলি' প্রুফ পাঠাইয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহা ফেরত পাওয়া যায় নাই; প্রুফগুলির অভাবে মেসিন—"

মিঃ ব্লেক রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, "তাহা কি স্মিথ এণ্ড জোন্‌স্ কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের প্রুফ?"

প্রুফ্-রিডার বলিল, "হাঁ মহাশয়! ম্যানেজার সাহেবের আদেশানুসারে প্রুফ সংশোধন করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে; কিন্তু সংশোধিত—"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই দ্রুতবেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তিনি স্মিথকে তাঁহার অনুসরণের আদেশ করিয়া ম্যানেজারের আফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন; কিছু দূরে পাশেই একটা কুঠুরী, তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন; সেখানে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ না পাইয়া মিঃ ব্লেক হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, তোমার বিজলি-বাতি জ্বাল!"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ বাতি জ্বালিল; মিঃ ব্লেক ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্মিথের হস্তস্থিত বিজলি-বাতির আলোকে সেই কক্ষ আলোকিত হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সেই কক্ষের এক কোণে প্রিণ্টারের প্রেরিত প্রুফ-বাহকের সংজ্ঞাহীন দেহ পড়িয়া আছে! তাহার উভয় হস্ত রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ; এবং তাহার মুখের ভিতর রুমাল গুঁজিয়া মুখখানি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ গারফীল্ড নিরুদ্দেশ; কোথাও তাঁহার সন্ধান মিলিল না!

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## 'ছাপাখানার ভূতের' কৈফিয়ৎ

মিঃ ব্লেক বিদ্যুতালোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—প্রিণ্টারের প্রুফ্ বাহক সেই 'কম্পোজিটারটি' তরুণ যুবক ; তাহার হাতে কালী, মুখে কালী, পরিচ্ছদও কালীমাখা। তাঁহার শুশ্রূষায় ছাপাখানার এই 'ভূত' ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিল। মিঃ ব্লেক তাহার হাতের ও মুখের বাঁধন পূর্ব্বেই খুলিয়া দিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার আহ্বানে প্রিণ্টার জেঙ্কিন্‌স্ তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া যুবকটির চেতনা সম্পাদনে তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

খানিক ব্র্যাণ্ডি পান করাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল করিয়া তাহাকে মিঃ গারফীল্ডের খাস কামরায় লইয়া যাওয়া হইল। দুই তিনখানি চেয়ার জোড়া দিয়া তাহার উপর একখানি কম্বল পাতিয়া যে শয্যা রচিত হইল, হতভাগ্য তরুণ কম্পোজিটার সেই শয্যায় শায়িত হইল ; তখনও তাহার উঠিয়া বসিবার শক্তি হয় নাই।

অনন্তর স্মিথ মিঃ ব্লেকের উপদেশ অনুসারে একদল কম্পোজিটার ও শিক্ষানবীশ সঙ্গে লইয়া মিঃ গারফীল্ডের আকস্মিক অন্তর্দ্ধান সংক্রান্ত রহস্য সূত্র আবিষ্কারের আশায় প্রেসের সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইতে লাগিল।

কম্পোজিটারটি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলে পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সে আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িল ; সে উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!

মিঃ ব্লেক তাহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন, এবং মিষ্ট কথায় আশা ভরসা দিয়া তাহার আতঙ্ক প্রশমিত করিলেন। মিঃ ব্লেকের এই একটি অসাধারণ শক্তি আছে—তিনি বাক্য কৌশলে হতাশের প্রাণেও আশার সঞ্চার করিতে পারেন, তাঁহার কথার গুণে নিতান্ত ভীরু, অপদার্থ কাপুরুষও জড়তা ত্যাগ করিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠে। যুবকটির ভয় ও সঙ্কোচ

দূর হইয়াছে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক কোমল স্বরে তাহাকে বলিলেন, "দেখ বাপু, তুমি এখন অনেকটা সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছ ; পর পর যাহা ঘটিয়াছে—সব কথা স্মরণ করিয়া আমাকে বল দেখি।"

যুবক বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়! আপনার দয়ায় আমি প্রাণ পাইয়াছি ; নতুবা এতক্ষণ আমার গোরের ব্যবস্থা করিতে হইত। আমি বেশী কিছু জানি না ; হঠাৎ আমার চোখের উপর যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহা ভেল্‌কি বলিয়াই আমার মনে হইল। চোখের পলক পড়িবার পূর্ব্বেই সব শেষ, আমিও প্রায় শেষ!"

সে মিনিট দুই হাঁপ লইয়া আবার বলিল, "আমি যখন মিঃ গারফীল্ডকে চিঠি-খানা দিই, তখন তাঁহাকে কি বলিয়াছিলাম তাহা ত আপনি শুনিয়াছিলেন—আমি বলিয়াছিলাম—প্রিণ্টার মিঃ জেঙ্কিন্‌স্ সেই চিঠি দিয়াছেন ; কিন্তু—কিন্তু আমার সে কথা সত্য নহে। আমি সেই চিঠি মিঃ জেঙ্কিন্‌সের নিকট পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা আমি জানি ; মিঃ জেঙ্কিন্‌স্ সে চিঠি তোমাকে দেন নাই, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে।—এখন সব কথা খুলিয়া বল, আর যেন মিথ্যা বলিও না। এবার মিথ্যা বলিলে এবার আর তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না।"

যুবক বলিল, "না, আর মিথ্যা কথা বলিব না। কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল শুনুন,—আমি যখন স্মিথ এণ্ড জোন্‌স্ কোম্পানীর সংশোধিত প্রুফ্ মিঃ গারফীল্ডের নিকট লইয়া যাইতেছিলাম, সেই সময় বারান্দাটা পার হইবার পূর্ব্বেই কে যেন আমার পিছনে আসিয়া 'খপ্' করিয়া আমার ঘাড় চাপিয়া ধরিল, আমি আর নড়িতে পারিলাম না ; আমি ভয়ে চিৎকার করিবার উপক্রম করিতেই কে একজন লোক ফস্' করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়াই আমার কপালের কাছে পিস্তল ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'চেঁচাইয়াছিস্ কি মরিয়াছিস্!'

"তার পর যে লোকটা আমার ঘাড় ধরিয়াছিল—সে ঘাড় ছাড়িয়া আমার সম্মুখে আসিল ; দেখিলাম তাহার মুখে একটা মুখোস। সে আমার হাতে একখান প্রুফের কাগজ গুঁজিয়া দিল পেন্সিল দিয়া তাহাতে কি লেখা ছিল। সে বলিল, 'এই কাগজখানা মিঃ গারফীল্ডের হাতে দিয়া চলিয়া আসিস্। তাঁহাকে বলিস্—প্রিণ্টার এই চিঠি দিয়াছে! যদি এ কথা না বলিস্ তাহা হইলে তোকে যেখানে

পাইব সেইখানেই গুলি করিয়া মারিব।'—আমি প্রাণের ভয়ে মিঃ গারফীল্ডকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। মিঃ জেঙ্কিন্‌স্ সে চিঠির কথা জানেন না।"

মিঃ ব্লেক রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন "তার পর ?"

যুবক ঢোক গিলিয়া বলিল, "তার পর? তার পর মিঃ গারফীল্ড লাফাইয়া উঠিলেন; আর সাপের মত গজ্‌রাইতে গজ্‌রাইতে মিঃ জেঙ্কিন্সের ঘরের দিকে চলিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হইবামাত্র মুখোস-পরা লোকটা মিঃ গারফীল্ডের পিছনে আসিয়া তাঁহার মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়া এমন এক ঘা বসাইল, যে তিনি কোন শব্দ না করিয়াই মাটীতে পড়িলেন; সঙ্গে সঙ্গে একজন আমার ঘাড় ধরিয়া নাকে মুখে কি একটা নরম জিনিস চাপিয়া ধরিল! তাহার গন্ধটা মিষ্ট, ঝাঁঝও খুব জবর। তাহার পর কি হইল আমার স্মরণ নাই।"

মিঃ ব্লেক সকলই বুঝিতে পারিলেন। তিনি প্রিণ্টারকে বলিলেন "আপনি একজন লোক সঙ্গে দিয়া উহাকে বাড়ী পাঠাইলে ভাল হয় উহাকে—"

স্মিথ সেই সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করায় মিঃ ব্লেক হঠাৎ নীরব হইলেন।

স্মিথ বলিল, "আততায়ীদের পলায়নের পর সকল ঘর যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কর্ত্তা! সেই গুণ্ডাদের আগমনের বা পলায়নের কোন চিহ্নই কোন ঘরে নাই; কিন্তু ছাদের উপর গিয়া যে সকল চিহ্ন দেখিলাম তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল তাহারা এরোপ্লেনে ছাদের উপর নামিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিয়াছিল; তাহারা সিঁড়ির কাছে অন্ধকারে অপেক্ষা করিতেছিল, সেখান হইতে মিঃ গারফীল্ডকে বাঁধিয়া সেই এরোপ্লেনে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা আর কোন প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে ?"

স্মিথ ছাদের উপর একখানি ধূসরাভ চতুষ্কোণ সাদা কাগজ পাইয়া ছিল, তাহা সে মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিল। কাগজখানিতে পূর্ব্ববৎ লোহার থাবার পরিস্ফুট চিত্র, তাহার নীচে টাইপ-করা হরফে একছত্র লেখা —

"জাল প্রস্তুত হইয়াছে।"

# দ্বিতীয় খণ্ড

## অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ!

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### আবার মাথার চুল

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া একখানি সংবাদপত্রে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন; এমন সময় তাঁহার পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল একখানি কার্ড হস্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং কার্ডখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "লোকটি নীচে দাঁড়াইয়া আছে; আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার বড়ই আগ্রহ দেখিলাম!"

মিঃ ব্লেক কার্ডখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া দেখিলেন, আগন্তুকের নাম 'রিচার্ড স্কারডেল।' তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে এখানে রাখিয়া যাও, বোধ হয় তাহার কোন দরবার আছে।"

রিচার্ড স্কারডেল মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। আগন্তুকের বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসরের অধিক নহে; দীর্ঘকায় রূপবান যুবক, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই; পরিচ্ছদ জীর্ণ এবং দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ।

মিঃ ব্লেক তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "মিঃ ব্লেক! আমি আপনাকে একটু কষ্ট দিতে উদ্যত হইয়াছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আমি জানি আপনার সময় অত্যন্ত মূল্যবান; কিন্তু আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আমার সকল কথা শেষ করিতে পারিব। আমি বড়ই বিপন্ন, যদি আপনি

দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি ব’স; আমার সময় নিতান্তই অল্প বটে, কিন্তু তোমার বিপদের কথা শুনিতে আমার আপত্তি নাই। তোমার কি বলিবার আছে —সঙ্ক্ষেপে বলিতে পার।”

রিচার্ড স্কারডেল বলিল, “দুই তিন মাস হইতে একটি যুবতীর সহিত আমি মেলামেশা করিয়া আসিতেছি। এই যুবতীর নাম মেরি ক্লেগ। কথাটা আপনাকে আগাগোড়া খুলিয়াই বলি। হেল্‌ডেনের নিকট এরোপ্লেনের একটি কারখানা আছে; সেই কারখানায় আমি মিস্ত্রীগিরি করি। সেইখানে কাজ করিতে করিতে মেরির সহিত আমার পরিচয়; ক্রমে আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। পরিচয়টা কিরূপ আকস্মিক তাহা বলি শুনুন :—একদিন রাত্রিকালে আমি আমাদের কারখানার অদূরবর্ত্তী খালের ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, এমন সময় খালের জলে হঠাৎ কি একটা ভারি জিনিস পড়িবার শব্দ হইল! শুক্লপক্ষের রাত্রি, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, চন্দ্রালোকে চারিদিক আলোকিত। শব্দটা শুনিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল; আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। খালের ধারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—কিছু দূরে খালের জলে কে একজন হাবুডুবু খাইতেছে!

“আমি তৎক্ষণাৎ জলে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে অতি কষ্টে তীরে তুলিলাম; আর একটু বিলম্ব হইলে সে নিশ্চয়ই খালের জলে ডুবিয়া মরিত! এই যুবতীই মেরি ক্লেগ। আমি তাহার জীবন রক্ষা করায় সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সে আমার পক্ষপাতিনী হইল। তাহার রূপে গুণে আমিও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমি তাহাকে অনাথা ও বিপন্না দেখিয়া আশ্রয়দান করিলাম; এবং আমি তাহার জীবনের ইতিহাস জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, সে তাহার আত্মকাহিনীর কিয়দংশ আমার গোচর করিল। তাহার নিকট তাহার পরিচয় শুনিয়া জানিতে পারিলাম—সে তাহার পালক-পিতার সহিত ষ্টেপনির সন্নিহিত কোন পল্লীতে বাস করিতেছিল। কিছু দিন

পরে সে জানিতে পারে, তাহার পালক-পিতা দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, অন্যান্য দুষ্কর্ম্মেও সে অভ্যস্ত ! এই সংবাদ শুনিয়া তাহার গৃহে বাস করিতে মেরির আর ইচ্ছা হইল না, সে পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল ; অবশেষে একদিন সে তাহার পালক-পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া হেল্‌ডেনে উপস্থিত হইল। তাহার পরেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনা। মেরি আমার নিকট স্বীকার না করিলেও আমি তাহার ভাবভঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম—দুর্ঘটনাটা আকস্মিক নহে, তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই কেহ তাহাকে খালের জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু মেরি সেই গুপ্তকথা কোন দিন আমার নিকট প্রকাশ করে নাই !

"যাহা হউক, সলিল-সমাধি হইতে উদ্ধার করিয়া কয়েকদিন তাহাকে আমার বাসার কাছেই রাখিলাম। পরে সে তাহার পালক-পিতার আশ্রয়ে ষ্টেপনিতে প্রত্যাগমন করিল। আমাদের প্রেমবন্ধন ক্রমে নিবিড় হইয়া উঠিলে আমি সঙ্কল্প করিলাম আমার আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হইলেই আমি তাহাকে বিবাহ করিব ; কিন্তু আমার এই সঙ্কল্পের কথা কোন দিন তাহার নিকট প্রকাশ করি নাই ; তবে প্রকাশ না করিলেও সে আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে ষ্টেপনিতে প্রত্যাগমন করিলে প্রত্যহ তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত না ; সপ্তাহে দুই দিন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহার সহিত দেখা করিতাম। নানা সুখ দুঃখের গল্পে আমাদের সময়টুকু বেশ আনন্দেই কাটিত।

"অবশেষে একদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া মেরিকে দেখিতে পাইলাম না ! মনে করিলাম হয় ত বিশেষ কোন কারণে সে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহার পরেও সেখানে তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। ক্রমে আট দশ দিন অতীত হইল, সে একবারও সেখানে আসিল না ! তখন আমার মন ভয় ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। তাহার পালক-পিতা স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন অপকর্ম্মেই কুণ্ঠিত নহে, ইহা জানিতাম বলিয়াই আমার এত ভয় হইয়াছিল।

"যাহা হউক, অতঃপর আমি মেরির অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। তাহার

পালক-পিতার গৃহেই সর্ব্বপ্রথমে তাহার সন্ধান করিলাম ; কিন্তু সেখানে তাহা বা তাহার পালক-পিতার কোন খোঁজখবর পাইলাম না। অবশেষে সেই পল্লী কোন লোকের নিকট জানিতে পারিলাম ; মেরি ও তাহার পালকপিতা দুই সপ্তাহের একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াছে ! কিন্তু তাহারা যে কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারিল না। তাহাদের এরূপ আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কারণও জানিতে পারিলাম না। এইভাবে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মেরি আমাকে একটু সংবাদ দিতে পারিত, তাহাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহাও গভীরতর রহস্যের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সেই কথাই এখন আপনাকে বলিব ; তবে তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমার নিজের সম্বন্ধে দুই একটি কথা আপনাকে বলিয়া রাখা আবশ্যক। বলিয়াছি আমি এরোপ্লেনের কারখানায় মিস্ত্রীগিরি করি ; কিন্তু আমি সাধারণ মিস্ত্রী নহি, এরোপ্লেনের উন্নতি ও আভ্যন্তরিক সংস্কার সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ এরোপ্লেন গুলির যে সকল ত্রুটি আছে, আমার স্বাভাবিক উদ্ভাবনী শক্তির বলে তাহার সংশোধন করিয়া বিমানবিহারের সৌকর্য্য বর্দ্ধিত করিতে পারিব, নিজের উপর আমার এতখানি বিশ্বাস আছে। বিগত মহাসমরের সময় আমি এরোপ্লেনের এতই উন্নতি করিয়াছিলাম যে, আমার হাতের এরোপ্লেন গুলির বেগ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহা বহু উর্দ্ধে উঠিবারও শক্তি লাভ করিয়াছিল ! অল্প চেষ্টায় এরোপ্লেনগুলিকে দ্রুতবেগে চালিত করিবার এবং নূতন কল-কব্জার সাহায্যে প্রচণ্ড ঝটকার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া নিরাপদে ইচ্ছামত স্থানে লইয়া যাইবারও উপায় উদ্ভাবনে আমি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছি। আমার নিজের মুখে নিজের এই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় শুনিয়া আপনি আমাকে বাচাল ও দাম্ভিক মনে করিবেন কি না জানি না।

"আমি অনেক চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমে সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি বর্জ্জিত একখানি এরোপ্লেনের নক্সা প্রস্তুত করিয়া উহা নির্ম্মাণের জন্য গবর্মেণ্টের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এই এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইলে তাহাই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন ধরণের

এরোপ্লেন হইবে, ইহা গবর্মেণ্টের বিশেষজ্ঞগণকেও স্বীকার করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে একটা চুক্তিনামাও গবর্মেণ্ট পেশ করিয়াছিলাম ; কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্থাভাবেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, গবর্মেণ্ট আমার সাহায্যের কোন ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যেরূপ শক্তিসম্পন্ন পদস্থ মুরুব্বি থাকিলে আমার আশা পূর্ণ হইতে পারিত, সেরূপ মুরুব্বি না থাকায় আমার চেষ্টা সফল হইল না! অগত্যা আমার উদ্ভাবিত এরোপ্লেনের নক্সা ও কলকব্জার যাবতীয় বিবরণ, এমন কি, আমি তাহার যে আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা পর্য্যন্ত,আমার ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া গৃহ-দ্বারে তালাচাবি লাগাইলাম ; কারণ ব্যবসায় কর্ম্ম উপলক্ষে আমাকে একবার এক্‌সিটারে যাইতে হইয়াছিল। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সেখান হইতে আমার কর্ম্মস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমেই আমার বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমার ঘরের যে বাক্সে ঐ সকল জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—তাহা বাহির করিতে গিয়া দেখি আমার বাক্স হইতে সেই সকল সামগ্রী অপহৃত হইয়াছে ; চোরে তাহার কিছুই রাখিয়া যায় নাই ;—সেই বাক্সের ভিতর মেরির স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্র দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; পত্র খানি খুলিয়া পাঠ করিলাম। মেরি লিখিয়াছে—ঐ সকল জিনিস ভাল লোকের জিম্মায় নিরাপদ আছে ; বাক্সে জিনিসগুলি না দেখিয়া আমি যেন ক্ষুব্ধ বা হতাশ না হই !”

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেরিই কি তাহা তোমার বাক্স হইতে লইয়া গিয়াছে ? তুমি সেগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে বলিলে না ?”

যুবক বলিল, “হাঁ, মিঃ ব্লেক ! কিন্তু বাক্সের চাবিটা আমি আমার ঘরে একটা খোলা দেরাজের ভিতর রাখিয়া গিয়াছিলাম, মেরি তাহা দেখিয়াছিল। তাহার পর যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে আমার উৎকণ্ঠা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে! আমি সংবাদপত্রে দেখিলাম ‘লোহার থাবা’ সংক্রান্ত রহস্য ভেদের জন্য আপনি তদন্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “লোহার থাবার সঙ্গে কি তোমার এই ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ আছে ?”

যুবক বলিল, "আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই ; এই জন্যই আপনার কাছে সন্ধান লইতে আসিয়াছি।—আর এক কথা ; আমি কাল রাত্রে একখানা পত্র পাইয়াছি, তাহা আপনাকে দেখাইবার জন্য লইয়া আসিয়াছি।"

যুবকটি পকেট হইতে একখানি লেফাপা বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিল। মিঃ ব্লেক লেফাপাখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহার উপর নারী-হস্তের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে—"মিঃ আর, স্কারডেল।—হেলডন।"—পত্রখানির উপর টিকিট ছিল না, 'বেয়ারিং' হইয়া আসিয়াছিল ; রবার্ট তাহা মাশুল দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক লেফাপার ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিলেন ; পত্রখানিও নারীর হস্তাক্ষরে লিখিত। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,—

"প্রিয় ডিক, আমি বেশ ভালই আছি। তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবে না। তোমাকে গোপনে একটা কথা জানাইবার জন্যই এই পত্রখানি লিখিলাম। যদি কেহ তোমাকে 'লোহার থাবা'র ভয় দেখায় তাহা হইলে তুমি ভয় পাইও না ; কারণ—তাহা দ্বারা তোমার কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

"আমি জানি লোহার থাবার নামে দেশের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে ; পাছে তুমিও ভয় পাও—এই জন্যই তোমাকে আশ্বস্ত করিলাম। এ সম্বন্ধে তোমাকে আর কোন কথা জানাইতে পারিলাম না ; কিন্তু কাজ শেষ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, উহা শেষ হইলেই আমি তোমার কাছে যাইতে পারিব। ইতিমধ্যে তুমি যাহাই কর, পত্রে যাহা লিখিলাম তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।—মেরি।"

মিঃ ব্লেক দুইবার এই পত্রখানি পাঠ করিলেন ; তাহার পর কয়েক মিনিট স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। রিচার্ডও নির্ব্বাক।

মিঃ ব্লেক হঠাৎ মাথা তুলিয়া রিচার্ডকে বলিলেন, "তুমি বলিলে না সেই যুবতীর পালক পিতার নাম শাফের ক্লেগ ?"

রিচার্ড বলিল, "হা, তাহার ঐ নামই বটে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার আসল নাম কি এফ্রেইম ক্লেগ ?"

রিচার্ড বলিল, "হাঁ, মেরির কাছে ঐ রকমই শুনিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেকের চক্ষু আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া একটি আলমারির দেরাজ হইতে একখানি লেফাপা লইয়া আসিলেন, এবং তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া রিচার্ডকে বলিলেন, "মিস্ ক্লেগের চুলের রঙ্গ কিরূপ?"

রিচার্ড সবিস্ময়ে বলিল, "তাহার চুলের রঙ্গ? আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন বুঝিতে পারিলাম না! তবে তাহার চুলের রঙ্গ যে কিঞ্চিৎ অসাধারণ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার চুলগুলি একটু মোটা, কোঁকড়ান, আর রঙ্গটা নীলাভ কৃষ্ণ!"

মিঃ ব্লেক "ওঃ"—বলিয়া লেফাপার ভিতর হইতে একখানি পাতলা কাচ বাহির করিলেন; সেই কাচে একটি চুল আঁটা ছিল; মিঃ ব্লেক কাচখানি রিচার্ডের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এই কাচের উপর যে চুলটি দেখিতেছ—এই চুলের সহিত তাহার চুলের সাদৃশ্য আছে কি না দেখ।"

রিচার্ড তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চুলটি পরীক্ষা করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, এবং বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এ চুল যে অবিকল মেরিরই চুলের মত; এ তাহারই চুল না কি? এ আপনি কোথায়—?

রিচার্ডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক সেই কাচখানি পূর্ব্বোক্ত লেফাপায় পুরিয়া তাহা আলমারির দেরাজের ভিতর রাখিয়া আসিলেন; তাহার পর রিচার্ডকে বলিলেন, "মিঃ স্কারডেল, তোমার প্রণয়িনী এখন কোথায় তাহা অনুমানে নির্ভর করিয়া তোমাকে বলা অসম্ভব, কিন্তু তুমি আমাকে তাহার ও তাহার পালক-পিতার সম্বন্ধে যাহা বলিলে, এবং আমি যতটুকু সংবাদ জানিতে পারিয়াছি—তাহার উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে বলিতে পারি লোহার থাবার সহিত তাহার কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে,—তবে সে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, এবং মিস্ ক্লেগ স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে কি না তাহাও এখন বলা অসম্ভব; তবে আমি তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি তাহার পালক-পিতা এফরেইম ক্লেগ যে অতি দুর্দ্দান্ত দস্যু—ইহা পুলিশের

সুবিদিত। কালই আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্টিভ্‌দের পরামর্শ দিয়াছি, সে এখন কোথায় আছে—তাহা জানা আবশ্যক। তাহাকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে পুলিশ তাহাকে তাহার আড্ডায় খুঁজিয়া পাইবে না। আমি তোমাকে এইটুকু ভরসা দিতে পারি যে, তোমার প্রণয়িনীর প্রকৃত নাম মিস্ ক্লেগ না হইলেও আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চেষ্টা যত্নের ত্রুটি করিব না। যদি আমি কোন সংবাদ জানিতে পারি—তাহা তোমাকে জানাইব; তুমি আমার কাছে তোমার ঠিকানা রাখিয়া যাও।"

রিচার্ড মিঃ ব্লেককে ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। মিঃ ব্লেক ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সাড়ে দশটা বাজিল যে! কি আশ্চর্য্য, এখনও স্মিথের দেখা নাই, যে এত বিলম্ব করিতেছে কেন?"

স্মিথ তাঁহার আদেশানুসারে রিচ্‌মণ্ডে প্রোফেসার ডিপিনের বাড়ীর উপর লক্ষ্য রাখিতে গিয়াছিল; মিঃ ব্লেক আশা করিয়াছিলেন—সেখানে লোহার থাবার দলের কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে। লণ্ডনে নানা কাজে আবদ্ধ থাকায় মিঃ ব্লেক ইচ্ছা সত্তেও রিচ্‌মণ্ডে যাইতে পারেন নাই; এ জন্য তিনি স্মিথকেই সেখানে পাঠাইয়া ছিলেন।

এদিকে ডেলি টেলিগ্রাফের বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার মিঃ গারফীল্ডের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কাহিনী সেই রাত্রের টেলিগ্রাফেই সবিস্তারে প্রকাশিত হইল। পরদিন প্রভাতে এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব লোমহর্ষণ বিবরণ পাঠ করিয়া লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসিগণের মধ্যে কিরূপ বিভীষিকার সঞ্চার হইল—পাঠকগণ তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেই সংবাদ প্রকাশিত হইল; এবং ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এই বিস্ময়কর সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইল। ঘাটে পথে, হোটেলে, মজলিসে, ক্লাবে, মদের দোকানে সকল লোকেই 'লোহার থাবা'র অসাধারণ সাহস ও তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। লোহার থাবা তাহার অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তিবলে আবার কোন্ দিন কি অঘটন

ঘটাইয়া বসে, পুনর্ব্বার কাহার কি সর্ব্বনাশ করে—এই আশঙ্কায় সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের জন-সাধারণকে এই প্রকার আতঙ্ক-বিহ্বল ও বিচলিত দেখিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদপত্র সমূহে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচারিত করিলেন যে, 'লোহার থাবা'কে সদলে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বেকার ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; সুতরাং আশা করা যায় তাহার সম্বন্ধে সকল রহস্য শীঘ্রই জানিতে পারা যাইবে, এবং তাহার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা দূর হইবে।

কিন্তু স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণকে এইভাবে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেও, তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না—মিঃ ব্লেকও তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সেই অদ্ভূতকর্ম্মা ছদ্মনামধারী দস্যুর অসাধারণ শক্তি, অপূর্ব্ব কৌশল এবং বিচিত্র ষড়যন্ত্রের পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্লেককেও জন সাধারণের ন্যায় স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হইল! লোহার থাবা কে বা সে কি উদ্দেশ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে এক একটি লোককে বাছিয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে লইয়া যাইতেছিল এবং তাঁহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতেছিল, ইহা কেহই নিরূপণ করিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেকের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল! তিনি এ পর্য্যন্ত রহস্যের যে দুই একটি সূত্র আবিস্কার করিয়াছিলেন, তাহা এতই জটিল এবং পরস্পরের সহিত সংস্রবহীন যে, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া কোন একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইল। প্রোফেসার ডিপিনকে যে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল—তাহার কি ফল হয় তাহা জানিবার জন্য মিঃ ব্লেক সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন টেলিফোনে কোন না কোন সংবাদ পাইবেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই; অবশেষে রাত্রি ঠিক এগারটার সময় টেলিফোনের ঝন্‌ঝনা শুনিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে কলের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "আপনি—কর্ত্তা? হাঁ, আমি স্মিথ। এখন পর্য্যন্ত কোন নূতন সংবাদ নাই। যদি কিছু ঘটে, পরে জানাইব; আপনি প্রস্তুত থাকিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সাড়া দিবে ; আমাকে রাত্রে ডাকিয়া না পাইলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্‌স্পেক্টর মরডনকেই সংবাদ দিবে। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আমি শয়ন করিতে যাইব।"

রাত্রি বারটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে পুনর্ব্বার ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল। মিঃ ব্লেক সাড়া দিয়া বলিলেন, "কে, স্মিথ! খবর কি ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা! এখন পর্য্যন্ত আমরা সতর্ক আছি ; কিন্তু এখনও—উঃ, এ কি! আ—"

স্মিথের কথা শেষ হইল না। মিঃ ব্লেক টেলিফোনে সহসা অস্ফুট আর্ত্তনাদের অসম্পূর্ণ ক্ষীণ প্রতিধ্বনিমাত্র শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া উত্তেজিত স্বরে ডাকিলেন, "স্মিথ! স্মিথ! তুমি কি বলিতেছিলে ? আর্ত্তনাদের মত শব্দ শুনিলাম! ব্যাপার কি ?"

মিঃ ব্লেক কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন, "স্মিথ ওখানে আছ কি ?"

স্মিথ সাড়া দিল না।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি কোট ও টুপি পরিয়া দ্রুতবেগে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রোফেসারের গৃহে

মিঃ ব্লেক পথে আসিয়া সম্মুখে যে ট্যাক্সি দেখিতে পাইলেন, তাহাতেই লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রিচ্‌মণ্ড—১৯নং ষ্টেনিস্‌রোড্‌—উড়িয়া চল ; ডবল বকশিস্‌!"—তত রাত্রে পথে খালি ট্যাক্সি পাওয়া সৌভাগ্যের কথা, কারণ ট্যাক্সিখানা তখন একজন যাত্রীকে রেলষ্টেশনে নামাইয়া দিয়া আড্ডায় ফিরিতেছিল। মিঃ ব্লেক তখন ব্যয় বাহুল্যের কথা চিন্তা করেন নাই, যেরূপে হউক তাড়াতাড়ি প্রোফেসার ডিপিনের বাড়ী পৌঁছিয়া স্মিথকে উদ্ধার করিতে হইবে। স্মিথ যে হঠাৎ কোন বিপদে পড়িয়াছে—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। টেলিফোনে তিনি যে আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিলেন, তাহা তখনও যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ; তাহার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার! প্রোফেসার ডিপিনকে আততায়ীর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্মিথকে একাকী পাঠাইয়া তিনি কিরূপ অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন।

অতিরিক্ত পুরস্কারের আশায় ট্যাক্সিখানি বায়ুবেগে ধাবিত হইল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অসহিষ্ণু ভাবে হাঁকিলেন, "জোরে, আরও জোরে।"

ট্যাক্সিওয়ালা বলিল, "পূর্ণবেগে চালাইতেছি, বেগ আর এক ইঞ্চিও অধিক করা অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেক এক পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তল ও অন্য পকেট হইতে বিজলি বাতি বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন ; ট্যাক্সিওয়ালা যত শীঘ্র সম্ভব রিচ্‌মণ্ড পল্লীতে প্রবেশ করিল। এক মিনিটের মধ্যে সে প্রোফেসার জন ডিপিনের বাসভবনের সম্মুখস্থ দেউড়ীতে আসিয়া তাহার গাড়ী থামাইল।

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিওয়ালাকে পথে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দেউড়ী দিয়া অট্টালিকা-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি হলঘরের দরজার হাতল টানিতেই

দরজা খুলিয়া গেল ; সুতরাং ভিতরে প্রবেশ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না।

মিঃ ব্লেক হলঘরের মধ্যস্থলে গিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, কিন্তু কোন দিকে কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। টেলিফোনের ঘর কোন্‌টি তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বিজলি বাতি লইয়া বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিতে লাগিলেন, অবশেষে একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি টেলিফোঁর কল দেখিতে পাইলেন। সেই কক্ষটি প্রোফেসারের লাইব্রেরী।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপ জ্বালিয়া টেলিফোঁর কলের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই কক্ষে স্মিথকে না দেখিয়া কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় টেলিফোঁতে ঝন্‌ঝনি আরম্ভ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোঁর চোঙ কানে তুলিয়া বলিলেন, "কে তুমি ?"

উত্তর হইল, "জেরার্ড ৫৯৭৮৫। আপনি নিশ্চয়ই রবার্ট ব্লেক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিরূপে জানিলে ? কে তুমি ?"

উত্তর হইল, "তা জানি। আপনি আপনার সহকারী স্মিথের সন্ধানে আসিয়াছেন ? তাহাকে খুঁজিয়া পাইবেন না ; সে প্রোফেসার ডিপিনের বাড়ীতে নাই। প্রোফেসারকেও ওখানে পাইবেন না। চিন্তা নাই তিনি নিরাপদে আছেন। ক্লোরোফর্ম্মের উগ্রতায় তাঁহার যৎসামান্য কষ্ট হইয়াছিল ; ইহা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন অসুবিধা হয় নাই। আপনি অনর্থক—"

মিঃ ব্লেক অসহিষ্ণু হইয়া সরোষে বলিলেন, "কে তুমি ? ও সকল কথা কিরূপে জানিলে ?

টেলিফোনে উত্তর হইল, "এত গরম হইয়া লাভ নাই, মিঃ ব্লেক ! মেজাজ ঠাণ্ডা রাখুন। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই ; স্মিথ বেশ যত্নেই আছে। কাল সকালে আপনি বোধ হয় একখানি পত্রও পাইবেন।"

মিঃ ব্লেক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কে তুমি ? পরিচয় দিতেছ না কেন ?"

উত্তর হইল, "আমি লোহার থাবার প্রতিনিধি !"

তাহার পর আর কোন শব্দ নাই।

মিঃ ব্লেক দ্রুত হাতল ঘুরাইয়া নম্বর 'পরিবর্ত্তনকারী'কে ( Exchange ) আহ্বান করিলেন, বলিলেন, "আমি রবার্ট ব্লেক। শেষ 'কলে'র (Call) নম্বরটা শীঘ্র বল।"

উত্তর হইল, "সাধারণ টেলিফোন বক্স, দুই মিনিট পূর্ব্বে 'বিযুক্ত' ( disconnected ) হইয়াছে; উত্তর দেওয়া অসম্ভব।"

* * * * *

মিঃ ব্লেক সরিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি ব্যাপার! 'লোহার থাবার প্রতিনিধি', এ কথার অর্থ কি? তাহার কোন সহযোগী দস্যু? আমি এখানে আসিয়াছি তাহা সে কিরূপে জানিল? ইহারা কি সর্ব্বশক্তিমান? যখন যাহা করিবে বলিতেছে, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেছে! তাহাদের কেহ লুকাইয়া থাকিয়া আমাকে দেখিতেছে কি না কিরূপে বুঝিব?"

হঠাৎ বাহিরে কি একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক চমকিয়া উঠিলেন; তাহার পরই পিস্তল হাতে লইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। তিনি বারান্দার দিকে অগ্রসর হইতেই একটি দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল। তাঁহার বোধ হইল কেহ তাড়াতাড়ি সেই পথে চলিয়া গেল! মিঃ ব্লেক দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া পিস্তল উদ্যত করিয়া বলিলেন, "তুমি যে হও, দুই হাত মাথায় তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; নতুবা গুলি করিব।"

মিঃ ব্লেক বারান্দায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার মনে হইল কেহ তাড়াতাড়ি বারান্দা দিয়া পাশের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। তিনিও পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চাহিতেই এক নারী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীলোকটা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন সে প্রোফেসার ডিপিনের পরিচারিকা।

মিঃ ব্লেক তাহাকে ভয়ার্ত্তা দেখিয়া সদয় ভাবে বলিলেন "তোমার কোন ভয় নাই বাছা! তুমি বোধ হয় প্রোফেসার ডিপিনের পরিচারিকা?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "হাঁ মহাশয়!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই গভীর রাত্রে কেন এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে ?

পরিচারিকা বলিল, "আমি দোতালায় ছিলাম ; হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য নীচে আসিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভালই করিয়াছিলে ; কিন্তু তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই ; তোমার মনিব হঠাৎ একটা কাজে বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীর রক্ষার ভার আমিই গ্রহণ করিয়াছি ; তুমি তোমার ঘরে যাইতে পার। বাড়ীতে চাকর বাকর আর কেহ আছে কি ?"

পরিচারিকা বলিল,—না মহাশয়, খানসামা ও বাবুর্চ্চি আজ সকালে আমার মনিবের কাজ লণ্ডনে গিয়াছে ; তাহারা কাল আসিবে।"

পরিচারিকা তাহার শয়ন কক্ষে প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষের আলমারির দেরাজগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। তিনি দেরাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও সামগ্রী দেখিতে পাইলেন না। একটা দেরাজে এক গোছা চাবি ছিল ; তাহার সাহায্যে তিনি প্রোফেসারের ডেস্ক খুলিলেন। 'লোহার থাবা' কি উদ্দেশ্যে অধ্যাপককে আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা যদি কোনও সূত্রে জানিতে পারা যায় এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই ডেস্কের ভিতর নীলবর্ণ গালামোহর করা একখানি লম্বা ও পুরু লেফাপা দেখিতে পাইলেন। তাহার উপর 'গোপনীয়' শব্দ লেখা ছিল।

মিঃ ব্লেক সেই লেফাপা খুলিয়া তন্মধ্যে একখানি বড় দলীল, কাঁচি দিয়া কাটা সংবাদ পত্রের কতকগুলি অংশ, এবং একখানি 'ফটো' দেখিতে পাইলেন। ফটোখানি বহু পুরাতন ও বিবর্ণ ; তাহাতে একটি ভদ্র মহিলা ও একটি বালিকার প্রতিকৃতি ছিল।

"ফটোখানি কি রহস্য-ভেদে কোন সাহায্য করিবে না ?"—অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিয়া মিঃ ব্লেক সেগুলি পকেটে ফেলিলেন ; অনন্তর, তিনি যে ট্যাক্সি লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ইন্‌স্পেক্টর মরডনের সংবাদ

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে স্মিথের বিপদের কথা জানাইবার প্রায় আধঘণ্টা পরে ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া রুদ্ধশ্বাসে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ব্যাপার কি মিঃ ব্লেক! স্মিথ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে, দস্যুরা প্রোফেসার ডিপিনের বাড়ী হইতেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—কথাটা কি সত্য?"

মিঃ ব্লেক তখন চা পান করিতেছিলেন; তিনি চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "সম্পূর্ণ সত্য; সে কথা ত টেলিফোনেই আপনাকে বলিয়াছি। আপনি কি তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আপনার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করি না, এত বড় গুরুতর ব্যাপারের ত কথাই নাই; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই 'লোহার থাবা' সংক্রান্ত ব্যাপারের তদন্তভার গ্রহণ করিয়া আপনি যে ভাবে রহস্য ভেদের চেষ্টা করিতেছেন—তাহা আমার কেমন খাপ্‌ছাড়া মনে হইতেছে! আপনি কি উদ্দেশ্যে কি করিতেছেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এ পর্য্যন্ত আপনি কিছুই করিতে পারিলেন না, দুর্দ্দান্ত দস্যুদের গ্রেপ্তার করা দূরে থাক, তাহাদের কাহারও সন্ধান হইল না! এদিকে তাহাদের অত্যাচার প্রতিদিনই বাড়িয়া উঠিতেছে, অগ্রে সংবাদ দিয়া যাহাকে ইচ্ছা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য স্মিথকে পাঠাইলেন, তাহারা তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গেল! কোথায় লইয়া গেল, তাহার চিহ্ন মাত্র নাই! স্মিথ আপনার পরম স্নেহের পাত্র, তাহার বিপদে আপনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন—এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছি

আপনি বেশ নিশ্চিন্ত মনে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছেন ; স্মিথ বাঁচিয়া আ
কি মরিয়াছে—তাহা জানিবার জন্য আপনি যেন এক বিন্দুও ব্যস্ত নহে
আপনার এই হৃদয়হীনতার পরিচয়ে আমি কতদূর ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি তা
আপনি বুঝিতে পারিবেন না। স্মিথের জীবন আগে, না 'চা' আগে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকালে উঠিয়াই একপেয়ালা চা যে সব আগে দরকা
এ কথা কি করিয়া অস্বীকার করি ?—তার পর আমি যে চা পান করিতে
এ কোথাকার চা তা জানেন ? ইহা বাঙ্গলার গবর্ণরের নিদাঘ-নিবাস দারজিলিং
'হ্যাপি ভ্যালি চা বাগিচার' সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চা ; বর্ণে স্বাদে ও গন্ধে ইহার তুলনা নাই
আমার বন্ধু মিঃ রায় দারজিলিং হইতে আনাইয়া আমাকে উপহার পাঠাইয়াছেন
আপনাকেও খানিক পাঠাইয়া দিব। কিন্তু সে কথা থাক ; আপনার মু
দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি আপনি মনে মনে খুব গরম হইয়াছেন, আমার পুত্রাধি
প্রিয় স্মিথের বিপদে আমি নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত আছি ভাবিয়া আমার বুদ্ধি
প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিতেছেন তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি ; কিন্তু আপনি
রকম উত্তপ্ত ও বিচলিত না হইলেও ক্ষতি নাই। আপনাকে অন্ততঃ এতটুকু আশ্বা
দিতে পারি যে, আমি যে পথে অগ্রসর হইয়াছি তাহা সুদীর্ঘ ও দুর্গম হইলে
পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নাই।

ইন্‌স্পেক্টর মরডন মিঃ ব্লেকের এই কথা শুনিয়া এবং পাইপে নিশ্চিন্ত ভা
তামাক সাজিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার প
কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন, "আপনার হেঁয়ালীর ভাষা বুঝিতে পারি—ত
বুদ্ধি আমার নাই ! আপনার কথার মর্ম্ম সরল ভাষায় আমাকে বুঝাইয়া দি
আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। লোহার থাবার লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া আমা
মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে, কিরূপে মান সম্ভ্রম রক্ষা করিব—তা
ভাবিয়া পাইতেছি না ; তাহার উপর আপনার এই হেঁয়ালী একেবারেই অসহ্য !
আমার সহকর্ম্মীরা আমার অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় পাইয়া কি রকম ঠাট্টা বিদ্রূ
আরম্ভ করিয়াছে আপনার তাহা অনুমান করিবার শক্তি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দায়িত্বজ্ঞানহীন বর্ব্বরের বিদ্রূপে বিচলিত হইতে নাই

আপনি কার্য্যদক্ষ ও অভিজ্ঞ বলিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ এই গুরুতর ব্যাপারের তদন্ত-ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আপনি এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই; দস্যুদলের অত্যাচার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া এবং অতঃপর কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া আপনি অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও অধীর হইয়াছেন। আমার কাছে আসিয়া দেখিতেছেন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট; সকালে উঠিয়া নিশ্চিন্ত মনে চা পান করিয়া এখন ধূমপানে রত হইয়াছি, এত বড় জটিল ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই! কিন্তু আপনি আমার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাইলে বুঝিতে পারিতেন, আমার এই উদাসীন্য এই অচঞ্চল ভাব আমার উৎকণ্ঠার ও ব্যাকুলতার—কার্য্যোদ্ধারের জন্য আন্তরিক চেষ্টা যত্নের বাহ্যিক আবরণ মাত্র, মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিবার ইহা একটি কৌশল মাত্র। আপনি স্থির জানিবেন আমি মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চেষ্ট নহি; আর আমার চেষ্টা যত্ন, প্রাণপণ পরিশ্রম, আমার শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার যে নিষ্ফল হইয়াছে—এ কথাও বলিতে পারি না। গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিয়া এরূপ রহস্যাবৃত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য কাণ্ডের তদন্তভার আর কখন গ্রহণ করিয়াছি কি না সন্দেহ! কিন্তু সুখের কথা এই যে, সাফল্য লাভের আর অধিক বিলম্ব নাই; বিপদসঙ্কুল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভিতর দিয়া সঙ্কল্প-তরণী প্রায় কূলে আসিয়াছে।”

ইন্‌স্পেক্টর মরডন বলিলেন, “আপনি কি বলিতে চান লোহার থাবা সংক্রান্ত সকল রহস্যই আপনি জানিতে পারিয়াছেন? এই দুর্ব্বৃত্তেরা শীঘ্র ধরা পড়িয়া যথাযোগ্য দণ্ড লাভ করিবে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি কি বলিতে চাই তাহা না শুনিয়া আপনি এক লাফে গাঁছের আগায় উঠিয়া বসিবেন না; আমার সকল কথা মন দিয়া শুনুন। আপনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের কবলে পড়িয়া কেবল যে স্মিথই অদৃশ্য হইয়াছে এরূপ নহে, প্রোফেসার ডিপিনকে পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া গিয়াছে! তাহাদিগকে কোন গুপ্ত স্থানে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই তাহাদের অন্তর্দ্ধানে আমি তেমন ব্যাকুল হই নাই। আমার বিশ্বাস—তাহারা ভালই আছে, এবং

তেমন কোন অসুবিধায় পড়ে নাই। ইহা যে আমার অনুমান মাত্র এরূপ করিবেন না। আমি টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছি স্মিথকে কোন অসু ভোগ করিতে হইতেছে না, সে ভালই আছে। যাহার নিকট হইতে টেলিফে এই সংবাদ পাইয়াছি, সে স্বয়ং 'লোহার থাবা' বা তাহার কোন সহযোগী। সংব দস্যুদলের নিকট হইতে পাইলেও ইহা যে সত্য, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর মরডনের চক্ষু বিস্ফারিত, মুখ বি উন্মুক্ত হইল; বিস্ময়ে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল! কিন্তু তাহা না করিয়া মিঃ ব্লেক বলিতে লাগিলেন, "লোহার থাবা সদলে যে ভীষণ আত সৃষ্টি করিয়াছে, সেই আতঙ্ক শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে; অন্ততঃ তাহারা চিঠি লি যে ভাবে মানুষ চুরি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। উহারা স পথে অগ্রসর হইবার জন্য আর কাহাকেও চুরি করিবে না, এ বিষয়ে আ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন; কারণ তাহাদের সে কাজ শেষ হইয়াছে।—ই আমার অনুমান মাত্র নহে, ডেলি টেলিগ্রাফের আফিস হইতে মিঃ গারফীল্ড ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহারা যে চিঠি রাখিয়া গিয়াছিল—সেই চিঠিই কথার প্রমাণ।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, তাহাদের পত্রে লেখা ছিল বটে তাহাদের জাল প্র হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের এ কথা মিথ্যা নহে; কিন্তু ঐ চিঠি লিখি পরেও প্রোফেসার ডিপিনকে তাহারা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহাও আপনি অব আছেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সে কথা সত্য। এরূপ অবস্থায় তাহাদের কথার কাজে সামঞ্জস্য কোথায় তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ সঙ্গে আপনাকে আর এক জনেরও অন্তর্দ্ধানের সং দিই। আমাদের পুরাতন বন্ধু দুর্দ্দান্ত দস্যু এফ্‌রেইম ক্লেগ, যাহার ডাক নাম গা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার এইরূপ আকস্মিক অন্তর্দ্ধানেই এই ষড় জালের অবসান হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সংবাদটা সত্য, আমি তাহা কিরূপে জানিতে পারিলাম—সে কথার আলোচনা আপাততঃ অনাবশ্যক। আপনি কি ক্লেগের অন্তর্দ্ধানের সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারেন নাই ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, তা জানি বৈ কি। আমি তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, এবং লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার-খানসামা যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল, তাহারও সকল সন্ধান লইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথার আলোচনা পরে হইবে, আপাততঃ আপনাকে কয়েকখানি কাগজ দেখাই।"—তিনি উঠিয়া গিয়া আলমারি হইতে একখানি লেফাপা বাহির করিয়া আনিলেন। 'লোহার থাবা' টাইপ করিয়া যে সকল সঙ্ক্ষিপ্ত পত্র স্থানে স্থানে পাঠাইয়াছিল – তাহা সেই লেফাপার ভিতর সঞ্চিত ছিল।

মিঃ ব্লেক সেইরূপ দুইখানি চিঠি ইন্‌স্পেক্টর মরডনের হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনি এই দুইখানি চিঠিই 'টাইপ' করিবার কলে টাইপ করা হইয়াছে দেখিতেছেন। এই পত্র দুই খানির কোন বিশেষত্ব আপনার চোখে পড়ে কি না দেখুন।"

ইন্‌স্পেক্টর মরডন কয়েক মিনিট পত্র দুইখানির প্রত্যেক অক্ষর পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "পত্র দুইখানি একই কলে 'টাইপ' করা হইয়াছে। দুইখানি চিঠিতেই 'g' অক্ষরটি ভাঙ্গা, এতদ্ভিন্ন 'a' অক্ষরটি কালী দিয়া হাতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে! ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে—যে কলে এই দুইখানি চিঠি টাইপ করা হইয়াছে, সেই কলের 'g' অক্ষরটি খারাপ হইয়া গিয়াছে, আর 'a' অক্ষরটি আদৌ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। আপনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন, টাইপ রাইটারের যে কলে পত্র দুইখানি টাইপ করা হইয়াছে কলের এই ত্রুটির উপর নির্ভর করিয়া সেই কল সনাক্ত করা অসম্ভব নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর সোৎসাহে বলিলেন, "নিশ্চয়ই, এরূপ প্রমাণ যে অকাট্য একথা এক শ বার, হাজার বার স্বীকার করিব। কিন্তু যে কলে এই চিঠিগুলি টাইপ

করা হইয়াছে আপনি কি সেই কলটার সন্ধান পাইয়াছেন ? যদি কোন কৌ আপনি তাহা আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার কাজ বহুদূর অগ্র হইয়াছে এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই ; আর সেই কলটার সন্ধান পাইয়া থাকি আপনি 'লোহার থাবা' সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছেন ইহাও অ করা বোধ হয় অন্যায় নহে।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার তদন্ত-ফল সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টরকে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "আমি কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি তাহাদের গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে সম্বন্ধে আপাততঃ আ আপনার সঙ্গে আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক। আমি অনুমানে নির্ভর করিয়া ম মনে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা সত্য কি না—এ বিষয়ে যতক্ষণ নিশ্চয় হইতে না পারিব, ততক্ষণ আমি কাহারও নিকট প্রমাণ-সংক্রা কোন কথা প্রকাশ করিব না।"

ইন্‌স্পেক্টর মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "বেশ ভাল কথা। আপনি যা ভা বুঝেন তাহাই করুন ; আপনার গুপ্ত কথা শুনিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকা করিব না। আপনার যশেও আমার লোভ নাই।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের আভাস পাইয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্ট আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিতেছি ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আমার স্বভা এই যে, কোন কাজ হাতে লইয়া তাহার সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্য আমি আমার অবলম্বিত কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কাহারও সহিত আলোচনা করি না, কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাও জানাইতে চাহি না। বিশেষতঃ বর্ত্তমা ব্যাপারের পরিণাম কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, আর কোন নূতন রহস্যের অবতারণা কার্য্যোদ্ধারের পথ দুর্গম হইবে কি না তাহা এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই সুতরাং এখন আপনাকে আমার মনের সকল কথা খুলিয়া না বলাই ভাল। আ ঠিক সময়ে সকল কথাই আপনাকে বলিব, এবং আপনার সহায়তাও গ্রহণ করি এ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন

কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি কতকটা অপদস্থ হইয়াছি ; আপনি যদি আমার সম্মান রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আপনি ত জানেন আমি স্বাধীন ভাবে চেষ্টা করিয়া এ পর্য্যন্ত আসামী গ্রেপ্তারের কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “টেলিগ্রাফ্ আফিসে গিয়া কি কতদূর জানিতে পারিয়াছেন বলুন।”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “লর্ড ব্রাম্‌লির রুসিয়ান খান্‌সামাটা যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল তাহার মর্ম্ম ত আপনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। আপনি স্বহস্তে তদন্ত-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সতর্ক থাকা আবশ্যক, পত্রে সে সকল কথা জানাইবে, এই মর্ম্মে সে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল। টেলিগ্রামের নীচে সে ‘পেট্রো’ বলিয়া নাম সহি করিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু সে কোথায় কাহার কাছে টেলিগ্রামটা পাঠাইয়াছে তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “টেলিগ্রামটা সে পেন্‌গার্থ নামক গ্রামে পাঠাইয়াছে। পেন্‌গার্থ কর্ণওয়াল জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে সে তাহার যে বন্ধুর নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে উহা তাহার নিকট বিলি হইয়াছে এ সংবাদও পাইয়াছি।”

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “খান্‌সামাটার সেই বন্ধুটি কে ?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “লর্ড ব্রাম্‌লির প্রাইভেট সেক্রেটারী পিটার ফ্রেণি !—অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে কি ?”

মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক্ !

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## অতীত কাহিনী

একখানি ক্ষুদ্র ট্রেণ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম পূর্ব্বক 'হুইশ্লে'র ক্লান্ত স্বরে অরণ্য ও প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি জনবিরল নিস্তব্ধ পল্লীর ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। এই ষ্টেশনটির নাম পেন্‌গার্থ। গ্রামখানিতে কয়েক ঘর জেলের বাস; তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব। গ্রামে শিক্ষিত বা সম্ভ্রান্ত লোক নাই বলিলেও চলে।

মিঃ ব্লেক ট্রেণের একটি কামরা হইতে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার হাতে একটি ব্যাগ এবং স্কন্ধে একটি কাল ওভারকোট।

ষ্টেশনটি মাঠের মধ্যে অবস্থিত; গ্রামখানি কিছু দূরে, গাছ-পালার অন্তরালে অদৃশ্য। মিঃ ব্লেক ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একখানি জীর্ণ টমটম ভিন্ন অন্য কোন যান নাই, অস্থিচর্ম্মসার একটি ক্ষুদ্র অশ্ব তাহার বাহন! টমটমের অবস্থাও অতি শোচনীয়; তাহার নানা স্থানে তালি দেওয়া। গাড়ীখানি ও তাহার সুযোগ্য বাহনটিকে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল, "গাড়ী আগে ভাঙ্গে কিংবা ঘোড়া আগে মরে!"

যান ও বাহনের অবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেক পদব্রজেই তাঁহার গন্তব্যস্থানে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। একটি কুলিবালক তাঁহার ব্যাগটি বহিয়া লইয়া যাইবার আশায় উমেদারী আরম্ভ করিল; মিঃ ব্লেক তাহাকে মিষ্টবাক্যে নিবৃত্ত করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বসন্ত কালের অপরাহ্ণ, আকাশ মেঘ-সম্পর্কশূন্য; অস্তোন্মুখ তপনের লোহিতালোকে পল্লীপ্রকৃতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। মৃদু বায়ু-হিল্লোল মিঃ ব্লেকের শ্রান্ত দেহের বড় প্রীতিকর হইল। জনাকীর্ণ নগরের কল কোলাহল এবং ধূম ধূলা ও দুর্গন্ধের প্রভাব অতিক্রম করিয়া যুক্ত প্রকৃতির শ্যামল বক্ষে আসিয়া মিঃ

ব্লেক যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তিনি সেই নির্জ্জন প্রান্তর-পথ দিয়া সোৎসাহে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর মরডনের নিকট যখন সংবাদ পাইলেন লর্ড ব্রাম্‌লির সর্দ্দার-খান্‌সামা তাহার মনিবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছে—তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন, কারণ লর্ড ব্রাম্‌লির প্রাইভেট সেক্রেটারী তখন লণ্ডনেই ছিল! তিনি ভাবিলেন পিটার ফ্রেণি লোহার থাবার ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছে কি না তাহা প্রমাণসাপেক্ষ; কিন্তু টেলিগ্রামখানি যেখানে প্রেরিত হইয়াছে—সেখানে লোহার থাবা বা তাহার কোন অনুচর গোপনে বাস করিতেছে—ইহার অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই। সুতরাং পেন্‌গার্থে গমন করিলে রহস্যের কোন না কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই আশায় তিনি লণ্ডন হইতে এই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। লোহার থাবা বা তাহার কোন অনুচর কি উদ্দেশ্যে এই সুদূর পল্লীতে বাস করিতেছে, এবং পিটার ফ্রেণির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ কি, ইহার সন্ধান লওয়া তিনি অত্যন্ত আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। টেলিগ্রামের মর্ম্ম অবগত হইয়াই ইন্‌স্পেক্টর মরডন পিটার ফ্রেণিকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেই ষড়যন্ত্রকারীরা সতর্ক হইবে, এই আশঙ্কায় মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। তিনি প্রোফেসার ডিপিনের লাইব্রেরী হইতে যে সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে কোন কথাই বলেন নাই।

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে গ্রাম্য হোটেলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। সেই গ্রামে ঐ একটি মাত্র হোটেল; জেলেদের গ্রাম কি না এই জন্য হোটেলটির নাম বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলে বলিতে হয়—"বঁড়সি ও টোপের হোটেল!"

মিঃ ব্লেক হোটেলে পদার্পণ করিবামাত্র হোটেলের মালিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারই নাম বোধ হয় মিঃ ব্লেক! আমি আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছি; বৈকালের ট্রেণ আসিবার পর হইতে আপনার

প্রতীক্ষা করিতেছি। আশা করি পথে কষ্ট হয় নাই। আপনার আদেশানুসারে দুইটি কুঠুরী খালি করিয়া দিয়াছি। আপনি ত দুইটি কুঠুরী চাহিয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ। ধন্যবাদ! আমার বন্ধু মিঃ স্কার্সডেল খানিক পরে আসিতেছেন। আমাদের দু'জনের জন্য দুইটি কুঠুরী খালি রাখিতে আদেশ করিয়াছিলাম।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "খানিক পরে আসিবেন কিরূপে? আজ ত আর কোন ট্রেণ নাই! আপনি যে ট্রেণে আসিলেন, আপনার বন্ধুটি যদি সেই ট্রেণে না পাইয়া থাকেন—তাহা হইলে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেজন্য তোমার ব্যস্ত হইবার দরকার নাই; তিনি ট্রেণের তোয়াক্কা রাখেন না।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "তবে কি মোটরে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না হে! তিনি আকাশ দিয়া উড়িয়া আসিবেন, তাঁহার এরোপ্লেন আছে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হোটেলওয়ালা যেন আকাশ হইতে পড়িল, বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া মুখব্যাদান করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "বলেন কি মশায়, এরোপ্লেনে আসিবেন? তবে ত তিনি সাধারণ লোক নহেন! জাঁদ্‌রেল টাঁদ্‌রেল হবেন বোধ হয়, লড়াই করা পেশা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন ত লড়াই নাই, সে পেশাও তাঁহার নাই। আর সেই এরেপ্লেন খানা আমারই; নূতন কেনা হইয়াছে কি না, কি রকম ওড়ে পরীক্ষা করা দরকার। উহা এখানে আসিলে আমাকেও দুই একবার উড়িয়া দেখিতে হইবে।—সে সব কথা থাক, আপাততঃ আমাকে আমার ঘরে—"

হোটেলওয়ালা তাহার মসৃণ, কেশবর্জ্জিত টাক পড়া মাথাটি গম্ভীর ভাবে আন্দোলিত করিয়া বলিল, "তা বটে, তা বটে, আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন দেখিতেছি, আসুন আমার সঙ্গে।"

সে উঠিয়া জীর্ণ কাঠের সিঁড়ি দিয়া দোতালায় চলিল; মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিলেন। অবশেষে একটি কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার ব্যাগ ও

ওভারকোট রাখিয়া হোটেলওয়ালাকে বলিলেন, "দেখ, এই গ্রামের সকল লোকেই তুমি বোধহয় চেন। পিটার ফ্রেণি নামক একটি ভদ্রলোক এখানে আসিয়াছেন তিনি কোথায় আছেন বলিতে পার?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "তাঁকে চিনি বৈ কি! দুই একবার এখানে আসিয়া তিনি আমার হোটেলেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। যিনি যত বড় মানুষই হোন, এই গ্রামে আসিলে আমার শরণাপন্ন না হইলে নিরুপায়! যাহাহউক, ইদানী কিছুদিন তিনি এখানে না আসিলেও সেদিন তাঁহার নামে এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির! তিনি হয় ত আসিতেছেন মনে করিয়া আমি সেই টেলিগ্রামখানি লইয়া রাখিলাম। এ রকম প্রায়ই হয় কি না। কয়েক ঘণ্টা পরে একটা লোক আসিয়া আমার কাছে সেই টেলিগ্রামখানা চাহিয়া বসিল। লোকটা আমার পরিচিত নহে, পরিচয় দূরের কথা কস্মিন কালেও তাহাকে দেখি নাই। সে বলিল, টেলিগ্রামের মালিক মিঃ ফ্রেণি উহা লইতে পাঠাইয়াছেন। তাহার কথা শুনিয়া সেখানি তাহার হাতে দিলাম। কাজটা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, কিছুই অন্যায় হয় নাই তুমি বন্ধুর মত কাজই করিয়াছ, তা সেই লোকটা টেলিগ্রামখানা লইয়া কোথায় গেল তাহা জানিতে পারিয়াছিলে কি?"

হোটেলওয়ালা বলিল, হাঁ আমি তাহার খোঁজ লইয়া শুনিয়াছিলাম সেই দিনই সে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল তাহার পর আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

হোটেলওয়ালাকে বিদায় দান করিয়া মিঃ ব্লেক হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। তাহার পর একখানি চেয়ারে বসিয়া তাঁহার ব্যাগ হইতে কতকগুলি কাগজ পত্র বাহির করিলেন এই কাগজ পত্র গুলি তিনি প্রোফেসার ডিপিনের লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।—তিনি পাইপ মুখে গুজিয়া সেই সকল কাগজ পত্রে মনঃসংযোগ করিলেন। সেই কাগজগুলির মধ্যে একখানি পুরু ও শক্ত কাগজে কতকগুলি নম্বা ছিল—মিঃ ব্লেক সেই নম্বাগুলির উপর চোখ বুলাইয়া সংবাদ পত্র হইতে টুকরাগুলি কাটিয়া গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল তাহাই সযত্নে পাঠ

করিতে লাগিলেন। তিনি গণিয়া দেখিলেন সেই ফাইলে ষোলখানি টুকরা আছে; প্রত্যেক টুকরায় পত্রসংখ্যা ও তারিখ সন্নিবিষ্ট ছিল।

মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন টুকরাগুলিতে যে তারিখ লেখা ছিল—তাহা দশ বার বৎসর পূর্ব্বের তারিখ! কয়েকটি টুকরার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল; কোন কোনটির পাশে কালী দিয়া সঙ্ক্ষিপ্ত মন্তব্য লেখা ছিল। লেখা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন সকলগুলিই একজনের হস্তাক্ষর।

মিঃ ব্লেক তারিখ অনুসারে সেই টুকরাগুলি পর্য্যায় ক্রমে পর পর সাজাইয়া লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বহু বৎসর পূর্ব্বের কোন দৈনিক পত্র হইতে যে টুকরাটি সংগ্রহ করিয়া ফাইলের প্রথমেই গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহার মাথায় মোটা মোটা হরফে ছাপা ছিল—"গভীর রহস্যপূর্ণ গ্রেপ্তার-কাহিনী।"—এই কাহিনী পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন লণ্ডনের 'গ্লাইড্ মোটর কোম্পানী'র ম্যানেজার জন ষ্ট্যান্‌শেক নামক একটি লোককে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড প্রতারণা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় টুকরাতে উক্ত মামলার সাক্ষীদের জবানবন্দী ছিল। তৃতীয় টুকরা পাঠে মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন উক্ত অভিযোগের তিন মাস পরে আসামীর অপরাধের প্রকৃত বিচার আরম্ভ হইয়াছিল—এবং তাহাতে মামলার সেই দিনের কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত ছিল। মিঃ ব্লেক তাহা পাঠ করিতে করিতে শেষ টুকরায় মামলার রায় দেখিলেন; তাহার মাথায় মোটা মোটা অক্ষরে মুদ্রিত ছিল—"ষ্ট্যান্‌শেকের মামলার বিচার-ফল। আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।"—মিঃ ব্লেক শেষ প্যারায় যাহা পাঠ করিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল—

"জুরিরা প্রায় একঘণ্টা পরে এজলাসে প্রত্যাগমন করিয়া রায় প্রকাশ করিলেন—আসামী অপরাধী। অনন্তর আসামীকে আদেশ করা হইল যদি তাহার কিছু বলিবার থাকে তাহা সে বলিতে পারে। তখন আসামী বিচলিত স্বরে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যে দুই চারিটি কথা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, সে প্রকৃতই

নিরপরাধ। তাহার পর সে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া, ম্লানমুখে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিচারকের মুখের দিকে চাহিয়া আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, 'এরূপ বিচারকে সুবিচার বলিলে সুবিচারের মর্য্যাদা নষ্ট হয়; ইহা বিচারের নামে ঘোর অবিচার! এরূপ বিচার-বিভ্রাট ঘোর অধর্ম্মের কাজ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আমি এই অন্যায়ের, এই অত্যাচারের প্রতিফল দিবই দিব।'—কিন্তু বিচারক আসামীর এই উচ্ছ্বাসে কর্ণপাত না করিয়া তাহার প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন।"

এই টুকরার পর অন্য একখানি সংবাদপত্র হইতে একটি "প্যারা" কাটিয়া গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল; সেই প্যারাটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"ষ্ট্যান্‌শ্লেকের মামলা শেষ হইবার পর জানিতে পারা গিয়াছে দণ্ডিত ভদ্রলোকটির পরিবারে স্ত্রী ও একটি বালিকা কন্যা আছে; তাহারা এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। তাহাদের অন্নসংস্থানের কোন উপায় নাই। 'গ্লাইড্ মোটর কোম্পানী'র অধ্যক্ষের চেষ্টায় ও উৎসাহে আসামীর কারাদণ্ড হইয়াছিল। আসামীর অনাথা স্ত্রী কন্যার পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে চাঁদার খাতা খুলিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ভদ্রলোকটি চোরের স্ত্রী কন্যার কোন উপকার করিতে বা তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সম্মত হন নাই।"

মিঃ ব্লেক সেই কাগজপত্রগুলি সরাইয়া রাখিয়া, সেই সঙ্গে যে 'ফটো' ছিল তাহাই দেখিতে লাগিলেন। 'ফটো' খানি বহুদিনের পুরাতন বলিয়া ছবির রঙ্গ ফিকা হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু চেহারা দুটি বেশ চিনিতে পারা যাইতেছিল। এক-খানি ছোট টেবিলের সম্মুখে একখানি চেয়ার, সেই চেয়ারে নয় দশ বৎসর বয়সের একটি বালিকা উপবিষ্টা; বালিকা যে পরমাসুন্দরী, ও তাহার মাথার চুলগুলি কাল ইহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বালিকার পিঠের কাছে একটি সুন্দরী যুবতী চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যুবতী দীর্ঘাঙ্গী; ফটো দেখিয়া বয়স ঠিক বুঝিতে না পারিলেও মিঃ ব্লেক অনুমান করিলেন চিত্রাপিতা যুবতীর বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। তাহাদের মুখ দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিলেন যুবতী বালিকার জননী,

কারণ উভয়ের মুখাকৃতিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। মিঃ ব্লেক ছবিখানি জানুর উপর রাখিয়া কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিলেন। 'পাইপ' হইতে উদ্গত কুণ্ডলীকৃত ধূম-পুঞ্জে তাঁহার দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ থাকিলেও তাঁহার মন তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

মিঃ ব্লেক কি ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাহার পর সেই ছবি এবং কাগজ পত্রগুলি ব্যাগে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিল; তখন মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আহারের জন্য একটি টেবিলে স্থান করা হইয়াছিল; তিনি হোটেলওয়ালার ইঙ্গিতে সেই টেবিলের কাছে উপবেশন করিলে হোটেলওয়ালা তাঁহাকে বলিল "কৈ মহাশয়, আপনার সেই এরোপ্লেনের আরোহী বন্ধুটির এখনও দেখা নাই যে! তিনি বোধ হয় আর আসিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই আসিবেন। বোধ হয় বিশেষ কোন কারণে তাঁহার বিলম্ব হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক আর অধিক কথা না বলিয়া আহারে বসিলেন; তিনি বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে যখন তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, এবং নৈশ অন্ধকার চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়াছিল। তিনি সেই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

তিনি কিছুকাল বিশ্রামের পর ওভারকোট গায়ে দিয়া এবং টোটাভরা পিস্তলটি পকেটে লইয়া পুনর্ব্বার নীচে নামিয়া আসিলেন! সিঁড়ির নীচেই হোটেলওয়ালার সহিত তাঁহার দেখা হইল; তিনি তাহাকে বলিলেন "দেখ, আমি একটু কাজে বাহিরে যাইতেছি; আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই যদি আমার বন্ধুটি আসিয়া পড়েন তাহা হইলে তুমি আমার এই চিঠিখানি তাঁহাকে দিবে।" তিনি পকেট হইতে গালা-মোহরকরা একখানি লেফাপা বাহির করিয়া হোটেলওয়ালার হাতে দিলেন তাহার পর হোটেলের বাহিরে আসিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নৈশ অন্ধকারে পল্লী প্রভৃতি সমাচ্ছন্ন। মিঃ ব্লেক সেই

অন্ধকারেই একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই গলি দিয়া তিনি অবশেষে মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল এই পল্লীর কোন অংশে লোহার থাবা'র দলের অস্থায়ী আড্ডা আছে। এই গ্রাম-সন্নিহিত নির্জ্জন মুক্ত প্রান্তর এরোপ্লেনের অবতরণের সম্পূর্ণ উপযোগী; এতদ্ভিন্ন তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল 'লোহার থাবা' ও তাহার সহযোগী দস্যুরা এ পর্য্যন্ত যে সকল লোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়া আসিতেছিল, তাহাতে তাহারা এরোপ্লেনের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছিল।

মিঃ ব্লেক কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি পথিমধ্যে স্থানীয় কোন লোককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যে সদুত্তর পাইবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না; বরং তাহাতে উপকার অপেক্ষা অপকারেরই আশঙ্কা ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন সেখানে কাহারও অনাবশ্যক কৌতূহল উদ্রেক করিয়া কোন লাভ নাই। বিশেষতঃ স্থানটি তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত নহে, কারণ কার্য্যোপলক্ষে তিনি কয়েক মাস পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রামের পথ ঘাট ও লোকালয়ের অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহার কতকটা অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতায় নির্ভর করিয়াই তিনি একাকী নির্জ্জন প্রান্তর-পথে চলিতে লাগিলেন।

তিনি প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল; সে দিন কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী, সুতরাং কৃষ্ণপক্ষ হইলেও চন্দ্রালোক তেমন নিষ্প্রভ হয় নাই। পূর্ব্বগগনের ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রোদয় হইলে তিনি জ্যোৎস্নালোকে তাঁহার সম্মুখস্থ সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি যে স্থানে তখন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার বামদিকে জলা, দক্ষিণে ও সম্মুখে অনতিবৃহৎ অরণ্য। চতুর্দ্দিক এরূপ নিস্তব্ধ যে মিঃ ব্লেক তাঁহার নিশ্বাস পতনের শব্দও সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন! তিনি সেই অরণ্যপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন; তিনি দেখিলেন তাঁহার দক্ষিণ দিকে অরণ্যের পাশ দিয়া একটি মেঠো পথের চিহ্ন রহিয়াছে। কি ভাবিয়া তিনি সেই পথ ধরিয়া অরণ্যের ধারে ধারে চলিতে লাগিলেন। কিছু দুর গমনের পর দূরে

দূরে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বৃক্ষের ব্যবধান-পথে তিনি একটি সুপ্রশস্ত সমতল প্রান্ত দেখিতে পাইলেন। এই প্রান্তরটি যে এরোপ্লেন লইয়া উড়িবার ও এরোপ্লে নামিবার অতি উপযুক্ত স্থান—এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল।

মিঃ ব্লেক সেই বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রান্তরের দি চাহিলেন! সহসা খস্-খস্ শব্দ তাঁহার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল; তি অত্যন্ত সতর্কভাবে বৃক্ষশ্রেণী অতিক্রম করিয়া একটা ফাকা যায়গায় আসিল এবং সম্মুখস্থ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে উপুড় হইয়া শয়ন ক লেন। তাঁহার প্রায় পাঁচশত গজ সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র অথচ অতি উজ্জ্বল আলো হঠাৎ দেখা দিয়া চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল! কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আবার তা অনেক দূরে জ্বলিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে অদূরে বৃক্ষপত্রের খস্-খস্ শব্দ শুনি সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তাঁহার মনে হইল কেহ বৃক্ষশাখা আন্দোলি করিতেছে! তিনি ইহার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন এমন সময় অদূ মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তিনি রুদ্ধ নিশ্বাসে শু লেন—একজন বলিতেছে, "ও সকল বাজে কথা রাখিয়া দাও। কেন মি বকিতেছ? তোমাদের অসার হুমকীতে কর্ত্তা ভয় পাইবার পাত্র নন; তোমাদে মত বহুৎ লোক তাঁহাকে ও রকম ভয় অনেকবার দেখাইয়াছে। আর আমাকে তোমরা দীর্ঘকাল কয়েদ করিয়া রাখিতে পারিবে না। কর্ত্তা—"

মিঃ ব্লেক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন, ভাবিলেন, "এ যে স্মিথ! স্মিথ এখানে?"

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## আলোচনা

মুহূর্ত্তমধ্যে আনন্দে ও কৌতূহলে মিঃ ব্লেকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল তিনি আশার অতিরিক্ত ফল লাভ করিয়াছেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে হোটেল হইতে বাহির হইয়াছিলেন—তাহা যে এই ভাবে সফল হইবে ইহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর! স্মিথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি 'লোহার থাবা'র গুপ্ত আড্ডার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন; সে বা তাহার কোন কোন অনুচর এখানে লুকাইয়া আছে। তাহারা স্মিথকে এখানেই ধরিয়া আনিয়াছে!—তাঁহার স্মরণ হইল পূর্ব্বে যখন তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, তখন এই মাঠ দেখিয়া স্মিথই তাঁহাকে বলিয়াছিল—এরোপ্লেন ব্যবহারের উপযুক্ত মাঠ বটে! তখন তিনিও তাহাকে বলিয়াছিলেন—এরোপ্লেনের প্রচলন এত অধিক হইয়াছে যে, গবর্মেণ্ট হয় ত কোন দিন এই প্রান্তরটি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ভবিষ্যতে এখানে এরোপ্লেনের একটি আড্ডা স্থাপন করিবেন। এই প্রান্তরের কয়েক মাইলের মধ্যে লোকালয় ছিল না; রাজপথ হইতে তাহা তিন চারি মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী থাকায় স্থানটি দস্যুদলের ঘাটি হইবার ও উপযুক্ত।

মিঃ ব্লেক স্মিথের আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না; তৎপরিবর্ত্তে বামাকণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু কথাগুলি তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুমান হইল উহা রবার্ট স্কারস্‌ডেলের প্রণয়িণীর কণ্ঠস্বর! তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, এবং সম্মুখে চাহিতেই কিছু দূরে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে দেখিলেন—যেন কেহ শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিরা তাহাতে আগুন দিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, দস্যুরা এরোপ্লেনে আসিয়া নিকটেই কোথাও

অবতরণ করিয়াছে এবং আগুন জ্বালিয়া সেই রাত্রির জন্য রন্ধনের আয়োজ করিতেছে !

মিঃ ব্লেক উঠিয়া না দাঁড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া বৃক্ষের আড়ালে ফিরিলে তাহার পর উঠিয়া তাড়াতাড়ি হোটেলের পথে অগ্রসর হইলেন, মনে ম বলিলেন, "আজ রাত্রির মত নির্ভাবনায় উহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারি উহারা কাল খুব সকালে এখান হইতে সরিয়া পড়িবে ; তাহার পূর্ব্বেই আম এখানে আসা চাই।"

মিঃ ব্লেক হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন রিচার্ড স্কারস্‌ডেল হোটেলে দরজার কাছে তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে ! সে তাঁহাকে দেখিয়া সোৎসা বলিল, "এই যে ! আপনি ফিরিয়াছেন দেখিতেছি ; প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি ; হোটেলওয়ালার কাছে আপনার পত্রও পাইয়াছি। আমি আপনার সন্ধানে যাইব মনে করিয়াছিলা তা আর যাইতে হইল না। আপনি বুঝি সেখানে বিপদের আশঙ্কা করি আমাকে যাইতে লিখিয়াছিলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে দাঁড়াইয়া কথা হইবে না, হোটেলের বৈঠক খানায় চল।"

তাঁহারা হোটেলের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। গোপনে পরামর্শের সুযোগ পাইয়া মিঃ ব্লেক খুসী হইয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য পত্রখানি হোটেলওয়ালার কাছে রাখিয়া গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, যদি আমি কোন বিপদে পড়ি তাহা হইলে তুমি ঠিক সময়ে সেখানে গিয়া আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে। আমি 'লোহার থাবা' ও তাহার অনুচরদের আড্ডায় গিয়াছি ইহা জানিতে পারিলে তাহারা আমাকে হত্যা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত সন্দেহ নাই। দরকার হইলে কোন দুষ্কর্ম্মেই বোধ হয় তাহারা কুণ্ঠিত নহে ;"

রিচার্ড বলিল, "আপনি কি তাহাদের সন্ধান পাইয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ ; দৈবক্রমে তাহাদের সন্ধান পাইয়াছি বটে, কিন্তু

নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব কি না সন্দেহ! এখান হইতে তিন চারি মাইল দূরে নির্জ্জন প্রান্তরে তাহারা এরোপ্লেনের একটি আড্ডা স্থাপন করিয়াছে। সেই আড্ডায় আজ রাত্রে তাহাদের কয়েকজন আসিয়া জুটিয়াছে; আমার সহকারী স্মিথকেও তাহারা সেখানে ধরিয়া আনিয়াছে। বোধ হয় কাল সকালেই তাহারা সেখান হইতে চম্পট দান করিবে।"

রিচার্ড বলিল, "আপনি কি সেই দলে কোন যুবতীকে অর্থাৎ মিস্—"

বেচারার মুখে কথাটা বাধিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস মিস্ ক্লেগ্ও তাহাদের সঙ্গে আছে! আমি লুকাইয়া থাকিয়া রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি ব্যাকুল হইয়া হঠাৎ যদি কোন দুঃসাহসের কাজ করিতে যাও তাহার ফল ভাল হইবে না, কেবল বিপদে পড়িবে। আমরা এখানে আসিয়াছি এ সংবাদ যদি তাহারা কোন উপায়ে জানিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে। আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করাও অসম্ভব হইবে। তাহারা আজ রাত্রে এখানকার আড্ডায় থাকিলেও প্রত্যূষেই তাহাদের এরোপ্লেনে উঠিয়া পলায়ন করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা আড্ডা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই আমাদের সেখানে যাওয়া চাই। তাহাদের অনুসরণ করিতে না পারিলে আমরা তাহাদের প্রধান আড্ডার সন্ধান পাইব না। তুমি আমার এরোপ্লেন লইয়া আসিয়াছ ত?"

রিচার্ড বলিল, "নিশ্চয়ই। আমি কি আপনার আদেশের অন্যথা করিতে পারি?—আমি এই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে নামিয়া সেখানে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি; রাত্রিকালে কেহই তাহার সন্ধান পাইবে না। আমি অনেক আগেই এখানে আসিতে পারিতাম, কিন্তু একটা বড় ভুল করিয়া বসিয়াছিলাম; যথেষ্ট পেট্রল আছে কি না উড়িবার পূর্ব্বে তাহা পরীক্ষা করি নাই! শেষে যখন জানিতে পারিলাম খানিক পেট্রল না লইলে চলিবে না, তখন ঘুরো পথে একটা নগরে নামিয়া, পেট্রলের দোকান হইতে পেট্রল সংগ্রহ করিয়া এখানে আসিলাম; ইহাই বিলম্বের কারণ।"

অনন্তর কয়েক মিনিট কি ভাবিয়া রিচার্ড বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি আমার প্রণয়িণী লোহার থাবার মত ভীষণ দস্যুদের মিশিয়াছে! যদি এই দস্যুগুলা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাহা হইলে পুলি মেরিকেও ত গ্রেপ্তার করিবে?"

মিঃ ব্লেক তাহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মেরি ত লোহার থাবা অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্মে তাহাকে সাহায্য করে নাই, তাহার কোন ষড়যন্ত্রেও যোগদা করে নাই,—তবে আর তাহার ভয় কি?"

রিচার্ড বলিল, "সে কথা সত্য, আমার বিশ্বাস সে লোহার থাবার অনুষ্ঠি কোন অপকর্ম্মে লিপ্ত হয় নাই; কিন্তু সে এই দস্যু দলে কি উদ্দেশ্যে মিশিয়াছে কেনই বা তাহাদের সঙ্গে বাস করিতেছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না আর লোহার থাবার দল তাহাকে কয়েদ করিয়াও রাখে নাই; বরং সে আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি সে স্বেচ্ছায় লোহার থাবাকে সাহায্য করিয়াছে। লোহার থাবার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, কেনই বা সে তাহার পক্ষপাতিনী ইহা স্থির করা আমার পক্ষে অসম্ভব; এই জটিল রহস্য দুর্ব্বহ পাষাণ ভারের মত আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে লোহার থাবার অনুষ্ঠিত কাজগুলির কথা চিন্তা করিতেছিলাম। তোমাকে বলিতে বাধা নাই ইতিপূর্ব্বে আমি কতকগুলি গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসার ডিপিন্ লোহার থাবার কবলে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন; তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার বাড়ী হইতে স্মিথকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—ইহা তোমার অজ্ঞাত নহে। ডিপিন্ নিরুদ্দেশ হইলে আমি তাঁহার রিমণ্ডের বাড়ীতে তদন্ত করিতে যাই, তাঁহার লাইব্রেরীতে ঐ সকল গুপ্ত তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। সেখানে আমি কি আবিষ্কার করিয়াছি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ না করিলেও আমি তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই আবিষ্কার-ফলে আমার সুদৃঢ় ধারণা হইয়াছে লোহার থাবা যাহাই করুক না দস্যুবৃত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে; তাহার দলকেও আমি পরস্বাপহারী

দস্যুদল বলিয়া মনে করি না। উহারা কোন হীনতাপূর্ণ ঘৃণিত অপরাধে অপরাধী নহে।”

রিচার্ড সবিস্ময়ে বলিল, “তাহারা দস্যু নয়! আপনি বলিতেছেন কি? দস্যুবৃত্তি তাহাদের উদ্দেশ্য নয়! তবে তাহারা কি উদ্দেশ্যে এই সকল গর্হিত আচরণ করিতেছে? মানুষ চুরি, মানুষকে ‘গুম’ করিয়া রাখা যদি হীনতাপূর্ণ বা গুরুতর অপরাধ না হয়—”

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “অত ব্যস্ত হইও না বাপু! মানুষ চুরি যে গুরুতর অপরাধ, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আইনানুসারে ইহা কঠোর দণ্ডের যোগ্যও বটে; কিন্তু কেবলই বাহ্যিক অনুষ্ঠানেই দৃষ্টিপাত না করিয়া যদি আভ্যন্তরিক উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করা যায় তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধে আমি যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি তাহা হইতে এই ধারণা হইবে যে, তাহারা কোন অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত হয় নাই।”

রিচার্ড বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিশ্বাসভাজন একদল লোকের দুর্ব্ব্যবহারে তোমাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, এমন কি, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতায় তোমাকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছে, অথচ যে অভিযোগে তোমার এই উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা, কারাবাস—সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভীষণ ষড়যন্ত্রমূলক! এই বিশ্বাসঘাতকতার যথাযোগ্য দণ্ড দেওয়ার জন্য, তোমার সেই কপট বন্ধুদের বিধ্বস্ত ও চূর্ণ করিবার জন্য যদি তুমি কোন অবৈধ উপায় অবলম্বন কর, প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য রাজবিধান পদদলিত কর, তাহা হইলে কি কেহ তোমাকে ইতর তস্করের পর্য্যায়ভুক্ত করিবে?”

রিচার্ড বলিল, “না, তাহা করা উচিত নয়; কিন্তু এই দৃষ্টান্তের সহিত লোহার খাবার পাশবিক অত্যাচারের কি সম্বন্ধ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ব্যস্ত হইও না; সব কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ লোহার থাবার অত্যাচারে লণ্ডনের চারিজন ভদ্রলো এ পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদের দুইজন ধনবান ও সমাজে প্রতিষ্ঠাপ একজন বৈজ্ঞানিক, আর একজন সংবাদপত্র-ব্যবসায়ী। সে এই কয়জনে ধরিয়া লইয়া গিয়া 'গুম্' করিয়া রাখিয়াছে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন গর্হিত কাজ কর নাই; এমন কি, তাঁহাদের একটি পেনিও আত্মসাৎ করে নাই! তাঁহাদে গৃহের কোন মূল্যবান সামগ্রীও স্পর্শ করে নাই। এতদ্ভিন্ন তাহার কার্য্যে এ পর্য্যন্ত কেহ খুন জখম হয় নাই; সে যাহাদের ভয় দেখাইয়াছে কেবল তাহাদেরই ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

রিচার্ড বলিল, "তা বটে; কিন্তু সে তাঁহাদের হত্যা করিয়াছে কি না কে বলিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, নিশ্চয়ই সে তাঁহাদিগকে হত্যা করে নাই; সে তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে সে ইহা করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে রহস্যভেদে বিলম্ব হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়নও করে নাই।"

রিচার্ড বলিল, "আপনি কি মনে করেন সে কোন অত্যাচারের প্রতিফল দেওয়ার জন্যই এই কয়জন ভদ্রলোককে কয়েদ করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত তাহাই ত আমার ধারণা; আমার এই ধারণা সত্য বলিয়াই মনে হয়।"

রিচার্ড বলিল, "কিন্তু মিস্ ক্লেগ যে এই কারণে লোহার থাবার দলে যোগ দিয়াছে—এরূপ অনুমান করা কঠিন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা সম্ভব হইতেও পারে, না হইতেও পারে; বরং সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহাই অনুমান হয় যে, মিস্ ক্লেগ নিজের ইচ্ছাতেই লোহার থাবার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্ততঃ লোহার থাবার গুপ্ত সঙ্কল্পের প্রতি তাহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। কিন্তু সে কখন, কোথায় বা কিরূপে লোহার থাবার সংস্রবে আসিয়াছিল তাহা নিরূপণ করা আপাততঃ অসম্ভব। কোন কারণে সে বাধ্য হইয়া এই দলে মিশিয়াছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই।"

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "যদিও আমি রহস্যের কোন কোন সূত্র আবিষ্কার করিয়াছি, এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া একটা সিদ্ধান্তও করিয়া ফেলিয়াছি ; কিন্তু এই দুর্ব্বোধ্য রহস্য ভেদ করিতে হইলে এখনও আমাকে অনেক কথা জানিতে হইবে। লোহার থাবা কি উদ্দেশ্যে এই সকল দুঃসাহসের কাজ করিতেছে তাহার সন্ধান লইতেই হইবে। এতদ্ভিন্ন তাহার প্রকৃত পরিচয় কি, তাহার প্রধান আড্ডা কোথায়, তাহাও খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক।"

রিচার্ড বলিল, "আপনি যে ভাবে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং যেরূপ সহিষ্ণুতার সহিত নূতন নূতন বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন—তাহাতে মনে হয় ইহাতে একদিন আপনি সফলমনোরথ হইবেন, এই নিবিড় রহস্য ভেদ করিয়া অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ; কিন্তু যদি কোন দিন আমার প্রণয়িনীকে আদালতে আসিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে দেখি—তাহা হইলে ক্ষোভে দুঃখে আমার হৃদয়—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমাকে বোধ হয় এটুকু ভরসা দিতে পারি যে, এরূপ অপ্রীতিকর দৃশ্য তোমাকে দেখিতে হইবে না ; আসামী বেশে তোমার প্রণয়িনীকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে না। সে কোন অপরাধজনক কার্য্যে লোহার থাবার সহায়তা করিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কোন অপরাধজনক কার্য্যে লোহার থাবা তাহার সাহায্য চাহিলেও পাইবে না,—মেরির নিকট এতটুকু কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রত্যাশা করিতে পারি।"

রিচার্ড বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু একটা সন্দেহ আমি কোনক্রমেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছি না ; মিস্ ক্লেগ অন্যায়ের শাস্তি দিতে বা প্রতিহিংসা-সাধন করিতে লোহার থাবাকে সাহায্য করিলেও, লোহার থাবা তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে—তাহা অবৈধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় কি না—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ, তাহা অবৈধ এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে ; কিন্তু সে তাহার শত্রুর দুর্ব্ব্যবহারে

বা বিশ্বাস ঘাতকতায় যে ক্ষতি সহ্য করিয়াছে—বিচারালয়ের সাহায্যে তাহার প্রতিকারের উপায় না দেখিয়া সে যদি স্বহস্তে সেই ভার গ্রহণ করে—তাহা হইলে সে যে অমানুষের কায করিতেছে—এ কথা জোর করিয়া বলা যায় কি? ইহা আইনবিরুদ্ধ হইলেও মনুষ্যের প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। মনে কর একটা লোক অকারণে বা সামান্য কারণে তোমাকে জুতাইয়া গেল; তুমি দেখিতেছ আদালতে তাহা সপ্রমাণ হইবার উপায় নাই, বা সাক্ষীর প্রতিকূলতায় আদালতে ফল লাভের আশা নাই;—তখন যদি তুমি স্বহস্তে তাহার পিঠে লাঠী ভাঙ্গ, তাহা বে-আইনী হইলেও মনুষ্যের প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে, বরং স্বাভাবিক এবং পুরুষোচিত কার্য্য। আইনের সাহায্যলাভে হতাশ হইয়া সে হয় ত বাহুবলে ক্ষতিপূরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। আমাদের আইন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সাহায্যে সর্ব্বত্র অন্যায়ের প্রতিকার হয় না; উৎপীড়ক, প্রবঞ্চক বা বিশ্বাসঘাতক দণ্ড ভোগ করে না!—এই জন্য তেজস্বী লোক আইনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে, কাজটা বে-আইনী কি না তাহা ভাবিয়া দেখে না। একজন বুদ্ধিবলে বা কৌশলে অপরের সর্ব্বস্বান্ত করিল, তাহাকে আইনের ফাঁদে ফেলিবার উপায় নাই; ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেই প্রতারককে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দেখা যায়। হত্যাকারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে—কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যে ইতরতার আরোপ করা যায় না। মিস্ ক্লেগ এইরূপ কোন উৎপীড়িত, প্রতারিত, ক্ষতিগ্রস্ত, আইনের সাহায্য লাভে অকৃতকার্য্য, অথচ শত্রু-নির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প দুর্দ্দমনীয় তেজস্বী ব্যক্তির সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায়তা করিতেছে। সম্ভবতঃ সে বুঝিতে পারিয়াছে, লোহার হাতার অত্যাচার বে-আইনী হইলেও দুর্নীতিমূলক নহে।—আমি ভাবিতেছি সে দুর্ব্বলা নারী হইয়া কি ভাবে সাহায্য করিতেছে?"

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট চিন্তাকুল চিত্তে 'পাইপ' টানিয়া অবশেষে রিচার্ডকে বলিলেন, "অধিক রাত্রি হইয়াছে, এখন শয়ন করিতে যাইব। খুব সকালেই উঠিতে হইবে; সুতরাং বৃথা তর্কবিতর্কে নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া লাভ নাই।"—তিনি উঠিয়া শয়ন করিতে চলিলেন। 'রিচার্ড স্কারসডেলও শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## ধরা পড়িয়া ধরিবার চেষ্টা

পরদিন অতি প্রত্যূষে উষালোকে পূর্ব্বগগন আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই একজন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ পুরুষ, পেনগার্থ পল্লীর বহির্ভাগে যে মাঠে এরোপ্লেনের আড্ডা হইয়াছিল—সেই প্রান্তরের সন্নিহিত অরণ্যের ভিতর দিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য তিনি রবার্ট ব্লেক।

মিঃ ব্লেক সেই প্রত্যূষে রিচার্ডকে তাঁহার এরোপ্লেনখানি আনিতে পাঠাইয়া একাকী তদন্ত করিতে বাহির হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে তিনি এই স্থানে আসিয়া যাহাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহারা নিশাবসানে এরোপ্লেনে উঠিয়া পলায়ন করিতে পারে - এই আশঙ্কায় মিঃ ব্লেক তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য উষাগমের পূর্ব্বেই সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি অরণ্যপ্রান্তে পদার্পণ করিবামাত্র মনুষ্যের সাড়া পাইলেন, বুঝিলেন পূর্ব্ব রাত্রের লোকগুলি তখনও সেই স্থান ত্যাগ করে নাই।

তিনি অদূরে কাহারও কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু সে দলে স্মিথ আছে কি না তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

তিনি এই দস্যুদলের প্রধান আড্ডার সন্ধান লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্মিথ নিরাপদে আছে—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য তিনি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, উহাদের সঙ্কল্পে বাধা দান করিলে উহাদের গতিবিধির সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে। উহারা কি করে, কোন্ দিকে যায়, তাহাই লক্ষ্য করা তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। তিনি স্থির করিলেন দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিবেন। এ সময় পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করিলে লোহার থাবার দলের দুই তিনজনকে

গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইত বটে, কিন্তু দলের অন্য সকলেই সতর্ক হইত ; বিশেষতঃ পালের গোদাকে ধরা অসম্ভব হইত ভাবিয়া তিনি সেই চেষ্টায় বিরত হইয়াছিলেন। যদি তিনি কোন কৌশলে লোহার থাবাকে ধরিতে পারেন তাহা হইলে অন্য কেহ ধরা না পড়িলেও তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তাহাদের আড্ডার অদূরস্থ বৃক্ষশাখায় উঠিয়া বসিয়া দস্যুদলের এরোপ্লেনখানি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল! কারণ এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এরোপ্লেন তিনি পূর্ব্বে কোন দিন দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। এরোপ্লেনখানি অতি বৃহৎ ; তাহা অত্যন্ত পাতলা সুদৃঢ় শুভ্রধাতু-নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হইল। তাহা এরূপ উজ্জ্বল যে, পালিশ করা ইস্পাতের মত ঝক্‌মক্ করিতেছিল। ক্রমে অরুণের লোহিত কিরণ তাহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার ঔজ্জ্বল্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাহার আকারও সুস্পষ্টরূপে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার কলের যে অংশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল তাহা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—এরোপ্লেনখানি বহুদূর দেশে ভ্রমণের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত, এবং তাহাতে একাধিক বেগবান 'ইঞ্জিন' সন্নিবিষ্ট আছে।

কয়েক মিনিট পরে ছাউনীর নীচে দুই জন লোক আসিয়া জুটিল। তাহাদের একজনকে তিনি দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন ; সে লর্ড ব্রাম্‌লির পলাতক সর্দ্দার-খান্‌সামা আলেক্‌স্‌ক্টোভিচ্ নামক সেই রুসিয়ানটা! আর একটি সুন্দরী যুবতীকেও তিনি দেখিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেক মুগ্ধনেত্রে সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তিনি মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, রূপসী বটে! এমন রূপ, এরূপ মহিমা-সমুজ্জ্বল মুখ লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণের মধ্যেও অতি অল্পই দেখা যায়!"

মিঃ ব্লেক সেই যুবতীর মস্তকের কেশগুলি দেখিতে লাগিলেন ; তাহার তরঙ্গায়িত নিবিড় কেশপাশ দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল, তাহার কেশের বর্ণ নীলাভ কৃষ্ণ! তাহার চক্ষুর তারকাও গাঢ় নীলবর্ণ। তাহার বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসরের অধিক বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

মিঃ ব্লেক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে টিনের চালার একটা খুঁটির কাছে

স্মিথকে দেখিতে পাইলেন। তাহার হাত পা রজ্জুবদ্ধ! কিন্তু তাহার মুখ বাঁধা ছিল না। সে যে বিশেষ কোন কষ্ট ভোগ করিতেছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। স্মিথ তখন তাহার সঙ্গীদের কাজ দেখিতেছিল। দস্যুরা যাত্রার সূচনা স্বরূপ তাহাদের তৈজসপত্র গুছাইয়া বস্তাবন্দী করিতেছিল। কিছু দূরে কাষ্ঠনির্ম্মিত একখানি কুটীর ছিল; পূর্ব্বোক্ত সুন্দরী যুবতী ধীরে ধীরে সেই কুটীরে প্রবেশ করিল; এবং কয়েক মিনিট পরে কম্বল ও বালিশ লইয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "মেয়েটা বোধ হয় এই কুটীরেই রাত্রিবাস করিয়াছিল।"

যুবতী খন্‌খনে আওয়াজে সেই রুসিয়ানটাকে বলিল, "পেট্রো! আমার এই বিছানাগুলা এরোপ্লেনে রাখিয়া এসো। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না, এখনই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে।"

রুসিয়ানটা বিছানাগুলি ঘাড়ে লইয়া এরোপ্লেনের ভিতর প্রবেশ করিলে যুবতী স্মিথকে বলিল, "মাষ্টার স্মিথ, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাইবে। আমরা তোমাকে কয়েদ করিয়া যে বিশেষ সুখী হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না। অন্ততঃ আমি ত খুবই দুঃখিত হইয়াছি; হাঁ, সত্যই দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি 'লোহার থাবা' কখন এমন কোন কাজ করে না, যাহাতে তাহাকে ভবিষ্যতে পস্তাইতে হয়। তোমার মনিব মিঃ ব্লেককে পূর্ব্বেই সতর্ক করা হইয়াছিল, তাঁহাকে এই অনধিকারচর্চ্চা করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই; এই জন্যই আমরা তোমাকে কয়েদ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি এই ব্যাপারের তদন্ত-ভার ত্যাগ করিবেন, এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেই আমরা তোমাকে ছাড়িয়া দিব; তাহার পূর্ব্বে তোমার মুক্তি লাভের আশা নাই।"

স্মিথ বলিল, "এই সর্ত্তেই যদি তোমরা আমাকে মুক্তিদান কর তাহা হইলে আমার আর মুক্তি লাভের আশা নাই; কারণ আমার মনিব আমার স্বাধীনতার বা প্রাণের বিনিময়েও তোমাদের রহস্য ভেদের চেষ্টা ত্যাগ করিবেন না! কিন্তু সে জন্য আমার দুশ্চিন্তা নাই; আমার প্রভু যেরূপে হউক তোমাদের কবল হইতে

আমাকে মুক্ত করিবেন। তোমরা যতই লুকাইয়া বেড়াও, তিনি তোমাদের নিশ্চয়ই খুঁজিয়া বাহির করিবেন।”

যুবতী হাসিয়া বলিল, “কিরূপে আমাদের সন্ধান পাইবেন?”

যুবতী বলিল, “তা জান না বুঝি? তাঁহার সঙ্গে দুটো পোষা ভূত আছে, তাহারা তাঁহাকে সকল খবর আনিয়া দেয়!”

যুবতী বলিল, “ভূতে সাধারণ চোর ডাকাতের সংবাদ দিতে পারে; কিন্তু লোহার থাবার পেশা ত চুরী ডাকাতি নয়। সে সাধারণ অপরাধীদের মত দল বাঁধিয়া লোকের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করে না। তাহার কাজ শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই; কাজ শেষ হইলে সে অদৃশ্য হইবে; পুলিশ বা তোমার মনিব তাহার কোন সন্ধান পাইবে না।”

স্মিথ বলিল, “তা সে যে খেলাই খেলুক, সে যে অনেক বেআইনী কাজ করিয়াছে ইহা ত অস্বীকার করিতে পারিবে না; সেজন্য তাহাকে শাস্তি পাইতেই হইবে। কিন্তু সে কথা থাক, তুমি যে লোহার থাবার পক্ষ লইয়া এত ওকালতী করিতেছ, সে তোমার কে?”

যুবতী বলিল, “এইবার তুমি আমাকে ঠকাইয়াছ; কারণ সে যে কে, তা আমি নিজেই জানি না! তুমি হয় ত আমার কথা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু সত্যই আমি তাহার পরিচয় জানি না।”

স্মিথ বলিল, “পরিচয় না জান, তাহাকে দেখিয়াছ ত?”

যুবতী বলিল, “হাঁ দেখিয়াছি; কেবল আমি কেন, তাহার সঙ্গে যাহারা কাজ করে তাহারা সকলেই তাহাকে দেখিয়াছে। কিন্তু সে তাহার মুখ সর্ব্বদা মুখোসে ঢাকিয়া রাখে বলিয়া তাহার মুখ দেখিবার সুযোগ পাই নাই; কেবল তাহার অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটি দেখিতে পাওয়া যায়।”

স্মিথ বলিল, “আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিলে ক্ষতি কি? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি পলাইবার চেষ্টা করিব না।”

যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, ও কোন কাজের কথা নয়। আমার উপর আদেশ আছে—তোমাকে নিরাপদে আমাদের সদর আড্ডায় পৌঁছাইয়া দিতে

হইবে। তোমার প্রতি যাহাতে কেহ কোন দুর্ব্ব্যবহার করিতে না পারে—তাহারও ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি হুকুম পাইয়াছি; কিন্তু তোমার পলায়নের সুবিধা করিয়া দেওয়া আমার এক্তারের বাহিরে। তোমার আহারের সময় ভিন্ন অন্য সময় তোমার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিলে—”

স্মিথ বাধা দিয়া বলিল, “আমি নিশ্চয়ই পলাইব না। তুমি আমার অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পার, আমি মিথ্যা কথা বলি না।”

যুবতী বলিল, “দেখ, বাজে কথা বলিয়া লাভ নাই; আমি উপরওয়ালার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। তোমার কথা বিশ্বাস করি বা না করি তাহাতে কিছু যায় আসে না।”

স্মিথ বলিল, “তুমি এত জেদ্ করিতেছ কেন? তুমি ত লোক মন্দ নও, তোমার স্নেহ মমতা আছে, তোমার প্রকৃতিও মধুর বলিয়াই মনে হয়; তবে তুমি এ সকল অসৎ সংসর্গে কেন মিশিয়াছ? তোমার মত পবিত্র যাহার চরিত্র—সে কি উদ্দেশ্যে এই সকল পাজী নচ্ছার ইতর বদ্‌মায়েসের দলে মিশিয়াছে ইহা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে; আমার না পলাইবার ইহাও একটা কারণ!”

যুবতী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, “থাম, থাম! আর তোমাকে বক্তৃতা করিতে হইবে না। আমি ইহাদের দলে মিশিয়া ভাল করি নাই, তাহা কি আমি জানি না? তবু আমাকে এই ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কথা তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বলা যায় কি না—”

স্মিথ উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “হাঁ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পার। কত লোকের কত গুপ্ত কথা আমার পেটের মধ্যে গজ্ গজ্ করিতেছে; তাহা কখন বাহির হয় নাই, আর তোমার গুপ্ত কথা বাহির হইবে? কি যে বল! আমার বিশ্বাস ঐ রাস্কেল রুসিয়ানটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়া তোমাকে—”

যুবতী বলিল, “না, না, উহাকে গালি দিও না।”

স্মিথ সরোষে বলিল, “এক শ বার গাল দিব। এই বিশ্বাসঘাতক রুসিয়ানটা কেবল রাস্কেল নয়, সে চোর! নিশ্চয়ই পাকা চোর। আমি মানুষের মুখ দেখিয়া

বলিতে পারি—কে চোর কে সাধু। ও বেটা যদি চোর না হয় ত আমার নাম স্মিথ নয়। লোহার থাবা তাহার শত্রু দমনের জন্য যে দল বাঁধিয়াছে তাহাতে তুমি আছ ইহা দোষের কথা না হইতে পারে; কিন্তু ঐ চোর বেটাকে তাহার দলে লওয়া অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। 'লোহার থাবা'র সহিত এরূপ বদ্ লোকের কিরূপে ঘনিষ্ঠতা হইল, এবং সে কি জন্য এই রুসিয়ানটাকে দলভুক্ত করিয়া লইল—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

যুবতী বলিল, "সে কথা তোমার বুঝিবারও দরকার নাই। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোহার থাবা আদালতে অন্যায়ের প্রতিবিধানের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া বিচার-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা আমি জানি না, কারণ সে তাহার পরিচয় ও উদ্দেশ্যের কথা কোন দিন আমাদের নিকট প্রকাশ করে নাই। তবে সে কি করিতে চায়, তাহা আমাদের জানাইয়াছে বটে। সে দস্যুও নহে, তস্করও নহে; তাহা-দ্বারা কাহারও আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা নাই। লোহার থাবার পরিচয় যাহাই হউক, এক সময় তাহাকে বড়ই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে; লাঞ্ছনাকারীকে প্রতিফল দানের তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

স্মিথ বলিল, "সে অধিকার থাকিলেও তাহার দলের লোকদের বিপন্ন করিবার কোন অধিকার আদৌ তাহার নাই। তাহার সঙ্গীরা ধরা পড়িলে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে; আর তাহার শ্রীঘর বাস ত সুনিশ্চিত।"

যুবতী বলিল, "তা হইতে পারে; কিন্তু পুলিশের সাধ্য কি তাহাদের গ্রেপ্তার করে? তাহার কায প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; যেটুকু বাকি আছে তাহা শেষ হইলেই সে যাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিবে; অক্ষত দেহে তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। তখন তাহারা লোহার থাবার নাম জানিতে পারিবে,—কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহারা তাহার নাম সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে রাজী হইবে না; কারণ তাহারা বুঝিবে তাহাতে তাহাদের স্বার্থ ও সম্মান নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। তদ্ভিন্ন—"

যুবতীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অদূরবর্ত্তী বৃক্ষশাখা মড়-মড় শব্দে আন্দোলিত

হইল। সেই শব্দ শ্রবণ মাত্র সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ও কি! গাছের ডালে ও রকম শব্দ হইল কেন?"

মিঃ ব্লেক যে শাখায় বসিয়া উহাদের কথা শুনিতেছিলেন তাহা নিবিড় পত্রে আচ্ছাদিত না থাকায় তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যুবতী সেই দিকে চাহিলেই হয় ত তাঁহাকে দেখিতে পাইবে! তাহাদের কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বুঝিয়া তিনি আর একটি পত্রবহুল শাখায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতেই তাঁহার দেহের ভরে শাখাটি মড়-মড় শব্দে নড়িয়া উঠিল! তাঁহার অসতর্কতার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; কিন্তু তখন আর সাম্‌লাইয়া লইবার উপায় ছিল না। যুবতী শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল; মিঃ ব্লেক ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি আর একটি শাখায় উঠিয়া বসিলেন, ইহাতে পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ হইল!

আর লুকাইয়া থাকা অসম্ভব বুঝিয়া মিঃ ব্লেক বৃক্ষশাখা হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে টোটা-ভরা পিস্তল বাহির করিলেন! পিস্তলের নল প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক পিস্তল উদ্যত করিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী মিস্ ক্লেগ্‌কে বলিলেন, "মিস্ ক্লেগ, তুমি ভয় পাও এরূপ আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু উপায় নাই। তুমি দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাক, নতুবা আমার কর্ত্তব্য বড়ই অপ্রীতিকর হইতে পারে।"

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## বিস্ময়ের উপর বিস্ময়

মিস্ ক্লেগ ভয় পাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না ; সে মৃদু হাসিয়া মিঃ ব্লেকের আদেশ পালন করিল, দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া বলিল, "আপনিই বুঝি মাষ্টার স্মিথের মনিব মিঃ রবার্ট ব্লেক ?"—সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখে ভয়ের চিহ্ন না দেখিলেও যুবতীর নীল নেত্রে উদ্বেগের ছায়া দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নয় ; আলাপ পরিচয় পরে হইবে, আপাততঃ তোমার খান্‌সামা সেই রুসিয়ানটাকে ডাকিয়া দিলে আমি বড়ই বাধিত হইব।"

অনন্তর তিনি পকেট হইতে আর একটা পিস্তল বাহির করিয়া স্মিথের হাতে দিলেন, এবং তাহার হাত পায়ের বন্ধন ছেদন করিয়া বলিলেন, "পিস্তলটা বাগাইয়া ধরিয়া থাক ; সেই রুসিয়ান খান্‌সামাটা আসিলে এই পিস্তলের সাহায্যে তাহাকে নজরবন্দী করিবে।"

মিস্ ক্লেগ উপায়ান্তর না দেখিয়া রুসিয়ান খান্‌সামাটাকে সেখানে আহ্বান করিল। রুসিয়ান খান্‌সামা আলেক্‌স্‌টোভিচ্ এরোপ্লেন হইতে বাহির হইয়া সেখানে আসিবামাত্র দেখিতে পাইল, স্মিথের হাতে একটি পিস্তল রহিয়াছে, তাহার নলটি তাহার মাথার দিকে প্রসারিত !

সে কোন কথা না বলিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার স্মিথের, একবার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। স্মিথ বলিল, "হাঁ করিয়া কি দেখিতেছ মিঞা !—তোমার মতলব ফাঁসিয়া গিয়াছে ! আমাকে কয়েদ করিয়া রাখা তোমার মত নিরেটের কাজ নয়—একথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। এখন যদি মগজে গুলি ঢুকাইবার সখ না হইয়া থাকে ত হাত দু'খানা মাথার উপর লম্বা

করিয়া ছবির মত দাঁড়াইয়া থাক। আমাদের দুই পিস্তলেই টোটা ভরা আছে—ইহা ভুলিও না।”

রুসিয়ানটা ভয়ে ইংরাজী ভাষা ভুলিয়া গিয়া তাহার স্বদেশীয় ভাষায় তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে মাথার উপর দুই হাত উচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “স্মিথ, উহাদের দলের আর কেহ এখানে আসিয়াছে কি?”

স্মিথ বলিল, “না কর্ত্তা! তবে সেই দু'মুখো সাপ পিটার ফ্রেণি কাল এখানে আসিয়াছিল বটে; তাহার ষড়যন্ত্র কতদূর সফল হইয়াছে বোধ হয় তাহারই সন্ধান লইতে আসিয়াছিল,—কিন্তু আসিয়াই চলিয়া গিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “দু'মুখো সাপই বটে! তাহার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা পরে হইবে।”—তাহার পর তিনি মেরি ক্লেগকে বলিলেন, “মিস্, তোমার হাত দু'খানা মাথার উপর তুলিয়া রাখিতে কষ্ট হইতেছে; তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না, তুমি হাত নামাইতে পার। তবে তোমাদের দু'জনকেই বলিয়া রাখিতেছি, যদি কোন রকম চালাকি খাটাইবার কি পলাইবার চেষ্টা কর তাহা হইলে এই জোড়া পিস্তলের গুলি তোমাদের মগজে প্রবেশ করিবে; পশুহত্যা ও নারী-হত্যা এক সঙ্গেই হইয়া যাইবে!”

মেরি বলিল, “পশু কোথায়?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ঐ রুসিয়ান খান্‌সামাটা। উহার ধড়টা মানুষের বটে, কিন্তু উহার প্রকৃতি পশুর অধম, শয়তান! তোমাদিগকে লইয়া এখন পেন্‌গার্থে যাইব। তোমাদের এরোপ্লেনের জন্য কোন চিন্তা নাই; এখান হইতে উহা কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে না। পেন্‌গার্থে একটি যুবকের সঙ্গে আমাদের দেখা করা—ঐ যে সে এখানেই আসিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি!”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রিচার্ড স্কার্সডেল অরণ্যান্তরাল হইতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে মেরিকে সেখানে দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, “মেরি!”

মেরি ক্লেগ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, “ডিক্, তুমি! তুমি এখানে?

ব্যাপার কি ?”—তাহার চক্ষু যেন মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল ! তাহার কণ্ঠস্বরেও তীব্রতার অভাব ছিল না। সে সরোষে স্পর্দ্ধিত দৃষ্টিতে তাহার প্রণয়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া মেরি পুনর্ব্বার বলিল, “তুমি আমার গুপ্তকথা পুলিশের কাছে—গোয়েন্দার কাছে প্রকাশ করিয়া দিবে, আমাকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ! তুমি প্রণয়ের সম্মান রক্ষা করিয়াছ চমৎকার !”

রিচার্ড কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বলিল না—বা বলিতে পারিল না। তখন মিঃ ব্লেক মেরির দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধীরভাবে বলিলেন, “মিস্ ক্লেগ, মিঃ স্কার্সডেল তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই, বরং সে সকল দিক রক্ষা করিবারই চেষ্টা করিয়াছে ; সে তোমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কামনা করে না। সকল কথা জানিতে পারিলে তুমি বুঝিবে তুমি যে প্রহসনের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছ—তাহা সঙ্গতির মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে ! অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি যে ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ—তাহার নীচেই যে বিশাল গহ্বর তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে, তাহা দেখিয়াও তুমি দেখিতে পাইতেছ না ! এ নেশা না পাগলামী তাহা বুঝিবার শক্তিও তোমার নাই—এতই তুমি মোহাচ্ছন্ন ? লোহার থাবার প্রতি তোমার এই আকর্ষণ তোমাকে চূর্ণ করিবে, ইহা বুঝিয়াও তুমি সতর্ক হইতে পার নাই ! কিন্তু এসকল কথা থাক—আমাদের সঙ্গে এখন আমাদের আড্ডায় চল। সেখানে গিয়া সকল কথার আলোচনা হইবে।”

স্মিথ বলিল, “সেখানে যাইবার দরকার কি, কর্ত্তা ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই রুসিয়ান শয়তানটাকে পুলিশের জিম্বা করিয়া দিতে হইবে।”

মেরি আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, “পুলিশে দিবেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ ; কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই, তোমাকে হাজতে যাইতে হইবে না। এই রুসিয়ানটা কিরূপ নরাধম, কতদূর বিশ্বাসঘাতক ও

ইতর, তাহার প্রমাণ পরে পাইবে। উহাকে পুলিশে না দিলে কায়দায় রাখা সহজ হইবে না !”

স্মিথ বলিল, “আপনারা এখানে থাকুন ; আমি একাই এই শয়তানকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পুলিশের হাতে দিতে পারিব।—আমার এখানে ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “লোকটা বড় ধূর্ত্ত ! তুমি ও মিঃ স্কার্সডেল দু’জনে উহাকে লইয়া যাও ; একা অত সাহস করিও না। আমি ও মিস্ ক্লেগ এখানে থাকিলাম ; তোমরা ফিরিয়া আসিলে—”

মেরি বাধা দিয়া বলিল, “উহারা ফিরিয়া আসিলে আপনি কি করিবেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমাকে লইয়া তোমার প্রিয় বন্ধু ও মুরুব্বি লোহার থাবাকে অভিবাদন করিতে যাইব।”

মেরি বলিল, “আপনার সে আশা পূর্ণ হইবে না ; আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি এই কার্য্যে আপনি আমার কোন সাহায্যই পাইবেন না। আমাকে জেলে পুরিবার ভয় দেখাইলেও নয়। লোহার থাবার সদর আড্ডার সন্ধান আপনাকে বলিয়া দিলে আমাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে সকল আলোচনা পরে হইবে ; আপাততঃ আমার অন্য কাজ আছে।”—অনন্তর তিনি স্মিথ ও রিচার্ড স্কার্সডেলকে বলিলেন, “তোমরা পুলিশের নিকট সকল কথা বলিয়া এবং এই আসামীর পরিচয় দিয়া, ইহাকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিবে। আর স্মিথ, তুমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্‌স্পেক্টর মরডনকে আমার নামে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিবে—যেন তিনি অবিলম্বে পিটার ফ্রেণিকে গ্রেপ্তার করেন ; কারণ সে লোহার থাবার দলভুক্ত হইয়া লর্ড ব্রাম্‌লির অপহরণে তাহার সহায়তা করিয়াছিল। ইহাই তাহার প্রধান অপরাধ।”

স্মিথ বলিল, “আপনার আদেশ স্মরণ থাকিবে।”—অনন্তর সে রুসিয়ানটার কপালের উপর পিস্তলটা উচু করিয়া ধরিয়া বলিল, “এখন সোজা হইয়া আমাদের সঙ্গে চল—যদি গুলি খাইবার সখ না থাকে।”

রুসিয়ানটা উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতে দিতে স্মিথের আগে আগে চলিল। রিচার্ড তাহার হাত ধরিয়া রহিল।

মেরি শ্রান্তভাবে একখানি শুষ্ক কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন এই নারী যতই চতুরা হউক—তাঁহার সম্মুখ হইতে পলাইতে পারিবে না; এজন্য তিনি পিস্তলটা পকেটে ফেলিয়া আর একটা কাঠের গুঁড়ি টানিয়া আনিলেন এবং তাহাতে বসিয়া মেরিকে বলিলেন, "আমি মিনিটকতক ধূমপান করিব, ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

মেরি কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িল।

মিঃ ব্লেক "ধন্যবাদ!"—বলিয়া পাইপে তামাক সাজিয়া কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমরাশি উদ্গীরণ করিলেন, তাহার পর পাইপ নামাইয়া বলিলেন, "মিস্ ক্লেগ, সত্যই তুমি বড় আশ্চর্য্য মেয়ে!"

মেরি বলিল, "কি মতলবে আমার তোয়াজ আরম্ভ করিলেন ঠিক বুঝিতে না পারিলেও আপনার মুখে প্রশংসা শুনিতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। আপনার তেলের ভাঁড় সরাইয়া রাখুন!"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার মোলায়েম স্বরে বলিলেন, "যদি আমি শপথ করিয়া বলি—আমি তোমাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছি—তাহা হইলেও কি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিবে না, মিস্ ক্লেগ?"

মেরি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমার প্রতি হঠাৎ এতটা করুণার কারণ কি তাহা জানিতে না পারিলে গোয়েন্দার শপথের উপর নির্ভর করা একটু শক্ত বলিয়াই মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এবার তুমি তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছ! দেখ, মনুষ্য-চরিত্রে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। আমি তোমার সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতেই বুঝিয়াছি—তুমি কোন দুরভিসন্ধিতে বা কোন অপকর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় লোহার থাবার সহিত যোগদান কর নাই। যে এক সময় উৎপীড়িত লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হইয়াছিল, আইনের সাহায্যে সে প্রতিকারের উপায় না দেখিয়া স্বয়ং যখন সেই অত্যাচারের প্রতিফল দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল,

নির্য্যাতনকারীকে দণ্ডদানের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিল, তখন তাহার প্রতি সহানুভূতিতে তোমার নারী হৃদয় পূর্ণ ও করুণায় বিগলিত হওয়ায় তুমি প্রাণপণে তাহার সাহায্য করিবার জন্য তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে ; নিজের সুখ, শান্তি সমস্তই উৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলে না ! ইহা জানিয়াও আমি তোমার মত মনস্বিনী নারীর কল্যাণ কামনা করিব না, তোমার সাহায্যে অগ্রসর হইব না, ইহাই যদি তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা অত্যন্ত হীন।”

মেরি পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল ; তাহার পর বলিল, “আপনি এখানে আসিয়াছেন আমাকে গ্রেপ্তার করিতে,—লোহার থাবাকে ধরিয়া জেলে পুরিতে ; অথচ আপনি মুখে আমার প্রতি দরদ দেখাইতেছেন ! জানি না এ কি রকম দরদ ! অনর্থক আপনি আমাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কাজ আদায়ের জন্য পুলিশ ঐ রকমই করে শুনিয়াছি ; পুলিশ বুঝি এ বিদ্যায় আপনার শিক্ষাগুরু ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছি তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয় ; তোমার সহিত আমি কপটতা করি নাই, কখন করিব না। আমি বিশ্বাস করি—লোহার থাবার উদ্দেশ্য অসাধু নহে।”

মেরি বলিল, “আপনি কিরূপে তাহা জানিলেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন “তুমি জান আমি ডিটেক্‌টিভ ; লোকের গুপ্ত কথা জানাই যে আমার পেশা !”

মেরি বলিল, “অন্যায়ের প্রতিফল দেওয়ার জন্য লোহার থাবা তাহার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। সে চোর নয়, ডাকাত নয় ; তবে কেন আপনি তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি জানি সে চোর ডাকাত নয়, সে সাধারণ অপরাধীদের দলভুক্ত নহে। তাহার বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহাও নিন্দনীয় নহে ; কিন্তু সে তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা বে-আইনী, তাহাতে দেশের

শান্তি নষ্ট হইতেছে। সে যদি আর কিছু দিন এদেশের বড় বড় লোকদের ঐ ভাবে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে ভীষণ অরাজকতা আরম্ভ হইবে ;—ইহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার ?”

মেরি বলিল, “না, সে কোনও ভদ্রলোককে আর কখনও ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিবে না ; যাহাদের ধরা দরকার ছিল, কেবল তাহাদেরই সে ধরিয়াছে। তাহার কাজ শেষ হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কথাও আমি জানি ; কিন্তু আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই। তাহার সঙ্গে দেখা করা দরকার।”

মেরি বলিল, “দেখা করা দরকার ত তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশে দেওয়ার জন্য ?”

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন, “মিস্ ক্লেগ, আমি তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু আগে তার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। ইহাতে তাহার উপকারই হইবে।”

মেরি অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, “উপকার হইবে ! আপনি গোয়েন্দা, আপনার পেশাই গ্রেপ্তার করা। আপনি কি বলিতে চান তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এবং জেলে পুরিয়া তাহার উপকার করিবেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সুবিচারের সাহায্য করাই আমার পেশা। কিন্তু সুবিচারের শেষ ফল কিরূপে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না ; সুতরাং তাহার সহিত আমার সাক্ষাতে তাহার যে কেবল অনিষ্টই হইবে ইহা তুমি জোর করিয়া বলিতে পার না। তুমি আমাকে তাহার আড্ডায় লইয়া যাইতে অসম্মত হইয়া তাহার অপকারই করিতেছ ! আমি তাহাকে খুঁজিয়া নিশ্চয়ই বাহির করিব ; কিন্তু তোমার এই রকম এক গুঁয়েমিতে তাহার আড্ডার সন্ধান পাইতে আমার হয় ত অনেক বিলম্ব হইবে। তখন তাহার কোন উপকার করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। আমি জানি লোহার থাবার মানুষ-চুরীতে তোমারও হাত ছিল ; ইহাও জানি যে, তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে পার। তোমাদের হিতের জন্য আমি পুনর্ব্বার

বলিতেছি আমার প্রস্তাবে আপত্তি না করিয়া আমাকে তাহার সদর আড্ডায় লইয়া চল।—তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে কি না বল।”

মেরি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “আপনি ভদ্রতা করিয়া যাহাকে অনুরোধ বলিলেন, তাহা আপনার আদেশ! আপনার এই আদেশ পালন না করিলে এখন আমার নিষ্কৃতি নাই, তখন তাহা পালন করিতেই হইবে। চলুন আপনাকে লোহার থাবার প্রধান আড্ডায় লইয়া যাইতেছি।”

এই সময় স্মিথ ও রিচার্ড স্কার্সডেল্ সেখানে ফিরিয়া আসিল। স্মিথ মিঃ ব্লেককে জানাইল, রুসিয়ান খান্‌সামাটাকে স্থানীয় পুলিশের হেফাজাতে রাখিয়া আসা হইয়াছে, এবং লর্ড ব্রাম্‌লির প্রাইভেট সেক্রেটারী বিশ্বাসঘাতক পিটার ফ্রেণিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ইন্‌স্পেক্টর মরডনের নিকট টেলিগ্রামও প্রেরণ করা হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উত্তম। এখন আমরা মিস্ ক্লেগের সঙ্গে লোহার থাবার প্রধান আড্ডায় রওনা হইব। রিচার্ড স্কার্সডেল আমার এরোপ্লেন লইয়া আমাদের অনুসরণ করিবে।”

রিচার্ড বলিল, “আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু মেরি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে ত?”

মেরি বলিল, “হাঁ, আমি উঁহাকে সেখানে লইয়া যাইব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মিস্ ক্লেগ! তোমাদের এরোপ্লেনে আমার ও স্মিথের স্থান হইবে কি?”

মেরি বলিল, “নিশ্চয়ই হইবে; তবে আমাদিগকে যথেষ্ট খাদ্য-সামগ্রী ও পেট্রল লইতে হইবে। পথিমধ্যে কয়েকস্থানে নামিয়া বিশ্রাম করাও আবশ্যক।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কি! তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে আমাদিগকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যাইতে হইবে!”

মেরি বলিল, “আপনার অনুমান মিথ্যা নহে; কারণ লোহার থাবার প্রধান আড্ডা মধ্য আফ্রিকার দুর্গম প্রদেশে অবস্থিত!”

দারুণ বিস্ময়ে মিঃ ব্লেক মেরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

# তৃতীয় খণ্ড

## 'লোহার থাবা'র রহস্যভেদ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### লর্ড ব্রাম্‌লির দেনা-পাওনা

লর্ড ব্রাম্‌লির চেতনাসঞ্চার হইলে তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বেত্রনির্ম্মিত শয্যায় শায়িত ছিলেন। সেই কুটীরের দেওয়াল কর্দ্দমলিপ্ত, মেঝের উপর বালুকাকঙ্করের প্রলেপ!

তাঁহার শয্যাপ্রান্তে একটি ছোট বাক্সের উপর একটি বোতল ছিল; সেই বোতলের মুখে একটি মোমবাতি মিট্‌-মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন; বাহিরের বৃক্ষ-পত্রের শরশর কম্পন তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি মাথা তুলিয়া তাঁহার খাটিয়াখানি পরীক্ষা করিলেন; দেখিলেন, তাহার ছাউনি বেত্র ও তৃণ-সংমিশ্রণে নির্ম্মিত; কয়েকটি প্যাকিং বাক্সের উপর তাহা সংরক্ষিত।

তিনি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া উঠিল; তিনি পুনর্ব্বার অবসন্ন দেহে শুইয়া পড়িলেন, সভয়ে ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্ব-নাশ! আমি এ কোথায় আসিয়াছি? কোনও কথা এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না কেন?"

লর্ড ব্রাম্‌লি উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে তাঁহার লুপ্তস্মৃতি ফিরিয়া আসিল।

তিনি অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, মনে পড়িয়াছে! আমার ঘরের জানালার বাহিরে সেই অপরিচিত মুখ; তাহার পর কে একজন কি কৌশলে সেই ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ আমার ঘাড় চাপিয়া ধরিল, আমি মাথা তুলিতে পারিলাম না; এমন কি, আর্ত্তনাদ করিবারও সুযোগ পাইলাম না! তাহার পরই—উঃ কি ভয়ানক দুর্ঘটনা!"

তিনি আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই একটা প্রকাণ্ড জোয়ান তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল। তাহার দেহ তাম্রবর্ণ, হাঁড়ীর মত গোল মুখ; সে লম্বা লম্বা সাদা দাঁত বাহির করিয়া তাঁহাকে বলিল, "ইন্ দাবা?" (ব্যাপার খানা কি?)

লর্ড ব্রাম্‌লি আগন্তুকের বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি কদাকার চেহারা! এ কালা নিগারটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?"

তাঁহার কথা শুনিয়া আগন্তুক তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, সরোষে বলিল, "ইন্‌জা হুম্‌লোপি?" অর্থাৎ তুমি আমাকে (নিগার বলিয়া) গালি দিলে কেন?

লর্ড ব্রাম্‌লি অতি কষ্টে এবার উঠিয়া বসিয়া সেই বিশালবপু তাম্রবর্ণ বর্ব্বরটার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার সুদৃঢ় সমুন্নত দেহের তুলনায় তাঁহাকে বামনের মত দেখাইল!

লর্ড ব্রাম্‌লি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন "এ সকল কি ব্যাপার? আমাকে কোথায় আনা হইয়াছে? এ কোন্ যায়গা? আমাকে এখানে কে কি মতলবে লইয়া আসিয়াছে? সব কথার স্পষ্ট উত্তর দাও।"

নিগ্রোটা লর্ড ব্রাম্‌লির কথা শুনিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহার পর দুই হাত নাড়িয়া কিচির মিচির করিয়া বলিল, "ইকোনা কুলুমা ইংলিজ্।" (আমি ভাল রকম ইংরাজী বলিতে পারি না।)

অনন্তর সে আর একবার তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

লর্ড ব্রাম্‌লি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। বাহিরে তখন প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া, কাফ্রির দল তাহার চারি পাশে বসিয়া

হাত নাড়িয়া কি গল্প করিতেছিল, আর সেই অগ্নিকুণ্ডস্থিত বড় বড় কাঠের কুঁদো চট্‌পট্ শব্দ করিয়া জ্বলিতেছিল, এবং কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল।

পূর্ব্বোক্ত নিগ্রোটা কুটীরের বাহিরে আসিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপবিষ্ট নিগ্রোদলের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সেই দলে যতগুলি লোক ছিল তাহাদের সকলেই তাহার মত জোয়ান, যেন এক একটা রাক্ষস! সে তাহাদিগকে কোন কথা বলিল না, তাহারাও তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সে কিছু দূরে গিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর একটি কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইল। কুটীরের দ্বার খোলা নাই দেখিয়া সে দ্বারে ধাক্কা দিল; একজন লোক ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলিল, "ভিতরে এসো।"

নিগ্রোটা অতি সন্তর্পণে দ্বার ঠেলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল, এবং কুটীরবাসীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া তাহার স্বদেশীয় ভাষায় বলিল, "সাদা আদমীটা জাগিয়াছে দেখিলাম!"

যাহাকে সে এই কথা বলিল, তাহার দেহ ইউরোপীয়ের পরিচ্ছদে আবৃত, কিন্তু তাহার মুখে কৃষ্ণবর্ণ মুখোস; সুতরাং তাহার মুখ দেখিবার উপায় ছিল না। তাহার ললাট হইতে চিবুক পর্য্যন্ত মুখোসে আবৃত ছিল, কেবল উভয় চক্ষুর সম্মুখে দুইটি ছিদ্র; সেই ছিদ্র দিয়া তাহার অন্তর্ভেদী উজ্জ্বল চক্ষু দুটি দেখা যাইতেছিল। সেই চক্ষু হইতে তেজ ও বিজয়-গর্ব্ব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! সে মুখ তুলিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান পূর্ব্বোক্ত কাফ্রি ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "সে জাগিয়াছে? আচ্ছা, তুমি ইন্‌ডানকে সঙ্গে লইয়া আবার সেখানে যাও, সেই সাদা আদ্‌মীকে আমার সম্মুখে হাজির কর।"—মুখোসধারী নিগ্রোর ভাষায় একথা বলিলেও সে স্বর নিগ্রোর কণ্ঠস্বর নহে।

নিগ্রোটা মুখোসধারীকে পুনর্ব্বার অভিবাদন করিয়া সেই কুটীর ত্যাগ করিল, এবং কিছু দূরে আর একটী কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল, "ইন্‌ডানা!"

মুহূর্ত্ত পরে সেই কুটীরের বেত্র-নির্ম্মিত 'আগড়' ঠেলিয়া আর একটি নিগ্রো

বাহিরে আসিল। এই লোকটি অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায় ও স্থূলোদর। তাহার অঙ্গে ইউরোপীয় পোষাক বড়ই বেখাপ দেখাইতেছিল, গরুর পিঠে জিন দিলে যেরূপ দেখায় অনেকটা সেইরূপ! অথচ যে নিগ্রোটা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল—তাহার দেহ প্রায় উলঙ্গ, কেবল তাহার কটিদেশে গাছের ছালের মত পুরু একখান ময়লা ন্যাকড়া জড়ান ছিল। সে ইন্‌ডানকে বলিল, "১নং সাদা আদমী জাগিয়াছে; ইন্‌কোসির হুকুম—তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করিতে হইবে। তুমি চল।"

ইন্‌ডানা বিনা-বাক্যব্যয়ে-সংবাদ বাহকের অনুসরণ করিল, এবং '১নং সাদা আদমী'র কুটীরে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "নমস্কার ইন্‌কস্! (সাহেব) প্রভুর আদেশ, আপনাকে তাঁহার সম্মুখে হাজির হইতে হইবে।"

'১নং সাদা আদমী' অর্থাৎ লর্ড ব্রাম্‌লি আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া সরোষে বলিলেন, "প্রভুর আদেশ! তোমার প্রভূটা কে? তাহার মতলব কি? আর—আমাকে কোথায় আনা হইয়াছে। তুমি ইংরাজী জান দেখিতেছি, আমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দাও।"

ইন্‌ডানা নামক নিগ্রো বলিল, "আপনার প্রশ্নের উত্তর আমাদের প্রভুর নিকট পাইবেন। আমি তাঁহার ভৃত্য মাত্র—তাঁহার আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি, আমার সঙ্গে আপনাকে এখনই যাইতে হইবে।"

লর্ড ব্রাম্‌লি গাত্রোত্থান করিয়া ইন্‌ডানার অনুসরণ করিলেন; ক্রোধে ও অবসাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। চলিতে চলিতে তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার মনিব যেই হউক, তাহাকে এই দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিফল পাইতে হইবে।"—ইন্‌ডানা একথা শুনিয়া দাঁত বাহির করিয়া একটু হাসিল মাত্র, কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

পথের দুই পাশে নিগ্রোদের বিক্ষিপ্ত কুটীর; স্থানে স্থানে অগ্নিকুণ্ডে শুষ্ক কাঠ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে এই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রেও পথ দেখিয়া চলিবার অসুবিধা হইল না। নিগ্রোদ্বয় নিঃশব্দে তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে চলিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে তিনি পূর্ব্বোক্ত মুখোসধারীর কুটীরে প্রবেশ করিলেন। উজ্জ্বল আলোকে কুটীর আলোকিত ; কুটীরের অভ্যন্তরভাগ নানা প্রকার মূল্যবান আসবাব পত্রে সুসজ্জিত ; একপাশে একটি কুঠুরি, তাহার দ্বারে একখানি রঙ্গিন পর্দ্দা প্রসারিত !

লর্ড ব্রাম্‌লি কুটীরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কৌতূহল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তিনি চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। নিগ্রোদ্বয় তাঁহার দুই পাশে ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় দুই মিনিট পরে রঙ্গিন পর্দ্দা সরাইয়া পূর্ব্বোক্ত মুখোসধারী লর্ড ব্রাম্‌লির সম্মুখে আসিল, এবং নিগ্রোদ্বয়কে বলিল, "তোমরা এখন যাইতে পার।"

নিগ্রোদ্বয় তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। তখন মুখোসধারী লর্ড ব্রাম্‌লিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ঐ চেয়ারে বসিতে পারেন।"—তাহার কণ্ঠস্বর সতেজ, অথচ ধীর এবং কঠোরতা-বর্জ্জিত।

লর্ড ব্রাম্‌লি চঞ্চল ভাবে দুইপদ অগ্রসর হইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "বসিতে পারি? উঃ, কি অনুগ্রহ! দেখ বাপু, তোমার মতলবটা কি আগে বল ত শুনি। কাল রাত্রে কে একবেটা গুণ্ডা আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল ; আমি আমার চাকরদের ডাকিয়া সাহায্য চাহিবার পূর্ব্বেই সে ক্লোরোফর্ম্মের সাহায্যে আমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল! তাহার পর কি হইয়াছিল জানি না। আজ রাত্রে আমি জাগিয়া দেখি, একটা কুটীরে একখান বেতের খাটিয়ায় পড়িয়া আছি! সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান ; কতকগুলা কালা নিগারের আড্ডা! তাহার পর দুটো নিগ্রো গিয়া আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে ; এস্থানে আসিয়া দেখিতেছি—মুখে মুখোস-আঁটা এক মূর্ত্তি,—সম্পূর্ণ অপরিচিত! তুমি কে তাহা জানি না, তোমাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি কি না তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না! এ সকল কি ব্যাপার? এ কি রঙ্গালয়ে কোন প্রহসনের অভিনয় দেখিতেছি,—না, আর কিছু?"

মুখোসধারী পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিল, "লর্ড ব্রাম্‌লি, আপনি রাগে বেসামাল হইয়া যে সকল কথা বলিলেন, তাহার মধ্যে দুইটি কথা সত্য নহে। প্রথমতঃ, আপনি বলিলেন কাল রাত্রে আপনি আপনার শয়নকক্ষে ছিলেন, কোন গুণ্ডা আপনাকে সেখানে ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে হঠাৎ অজ্ঞান করিয়াছিল; কিন্তু সে কাল রাত্রের ঘটনা নয়, সাত দিন পূর্ব্বের ঘটনা, সুদীর্ঘ সাত দিনকে আপনি একরাত্রি বলিয়া ভুল করিয়াছেন!"

লর্ড ব্রাম্‌লি সবিস্ময়ে বলিলেন, "সা—ত-দিন পূর্ব্বে? অাঁঃ, কি সর্ব্বনাশ!"

মুখোসধারী বলিল, "কিন্তু এই ভ্রম আপনার পক্ষে স্বাভাবিক; কারণ, বিশেষ কোন ভেষজের সাহায্যে আপনাকে এই সাত দিন অচেতন রাখা হইয়াছিল—অবশ্য ইচ্ছা করিয়াই। ইহার মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না; তবে আপনার কোন অনিষ্ট না হয়—সে বিষয়ে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, এখনও আছে। এই সাত দিন আমার পরিচারকেরা আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনার উদরে পুষ্টিকর পানীয় প্রবেশ করাইয়াছে; নতুবা আজ আপনি উঠিয়া বসিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আপনার মাথাধরা, মাথাঘোরা ও দুর্ব্বলতা—আফ্রিকাদেশজ সেই উগ্র ভেষজ-প্রয়োগেরই ফল! আপনাকে নিদ্রাভিভূত রাখিবার জন্য তাহা আপনাকে প্রায় প্রত্যহই সেবন করাইতে হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে আপনার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নাই, আপনার স্বাভাবিক মনোবৃত্তিরও কোন অপকার হইবে না।

"দ্বিতীয়তঃ, আপনি আর একটা ভুল কথা বলিয়াছেন; আমার সহিত আপনার পরিচয় নাই মনে করিয়াছেন! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে—এবং দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি আপনার অপরিচিত নহি। এতদ্ভিন্ন আপনি আরও একটা ভুল করিয়াছেন। আপনার সন্দেহ—আপনি রঙ্গালয়ের কোন প্রহসনের দর্শক! কিন্তু আপনি সত্যকার রঙ্গালয়ের দর্শক নহেন, অভিনেতা; আর এ অভিনয় প্রহসনের নহে, অত্যন্ত শোচনীয় হৃদয়বিদারক বিয়োগান্ত নাটকের,—এ কথা আমি আপনাকে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি লর্ড ব্রাম্‌লি!"

লর্ড ব্রাম্‌লি বলিলেন, "আমি তোমার এ ধাঁধার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তোমার মুখে মুখোস, তোমার কথাও হেঁয়ালী !"

মুখোসধারী চেয়ারের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "আপনি বসুন; ব্যস্ত হইবেন না, আপনার মনের ধাঁধা এখনই ঘুচাইয়া দিব।"

লর্ড ব্রাম্‌লি বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

মুখোসধারী মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া লর্ড ব্রাম্‌লির মুখের উপর জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় চক্ষু স্থাপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি কোন দিন লোহার থাবার নাম শুনিয়াছেন কি ?"

কথাটা শুনিয়াই লর্ড ব্রাম্‌লির মুখ শুকাইল, তিনি আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে মুখোসের দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "লোহার থাবা ?—হাঁ, একদিন থিয়েটার দেখিয়া ফিরিবার সময়, কেমন করিয়া জানি না, আমার কোটের পকেটে লোহার থাবার এক ছবি আসিয়া জুটিয়াছিল ! তাহার নীচে—"

মুখোসধারী বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, আপনাকে সতর্ক করা হইয়াছিল। আপনি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ মনে করিয়াছিলেন উহা কোন দুষ্ট লোকের তামাসা মাত্র ! আপনি সেই কাগজখানি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সেই রাত্রেই আপনাকে আপনার শয়ন-কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল,—সে আমারই আদেশে !"

লর্ড ব্রাম্‌লি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তোমার আদেশে ? তুমিই কি তবে সেই লোহার থাবা ?"

মুখোসধারী বলিল, "আপনার অনুমান সত্য ; আমিই সেই।"

লর্ড ব্রাম্‌লি অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া শুষ্ক মুখে বলিলেন, "আমার প্রতি এই অনুগ্রহের কারণ ? এত লোক থাকিতে থাবাটা আমার ঘাড়েই পড়িল কেন ?—তুমি কি জান না আমি তোমার এই অত্যাচারের, এই বর্ব্বরতার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে পারি ?"

লোহার থাবা এবার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি যে অত্যাচার করিয়াছ,

যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার, বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছ, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল অগ্রে গ্রহণ কর—তাহার পর তুমি যাহা পার করিও।”

অনন্তর সে সোজা হইয়া বসিয়া টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, “লর্ড ব্রাম্‌লি, আমার আদেশে তোমাকে তোমার গৃহ হইতে এখানে অপসারিত করা হইয়াছে। আমার এই নিষ্ঠুর ও অবৈধ আচরণের কারণ অল্প কথায় তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। অকারণে কেহ কোন কাজ করে না, আমিও করি নাই। আমার কাজ অত্যন্ত বে-আইনী হইয়াছে তাহা আমার জানা আছে;—কিন্তু আমি ইহাও জানি যে, মুক্তিলাভের পর তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আমার অনিষ্ট সাধনের সুযোগ পাইবে না, বোধ হয় তোমার সে সাহসও হইবে না।”

লর্ড ব্রাম্‌লি আবেগভরে বলিলেন, “তবে আমার মুক্তিলাভের আশা আছে? প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিতে পারিব?—শুভ সংবাদ বটে!”

লোহার থাবা বলিল, “হাঁ, যে উদ্দেশ্যে তোমাকে ধরিয়া আনিয়াছি—তাহা সফল হইলেই তুমি মুক্তিলাভ করিবে। তোমাকে চিরজীবন কয়েদ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ধরিয়া আনি নাই।”

লর্ড ব্রাম্‌লি বলিলেন, “ওঃ, তোমার মতলব বুঝিয়াছি! আমার কাছে কিঞ্চিৎ মুক্তিপণ আদায় করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে। শুনিয়াছি বটে অনেক যায়গায় এ রকম বোম্বেটের দল এখনও আছে। তা তুমি কত টাকা পাইলে আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল।”

লোহার থাবা বলিল, “আমার মতলব তুমি কচু বুঝিয়াছ! তোমার স্মরণ শক্তি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, তাই পূর্ব্বকথা তোমার স্মরণ হইতেছে না; আমি তোমাকে বার বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।—‘গ্লাইড্ মোটর কোম্পানী’ নামক কোনও কোম্পানীর কথা তোমার স্মরণ হয় কি?”

লর্ড ব্রাম্‌লি হঠাৎ চম্‌কাইয়া উঠিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, “গ্লাইড্ মোটর কোম্পানী? কেন, তাহাদের সম্বন্ধে তুমি কিছু জান? আর আমার প্রতি এই অত্যাচারের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ?”

লোহার থাবা বলিল, “সেই কথাই বলিতেছি। বার বৎসর পূর্ব্বে তুমি ও

সার জর্জ্জ ক্রেণি নামক আর একটি টাকার মানুষ—যাহাকে তোমার মত আমারই আতিথ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে—এই দুইজন উক্ত মোটর কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ছিলে। তখনও তুমি সরকারের খয়ের খাঁ হইতে না পারায় লর্ড ব্রাম্‌লি খেতাব পাও নাই, তোমার পিতৃদত্ত জন হারকোর্ট নামেই তুমি পরিচিত ছিলে। তোমাদের এই কোম্পানীর অধীনে এক বেচারী চাকরী করিত—তাহার নাম ছিল জন ষ্ট্যান্‌শেক। ও কি! চম্‌কাইয়া উঠিলে কেন? ওঃ, বুঝিয়াছি—তাহার কথা তোমার স্মরণ হইয়াছে।"

লর্ড ব্রাম্‌লি চেয়ারের উপর কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিলেন; নির্ব্বাক; নিস্পন্দ!—তাঁহার মুখের উপর অগ্নিময় চক্ষু দুটি স্থাপন করিয়া লোহার থাবা বলিতে লাগিল, "তোমাদের মোটর কোম্পানীর সেই কর্ম্মচারী জন ষ্ট্যান্‌শোকের বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে। সে একদিন তোমার ও জর্জ্জ ক্রেণির সহিত দেখা করিয়া কয়েকটি নক্সা ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র দেখায়,—তাহাতে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা তাহার আবিস্কৃত উন্নত প্রণালীর এরো-প্লেনের খস্‌ড়া। সেই আবিস্কারের ফলে গগন-পথ সমুদ্রপথের ন্যায় সুগম হইত; কি রণবিজ্ঞান, কি শিল্প, বাণিজ্য, কি ডাকের ব্যবস্থা—সকল বিষয়েই তাহা যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারিত, এবং বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিস্কার বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। অল্প সময়ে, অল্প ব্যয়ে, অল্প আয়োজনে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে উড়িয়া যাইবার উপযোগী এরূপ যন্ত্রের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত কাহারও কল্পনাতেও স্থান পায় নাই! সুতরাং ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে এই আবিস্কারের মূল্য কত লক্ষ পাউণ্ড, তাহা কতকটা অনুমান করিতে পার।

"তোমরা উভয়েই জানিতে ষ্ট্যান্‌শেক দরিদ্র লোক! অর্থাভাবে সে এই উন্নত প্রণালীর এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ হইয়াই তাহার আবিস্কারের ফল তোমাদের গোচর করিয়াছিল; এবং পরীক্ষার জন্য একখানি এরোপ্লেনের ব্যয়ভার বহনের জন্য তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তোমরা তাহাকে সাহায্যদানের আশা দিয়া এই বিস্ময়কর আবিস্কার-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র নক্সা প্রভৃতি সমস্তই নিজের কাছে রাখিয়া-

ছিলে, শেষে কিছুদিন পরে সেগুলি তাহাকে ফেরত দিয়া বলিয়াছিলে—এই আবিস্কারের সাফল্যে তোমাদের সন্দেহ আছে; সন্দেহস্থলে তোমরা বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করা সঙ্গত মনে কর না। এই আবিস্কারকে 'আকাশে কেল্লা' বানাইবার চেষ্টার মত পাগলামি বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হও নাই!

"কিন্তু কয়েক মাস পরে তোমরা দু'জনে দয়া করিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছিলে যে, এই আবিস্কারের সকল স্বত্ব স্বামীত্ব ও অধিকার দুইশত পাউণ্ডে তোমাদের নিকট বিক্রয় করিলে তোমরা প্রস্তাবিত এরোপ্লেন-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিবে! 'ষ্ট্যান্‌শ্লেকের আবিস্কার' এই গৌরবটুকু মাত্র সে ভোগ করিতে পাইবে! প্রতিভাবান ব্যক্তির দারিদ্রের সুযোগ পাইয়া অনেক ধনবান তাহার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খায় তাহা জানি, নিরুপায় দরিদ্র গ্রন্থকারকে দুইশত টাকা দিয়া গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া অনেক গ্রন্থ-প্রকাশক তাহার রচিত গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা বহু সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করে—ইহারও বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছি; কিন্তু দরিদ্র আবিস্কারককে এ ভাবে প্রতারিত ও বঞ্চিত করিবার চেষ্টা এই প্রথম দেখিলাম!" বলা বাহুল্য, নিঃস্ব হইলেও জন ষ্ট্যান্‌শ্লেক এই অপমানজনক প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল।

"এই ঘটনার কয়েক দিন পরে তোমরা জন ষ্ট্যানশ্লেকের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুপের অভিযোগ আনিলে! তাহাকে ডাকিয়া বলিলে, সে নানাভাবে কোম্পানীর কয়েক সহস্র পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়া মিথ্যা হিসাব লিখিয়াছে! হিসাব-পরীক্ষকেরা এই চুরী ধরিয়াছে; এবং চুরীটা যে সত্য, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য সত্যবাদী নিরপেক্ষ সাক্ষীরও অভাব নাই! দরিদ্র যখন ধনবানের অসংযত অর্থ-লালসায় বাধা দান করে—তখন লুব্ধ ধনী তাহাকে বিপন্ন, উৎপীড়িত, নিষ্পেষিত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে—তাহার ত্রুটি আবিস্কার করা শয়তানেরও অসাধ্য!

"অতঃপর ষ্ট্যান্‌শ্লেক এই চুরী অস্বীকার করিলে তোমরা তাহাকে ভয় দেখাইয়া বলিলে—সে যদি তাহার আবিস্কারের সকল স্বত্ব অপহৃত অর্থের বিনিময়ে তোমাদের লেখাপড়া করিয়া দেয়—তাহা হইলে সে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে,

নতুবা তাহাকে পুলিশে দেওয়া হইবে। ষ্ট্যান্‌শ্লেক এই প্রস্তাবও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিল। তখন একদিন দুইজন ডিটেক্‌টিভ তাহার গৃহে আসিয়া তাহার স্ত্রী কন্যার সম্মুখেই চুরীর অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। তাহার পর 'গ্লাইড্‌ মোটর কোম্পানী' ফরিয়াদী হইয়া তাহার বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ করিল। অনেক নিঃসম্পর্কীয় ও তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত সম্ভ্রান্ত লোক এই মামলায় তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল! তাহার ফলে জজ ও জুরিরা তাহাকে অপরাধী স্থির করিলেন। নিরপরাধ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ষ্ট্যান্‌শ্লেক দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা লাভ করিল!"

লোহার থাবা হঠাৎ নীরব হইল। অতীত জীবনের দুঃখ দুর্গতি অবিচার অত্যাচার প্রভৃতির কথা আলোচনা করিয়া তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার ধমনীতে শোণিতের স্রোত অস্বাভাবিক বেগে বহিয়া চলিল। তাহার দেহের মাংসপেশী সমূহ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। লর্ড ব্রাম্‌লি চেয়ারের উপর বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কে যেন তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল,—কথা বলিবার শক্তি রহিল না।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রদীপ্ত চক্ষুর অগ্নিস্ফুলিঙ্গে লর্ড ব্রাম্‌লির বিহ্বল চিত্ত ঝল্‌সাইয়া দিয়া লোহার থাবা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "ষ্ট্যান্‌শ্লেক কারাগারে সেই দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। অন্যায় বিচারে—পিশাচের ষড়যন্ত্রে তাহার জীবনের অমূল্য দশটা বৎসর কত কষ্টে, কি পরিশ্রমে, কিরূপ লাঞ্ছনায় কাটিয়াছে, তাহা সে জানে, আর জানেন—সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর।

"সেই হতভাগ্য নিরপরাধ দরিদ্র জীর্ণদেহে ভগ্নহৃদয়ে মিথ্যা কলঙ্কের দুর্ব্বহ পশরা স্কন্ধে লইয়া দশ বৎসর পরে তাহার কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল—কুটীর শূন্য! তাহার প্রিয়তমা স্ত্রী কোথায়? প্রাণাধিকা কন্যা আত্মীয় বন্ধুবর্জ্জিত এই বিশাল পৃথিবীতে কোথায় আশ্রয় পাইয়াছে?—সে স্ত্রী কন্যার সন্ধানে গ্রামে গ্রামে পাগলের মত ঘুরিতে লাগিল; অবশেষে জানিতে পারিল অনাহারে তাহার

...গিনী পত্নী ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার কন্যা নিরুদ্দেশ; ...ই তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না!"

"স্ত্রীকন্যা হারাইয়া ষ্ট্যান্‌শ্লেক পাগলের মত হইল। মৃত্যুই তাহার একমাত্র ...কাঙ্ক্ষার বস্তু হইল; কিন্তু যাহারা তাহার সুখের সংসার ভস্মীভূত করিয়াছে, ...হার জীবন বিষময় করিয়াছে, মিথ্যা অপবাদে তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, ...হাদিগকে চূর্ণ, বিধ্বস্ত না করিয়া মৃত্যুকে বরণ করা সে কাপুরুষের কায মনে ...রিল। সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল—তাহার সর্ব্বনাশের মূল সেই ...টর কোম্পানী 'সুপার এয়ার ক্রাফ্‌ট সিণ্ডিকেট' নামক একটি বৃহৎ কোম্পা-...র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ষ্ট্যান্‌শ্লেক যে আবিস্কারে সাফল্য লাভ করিয়াছিল—...র্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সেই আবিস্কারেরই উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছু-...ন পরে সে লণ্ডনের 'রয়াল সোসাইটি'র একটি অধিবেশনে কোন বৈজ্ঞানিক ...বেষণা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিল। তাহার পর হইতেই ষ্ট্যান্‌শ্লেক তাহার ...বগৃহীত ছদ্মনামে জনসাধারণের আদর ও সম্মান লাভের অধিকারী হইল।

"মানুষের সৌভাগ্যোদয় একবার আরম্ভ হইলে ক্রমে সকল বিষয়েই তাহার উন্নতি হইতে থাকে। সামাজিক সম্মান প্রতিপত্তির সহিত ছদ্মনামা ষ্ট্যান্‌শ্লেক আর্থিক উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। তখন সে প্রতি-হিংসার সুযোগ পাইল; কারণ তাহাতেই তাহার সুখ শান্তি তৃপ্তি ও আনন্দ! প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্যই সে জীবন রাখিয়াছিল। এতদিনে সে প্রতিহিংসা গ্রহণে উদ্যত হইয়াছে, সার জর্জ্জ ক্রেণিকে ও তোমাকে ধরিয়া আনিয়া লোহার থাবার নীচে ফেলিয়াছে।"

লোহার থাবার কথা শুনিতে শুনিতে আতঙ্কে লর্ড ব্রাম্‌লির মাথার কেশ পর্য্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল! তিনি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কি—"

লোহার থাবা বিকৃত স্বরে বলিল, "হাঁ, আমিই জন ষ্ট্যান্‌শ্লেক; তোমাদের সেই হতভাগ্য দরিদ্র কর্ম্মচারী,—যাহাকে তোমরা টাকার বলে একদিন চূর্ণ করিয়াছিলে; যাহার আবিস্কারের সকল গৌরব সকল স্বত্ব তোমরা চুরী করিয়া

ভোগ করিতেছিলে!—যাহাকে তোমরা মিথ্যা অভিযোগে দশ বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, যাহার স্ত্রী তোমাদের অত্যাচারে অকালে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, যাহার কন্যা আজ গৃহহারা অনাথা, হয় ত পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে,—সেই ষ্ট্যান্‌শ্লেকের হস্তে আজ সেই সকল অত্যাচারের প্রতিফল গ্রহণ কর শয়তান!"

জন ষ্ট্যান্‌শ্লেক ক্রোধ ও জিঘাংসায় জ্বলিয়া উঠিয়া এক লম্ফে লর্ড ব্রাম্‌লিকে আক্রমণ পূর্ব্বক বজ্রহস্তে তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল! লর্ড ব্রাম্‌লিও আত্মরক্ষার জন্য উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভূতলশায়ী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু লর্ড ব্রাম্‌লি বলবান নিষ্ঠুর ক্ষিপ্তপ্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না! ষ্ট্যান্‌শ্লেক এরূপ বলে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল যে তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইল, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, উভয় চক্ষু কপালে উঠিল, যে তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্ত সমাগত-প্রায়!

কিন্তু ষ্ট্যান্‌শ্লেক তাঁহাকে সেই ভাবে হত্যা না করিয়া, এক ধাক্কায় দুই হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইল; এবং আরক্ত নেত্রে সেই ধরালুণ্ঠিত কম্পিত দেহের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রায় দুই মিনিট পরে সে সংযত স্বরে বলিল, "আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ওভাবে তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম; এ জন্য আমি দুঃখিত। আমি যে আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া তোমাকে হত্যা করি নাই, এজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ; কারণ ওভাবে তোমাকে হত্যা করিলে তুমি অতি সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে, আমার তাহা উদ্দেশ্য নহে।"

লর্ড ব্রাম্‌লি অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, এবং উভয় হস্তে ষ্ট্যান্‌শ্লেকের পা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "ষ্ট্যান্‌শ্লেক, আমাকে দয়া কর; আমাকে হত্যা করিও না। আমি অঙ্গীকার করিতেছি—সাধ্যানুসারে তোমার সেই ক্ষতিপূরণ করিব। আমার ভ্রমের জন্য—"

ষ্ট্যান্‌শ্লেক সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ভ্রমের জন্য? কাপুরুষ! লোভের

শবর্ত্তী হইয়া, সহযোগিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া একজন নিরুপায় নিরপরাধের প্রতি পাশবিক অত্যাচারকে ভ্রমের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না ?—শয়তান ! আমি বহুদিন হইতে যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—সেই সুযোগ আজ উপস্থিত। তোর পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হ।"—সে লর্ড ব্রাম্‌লির ভুজবন্ধন হইতে পদদ্বয় সবলে ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

লর্ড ব্রাম্‌লি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আমার যথেষ্ট অপমান করিয়াছ—আর কি করিতে চাও ?"

ষ্ট্যান্‌শ্লেক বজ্রনির্ঘোষে বলিল, "শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে। আপাততঃ তোমাকে কয়েদীর মতই থাকিতে হইবে। তুমি পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতিলাভের আশা করিও না ; কারণ সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। এ ইংলণ্ড নহে ; তুমি মধ্য আফ্রিকার অতি দুর্গম প্রদেশে নীত হইয়াছ। হাঁ, আমার অনুচরেরা আমার আবিষ্কৃত নূতন ধরণের এরোপ্লেনে তোমাকে ও তোমার চুরীর বখরাদার জর্জ্জ ক্রেণিকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছে। এখানে তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখা হয় নাই, হইবেও না ; তুমি স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে পার। আমার এই আড্ডার দুই মাইল দূরে অরণ্যমধ্যে যে সকল দুর্দ্দান্ত হিংস্র পশু আছে—তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তুমি যে অধিক দূরে পলায়ন করিবে—তাহার সম্ভাবনা নাই।—আমার কথা সত্য কি না প্রমাণ চাও ; ঐ শোন !"

সেই মুহূর্ত্তে কিছু দূরে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জনধ্বনি সেই স্তব্ধ আরণ্যপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত ও প্রকম্পিত করিয়া তুলিল ! সেই সুগম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া লর্ড ব্রাম্‌লি চকিত ভাবে বলিলেন, "কিসের শব্দ ?"

ষ্ট্যান্‌শ্লেক বলিল, "আমি যে দুর্দ্দান্ত পশুর কথা বলিয়াছি উহা সেই সিংহের গর্জ্জন।"

লর্ড ব্রাম্‌লি আতঙ্কবিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন, "সিংহের গর্জ্জন !"

'লোহার থাবা' বলিল, "হাঁ। তুমি তোমার কারাপ্রকোষ্ঠ হইতে এখানে আসিবার সময় স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে কাঠের কুঁদো জ্বলিতে দেখিয়াছ—,

সিংহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গ্রামস্থ নিগ্রোরা অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালিয়াছে। যদি কেহ দৈবাৎ কিছু দূরে গিয়া পড়ে—তাহা হইলে সিংহ তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুখে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করে।"

লর্ড ব্রাম্‌লি উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন; সিংহের বিকট গর্জ্জন তাঁহার বুকের ভিতর ক্রমাগত 'হুরমুস্' পিটিতে লাগিল! লোহার থাবা কয়েক মিনিট অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর হঠাৎ উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত পর্দ্দার অন্তরালে অদৃশ্য হইল। তখন লর্ড ব্রাম্‌লি মুখ তুলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। শত দুঃসহ চিন্তায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। ষ্ট্যান্‌শ্লেক ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিত; তাহা না করিয়া সে তাঁহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার জীবন ভার দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবে বলিয়াছে! সে কিরূপ যন্ত্রণা? পলায়ন করিয়া নিস্তার নাই, সিংহ তাঁহাকে ছিঁড়িয়া খাইবে! তিনি নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। তিনি গল্প শুনিয়াছিলেন, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা বৈরনির্য্যাতনের জন্য শত্রুর চক্ষু উৎপাটন করে, নাসাকর্ণ ও জিহ্বা ছেদন করে; ষ্ট্যান্‌শ্লেক তাঁহার প্রতি কি সেইরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবে? তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অনিশ্চিত ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু ষ্ট্যান্‌শ্লেক তাঁহার সম্মুখে ফিরিয়া আসিল না। তিনি সেই কক্ষের এক কোণে একটি ছোট টেবিলের উপর একটি পিস্তল দেখিতে পাইলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; তিনি লঘুপদক্ষেপে সেই স্থানে গিয়া পিস্তলটা তুলিয়া লইলেন। তাহার পর পর্দ্দাখানি একটু ফাঁক করিয়া ষ্ট্যান্‌শ্লেককে দেখিতে পাইলেন; তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেন, বিকৃত স্বরে বলিলেন, "এইবার তোকে কায়দা পাইয়াছি, মর।"—সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখার ঝলকও গম্ভীর নির্ঘোষ!

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব দৃশ্য

"কর্ত্তা, আমরা কি এক যায়গাতেই আছি? গতির কোন লক্ষণই ত বুঝিতে পাইতেছি না!"—স্মিথ সুপার এরোপ্লেনের কামরায় বসিয়া সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

প্রকৃত পক্ষে ষ্ট্যান্‌শ্লেকের আবিষ্কৃত ইঞ্জিনের সাহায্যে পরিচালিত এরোপ্লেন-খানি তখন নক্ষত্রবেগে বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধাকাশ দিয়া গন্তব্য পথে ধাবিত হইতেছিল; কিন্তু তাহা এরূপ অদ্ভুত কৌশলে নির্ম্মিত যে, এরোপ্লেনের ভিতরে বসিয়া মনে হইতেছিল নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে পালের নৌকার মত তাহা স্থির, যেন একস্থানেই আছে!

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "অতি অদ্ভুত আবিষ্কার, স্মিথ! এরোপ্লেনের যে এত দূর উন্নতি হইতে পারে, ইহা আমার কল্পনা করিবারও শক্তি ছিল না!"

এই এরোপ্লেনখানি এরূপ বৃহৎ যে, ইহার যে কক্ষে মিঃ ব্লেক স্মিথসহ বসিয়া ছিলেন, সেখানে আরও দশজন লোক দিব্য আরামে বাস করিতে পারিত! সেই কক্ষটি কোন সৌখীন বড় লোকের বৈঠকখানার ন্যায় সুসজ্জিত; তাহার সাজ সজ্জায় সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাতে নানা প্রকার বহুমূল্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হইতে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারগণের কাব্য-গ্রন্থ ও নাটকসমূহ সজ্জিত ছিল, গান বাজনার বিবিধ উপকরণ ত ছিলই; একটি উৎকৃষ্ট গ্রামফোন ও বহুসংখ্যক দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়া ছিল। তাহাতে এ রকম একখানি এরোপ্লেন পাইলে পরম সুখে শূন্যে অবস্থান করিতে পারিতেন; চড়িয়া যাওয়া যেন 'রাজার হালে স্বর্গবাস!' আমাদের পুরাণের ত্রিশঙ্কু রাজা কিন্তু হায়, সে সময় নারদ ঋষির ঢেঁকি ভিন্ন বিমান্-বিহারের অন্য কোন ব্যবস্থা

ছিল না। ধিক্ সেকাল! বিলাসের উপকরণে ম্লেচ্ছশাসিত এই কলি যুগই ধন্য। পরকাল থাক না থাক—ইহকালের সুখ আঠার আনা বর্ত্তমান।

এই এরোপ্লেনের 'সেলুন' অর্থাৎ ইন্দ্রালয়তুল্য বৈঠকখানার পশ্চাতে শয়ন কক্ষ। সেখানে দুগ্ধফেনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া একডজন লোকের পরম সুখে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা ছিল! সেই কক্ষের পরেই ভাণ্ডার ঘর। সেই ঘরের বাহিরে এই খ-পোতের মাঝির বসিবার স্থান। মেরি ক্লেগ সেই স্থানে বসিয়া অপূর্ব্ব দক্ষতায় অসীম শূন্যে এরোপ্লেন পরিচালিত করিতেছিল। কবিবর ভারতচন্দ্র সেই এরোপ্লেনে থাকিয়া মেরিকে মাঝিগিরি করিতে দেখিলে নিশ্চয়ই বলিতেন, "এ মেয়ে ত মেয়ে নয়—দেবতা নিশ্চয়!"

স্মিথ তাহার বাহাদুরী দেখিয়া মোহিত হইল; মনে মনে বলিল, "এই যুবতীর সঙ্গে প্রেম করিলে প্রণয়সুধা অপাত্রে ন্যস্ত হয় না। স্কার্সডেল ছোকরার পছন্দটা মন্দ নয়; কিন্তু লোহার থাবার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি? এই যুবতী তাহার এত অনুগত হইল কেন?"

স্মিথ মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, এই যুবতীর নাম শুনিয়াছি মেরি ক্লেগ। ইহা কি উহার আসল নাম?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না।"

স্মিথ বলিল, "বলেন কি? আসল নাম নয়! তবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিখ্যাত দস্যু এফ্রেইম্ ক্লেগের কথা তোমার মনে পড়ে?"

স্মিথ বলিল, "নিশ্চয়ই; অত বড় দুর্দ্দান্ত ডাকাতের নাম ভুলিয়া যাইব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে মেরির পালক পিতা।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "সেই দস্যু এই শিক্ষিতা প্রেমিকা যুবতীর পালক পিতা? আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করিতেছেন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠাট্টা নয়, স্মিথ! আমি কোন সূত্রে জানিতে পারিয়াছি মেরি যখন কিশোরী—সেই সময় দস্যু ক্লেগ—চুরি করিয়া আনুক, আর কুড়াইয়াই

আন্লুক—তাহাকে বাড়ী লইয়া গিয়া কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছিল। বোধ হয় সে মতলব করিয়াছিল—ভবিষ্যতে মেরি সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিতে পারিলে তাহার মারফৎ অনেক বড় ঘরের ধনরত্নের সন্ধান পাইবে! এই উদ্দেশ্যেই সে মেরিকে সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অবশ্য, ইহা আমার অনুমান মাত্র, কিন্তু অসঙ্গত অনুমান নহে। মেরির সঙ্গে আমি আলাপ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলাম,—সে কোন দিন জানিতে পারে নাই যে ক্লেগ দস্যু! কিন্তু পরে সে ইহা সন্দেহ করিয়াছিল। কি জন্য বলিতে পারি না - ক্লেগ কি প্রকৃতির লোক তাহা সে কোন দিন মেরিকে জানিতে দেয় নাই; এমন কি, একবার সে ধরা পড়িয়া কিছু দিন রাজসরকারের আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হইলেও, মুক্তিলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া মেরিকে বলিয়াছিল—সে কিছু দিন চাকরী করিয়া আসিল! মেরিকে যখন সে স্কুলের বোর্ডিংএ রাখিয়াছিল তখন কি করিয়া তাহার খরচ চালাইত, তাহা জানিতে পারি নাই; বোধ হয় দস্যুবৃত্তি করিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। গত দুই বৎসর, মেরি তাহার পালক পিতার গৃহে বড়ই অসুখে ছিল। ক্লেগ তাহার এত উপকার করিলেও মেরি তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত; শেষে তাহার মন এতই অশান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আত্মহত্যা করিবার জন্য সে জলে ডুবিতে গিয়াছিল! স্কারস্‌ডেল সেই সময় তাহার প্রাণরক্ষা করে। ইহার পর ক্লেগ মেরির প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করে। বোধ হয় মেরির নিকট সে যাহা আশা করিয়াছিল তাহা না পাওয়াই ইহার কারণ; কিন্তু মেরি তাহার নিকট আবাল্য যে উপকার পাইয়াছিল—সেজন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল। এজন্য ক্লেগের সকল দুর্ব্ব্যবহার সে নতশিরে সহ্য করিত; তাহার যাহাতে অনিষ্ট হয় এরূপ কোন কাজ করিতে কোন দিন মেরির প্রবৃত্তি হয় নাই।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু মেরির প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয় ভদ্র বংশেই সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার বাল্য জীবনের সকল ঘটনাই রহস্যাবৃত! আমি এখনও সেই রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু লোহার থাবার সহিত তাহার আনুগত্যের কারণ কিছু জানিতে পারিয়াছেন? তাহার দলে সে যোগ দিল কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মেরির পালক পিতা ক্লেগের চেষ্টার ফল বলিয়াই মনে হয়।"

স্মিথ বলিল, "ক্লেগও কি তবে লোহার থাবার দলভুক্ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোহার থাবা কোন কোন কার্য্যে নিশ্চয়ই তাহার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে, কারণ সে কাজের লোক; তবে সে জেল-খালাসী দস্যু—এ সংবাদ জানিতে পারিলে লোহার থাবা তাহার সাহায্য গ্রহণ করিত কি না সন্দেহ।"

স্মিথ বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া মনে হয় যেন লোহার থাবা দ্বারা কোন অপকর্ম্ম সংঘটিত হওয়া অসম্ভব, লোকটি সাধু পুরুষ! কিন্তু তাহার অত্যাচারে দেশের লোক দরজা বন্ধ করিয়াও সুস্থির চিত্তে ঘরে বাস করিতে পারিতেছে না। সকলেরই আশঙ্কা!—হঠাৎ কখন কাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গুম্ করিয়া রাখে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সে চোর ডাকাত নয়, অকারণে কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। সে যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই নাম জান। সেই কয়জনকে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর তাহার উপদ্রব বন্ধ হইয়াছে। সে আর কাহাকেও ধরিয়া লইয়া যাইবে না; তাহার কায শেষ হইয়াছে।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক স্মিথকে তাঁহার এরূপ অনুমানের কারণ বলিলেন, এবং প্রোফেসার ডিপিনের লাইব্রেরীতে তিনি যে সকল কাগজপত্র ও 'ফটো' পাইয়াছিলেন তাহা তাহাকে দেখিতে দিলেন।

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট পাইপ টানিয়া বলিলেন, "একটা কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। লোহার থাবা প্রোফেসারকে আক্রমণ করিয়া কিরূপে তাঁহার বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল? তোমরা দুই জনে নিশ্চয়ই সেখানে এক সময়ে আক্রান্ত হইয়াছিলে?"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা! প্রোফেসার ডিপিন্‌কে তাহারা আদৌ আক্রমণ করে নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "বল কি? কি ঘটিয়াছিল বল ত শুনি।"

স্মিথ বলিল, "আমি তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাহিরে পাহারায় ছিলাম। প্রথমে তাঁহার সঙ্গে আমি লাইব্রেরীতেই বসিয়া ছিলাম; রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় তিনি শয়ন করিতে চলিলেন। তখন আমি তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। নীচের তালায় লাইব্রেরীর পাশেই তাঁহার সেই শয়ন-কক্ষ। আমার বোধ হইল, দশমিনিট কাল তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইলেন! তাহার পর খাটের উপর জোরে বসিয়া পড়িবার শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম তিনি শয়ন করিলেন। বারটার সময় তাহার শয়ন-কক্ষের দীপ নিবিয়া গেল; তখন আমি টেলিফোনে আপনাকে খবর দেওয়ার জন্য লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলাম। টেলিফোনে আপনাকে দুই একটি কথা বলিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ কে আসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিল; আমি আর্ত্তনাদ করিতেই ক্লোরোফরমসিক্ত রুমাল আমার নাকে মুখে চাপিয়া ধরিল! আমি মুক্তি লাভের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; কিন্তু আমি পশ্চাতে চাহিয়া শয়ন কক্ষের দ্বারে পোষাকপরা একজন লোককে দেখিতে পাইলাম; আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। হঠাৎ আমার কানে আসিল, 'ছোকরাকে বেশী কষ্ট দেওয়ার দরকার নাই, সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইবে।'—কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রোফেসারের শয়ন-কক্ষের দ্বারে কাহাকে দেখিয়াছিলে? কে সে?"

স্মিথ বলিল, "আমার মূর্চ্ছার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে দেখিলাম, তিনি স্বয়ং প্রোফেসার ডিপিন্! কিন্তু আমার সন্দেহ, আমি তাঁহারই ছদ্মবেশে অন্য কোন লোককে দেখিয়াছিলাম; তবে চেহারাটা প্রোফেসারের চেহারার মতই।"

মিঃ ব্লেক বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া সহজ ভাবে বলিলেন, "বটে!"

স্মিথ মনে করিয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ

করিবেন, কিন্তু তাঁহার সেরূপ ভাব না দেখিয়া সে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি কি মনে করেন—সেই লোকটি প্রোফেসার ডিপিন্? আমি কিন্তু তা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাবে আমার চেতনা তখন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এখন কিছুই বলিতে পারিতেছি না, স্মিথ!—এই বিষয় সম্বন্ধে আমার মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া আছে।—তাহার পর তুমি প্রোফেসার সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পার নাই?"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা! আমার বিশ্বাস লোহার থাবার অনুচরেরা তাঁহাকে মধ্য আফ্রিকায় তাহার প্রধান আড্ডায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা কি সম্ভব? তুমি জান সেই ঘটনার পর এই এরোপ্লেন আমাদের লইয়া প্রথমবার মধ্য আফ্রিকায় চলিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "তা বটে; কিন্তু মেরির সঙ্গে রুসিয়ান খানসামাটার গুপ্ত পরামর্শ একদিন আমার কানে গিয়াছিল—তাহাতে বুঝিয়াছিলাম—লোহার থাবার নিজের আর একখানি এরোপ্লেন আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে? এখন ব্যাপার কতক্ষ কতক বুঝিতে পারিতেছি! লোহার থাবা টাইপ-রাইটারে ছাপিয়া যে সকল ইস্তাহার জারি করিয়াছিল, তাহা দেখিয়াছিলে ত?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা দেখিয়াছি। সেগুলি যে একই কলে টাইপ-করা, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রোফেসার ডিপিনের লাইব্রেরীর টাইপ-রাইটারের অক্ষরের সহিত সে গুলির কোন প্রভেদ নাই। সেই কলেই লোহার থাবার ইস্তাহারগুলি টাইপ করা!"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "বলেন কি কর্ত্তা! তবে ত এই প্রোফেসারটিও লোহার থাবার দলের লোক! লোহার থাবা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া চিঠি লিখিয়াছিল—তাঁহার এ কথা ধাপ্‌পা বাজি মাত্র!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "অত উত্তেজিত হইও না; তোমার এই ধারণা মিথ্যা নহে। অনেক দিন পূর্ব্বেই আমি এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম!"

এই সময় মেরি তাহার পশ্চাতস্থ কাঁচের দ্বার সরাইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আর ষাঠ মাইল যাইলেই আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছিব। আমার ইঞ্জিনের একটা স্ক্রু আলগা হইয়া গিয়াছে; নীচে নামিয়া উহা মেরামত করিয়া লইব। বেতার টেলিগ্রামে মিঃ স্কার্সডেলকে খবর দিব কি? সে আসিতে আসিতে অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খবর দিলেই ভাল হয়; তোমার মেরামত শেষ হইতে-হইতেই সে আসিয়া পড়িতে পারে। এখন সে কতদূর তফাতে আছে?"

মেরি বলিল, "এখান হইতে তাহাকে দেখা যাইতেছে না! কিন্তু কুড়ি মিনিট পূর্ব্বে তাহার সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছি—সে ঠিক পথেই আমাদের অনুসরণ করিতেছে।"

মেরি তৎক্ষণাৎ এরোপ্লেন থামাইয়া খটাখট্ শব্দে রিচার্ডের নিকট বেতার টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিল। স্মিথ টেলিগ্রামের ভাষা বুঝিত; সে টেলিগ্রামখানি শুনিয়া লইল।

এরোপ্লেনখানি হঠাৎ থামিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে স্মিথ পদতলে সুবিস্তীর্ণ অরণ্য দেখিতে পাইল; সে আরও দেখিল প্রায় পনের মাইল দূরে সেই অরণ্যের প্রান্তভাগে এক বিশাল পর্ব্বত দিগন্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহার উন্নত চূড়া গগনতল চুম্বন করিতেছে! অরণ্যের বাম ভাগে শ্যামল তৃণদলশোভিত প্রান্তর; তাহার ভিতর দিয়া একটি স্বচ্ছসলিলা গিরিনদী প্রবাহিত হইতেছে।—চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, সেইরূপ নেত্র-তৃপ্তিকর।

কয়েক মিনিট পরে এরোপ্লেনখানি মৃত্তিকা স্পর্শ করিল; মেরি কাচের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ তাহার অনুসরণ করিলেন।

মেরি হঠাৎ ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! মিঃ ব্লেক সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি দেখিলেন, মেরির মুখ ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে, সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে!

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

মেরি অদূরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "ঐ গাছের আড়ালে হঠাৎ একজন মানুষের মাথা দেখিলাম; তাহার চোখ দুটো যেন জ্বলিতেছিল!"

মিঃ ব্লেক পিস্তল বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিতেই কে বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিল, "দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া তোমরা স্থির হইয়া দাঁড়াও, রবার্ট ব্লেক! নতুবা তোমাদের মঙ্গল নাই।"—মুহূর্ত্ত পরে বক্তা সশস্ত্র তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এ যে পিটার ফ্রেণি!"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## লর্ড ব্রাম্‌লির মহাপ্রস্থান

'লোহার থাবা'র পিস্তলের নলের অগ্রভাগ হইতে তখনও শুভ্র ধূম নিঃসারিত হইতেছিল ; সে হাতের পিস্তল নামাইয়া ধরালুণ্ঠিত শোণিতাপ্লুত দেহের দিকে চাহিল, এবং অবজ্ঞা ভরে বলিল, "মূর্খ, এ তোমারই দুঃসাহসের পুরস্কার !"

লর্ড ব্রাম্‌লি তাহার অদূরে চিৎ হইয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন ; পিস্তলের গুলি তাঁহার বক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, ক্ষতমুখ হইতে রক্তের ধারা বহিতেছিল। সে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল ; তাহার পর ক্ষতস্থল পরীক্ষা করিয়া বলিল, "গুলি করিতে আমার আর এক-মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে, আমারই ঠিক এই অবস্থা হইত ! আত্মরক্ষার জন্যই আমাকে একাজ করিতে হইয়াছে।"—সে উচ্চৈঃস্বরে ইন্‌ডানাকে আহ্বান করিবামাত্র সেই নিগ্রোটা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

লোহার থাবা তাহাকে বলিল, "হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ! ইহাকে ধরিয়া তুলিয়া ঐ খাটিয়ায় শোয়াইয়া রাখ ; তারপর পাশের খালি ঘরে একখান খাটিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর বিছানা কর।"

অনন্তর দু'জনে ধরাধরি করিয়া আহত লর্ডকে তুলিয়া সেই খাটিয়ায় শয়ন করাইল। লোহার থাবার ইঙ্গিতে নিগ্রোটা সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে, সে খানিক ব্র্যাণ্ডি আনিয়া অল্প পরিমাণে লর্ড ব্রাম্‌লিকে পান করাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু ব্র্যাণ্ডিটুকু তাঁহার গলাধঃকরণ হইল না, দুই কস্‌ বহিয়া পড়িয়া গেল।

লোহার থাবা অতঃপর লর্ড ব্রাম্‌লির ক্ষতস্থল ধৌত করিয়া, 'লিন্ট' দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল ; এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে খানিক ব্র্যাণ্ডি পান করাইবার

চেষ্টা করিল। এবার কতকটা ব্র্যাণ্ডি তাঁহার উদরস্থ হইল। তাঁহার মুখের পাণ্ডুর আভা অপসারিত হইয়া ধীরে ধীরে লোহিত আভা লক্ষিত হইল। আরও দশ মিনিট পরে তাঁহার চোখের পাতা কাঁপিতে লাগিল; মুখ হইতে অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ বাহির হইল। লর্ড ব্রাম্‌লি মুখ বিকৃত করিলেন; তাহার পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে!

লোহার থাবা তাঁহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া কোমল স্বরে বলিল, "স্থির ভাবে শুইয়া থাক, নড়িবার চেষ্টা করিও না! গুলিটা তোমার বুকে লাগিয়াছে, ছট্‌ফট্‌ করিয়া কোন লাভ নাই।"

লর্ড ব্রাম্‌লি পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিত করিলেন; একে একে সকল কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি তাঁহার শত্রুকে গুলি করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিস্তলের গুলিতে তাঁহার এই অবস্থা!

লোহার থাবা তাঁহাকে বোধ হয় আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ইন্‌ডানা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "২ নং কয়েদী জাগিয়াছে!"

লোহার থাবা বলিল, "বেশ! আমি খানিক পরে তাহার সঙ্গে দেখা করিব; তাহার উপর নজর রাখিবে!"

ইন্‌ডানা তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। লোহার থাবা প্রায় একঘণ্টা লর্ড ব্রাম্‌লির শয্যাপ্রান্তে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল; আহত লর্ডের মুখের দিকে চাহিয়া সে তাহার অতীত জীবনের কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

লর্ড ব্রাম্‌লির জীবনের অধিক আশা নাই তাহা সে বুঝিয়াছিল; তবে তাহার ধারণা হইয়াছিল—তিনি প্রথম ধাক্কা যখন সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছেন তখন কোন একটা নূতন উপসর্গ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন। তাঁহার সঙ্গে তাহার গোটাকত কথা ছিল, তাহাই বলিবার জন্য সে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে মনে করিল, যদি হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে; স্বদেশে গিয়া চিকিৎসা-কৌশলে যদি তাঁহার প্রাণরক্ষা

হয় সে জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, সেবা শুশ্রূষার ও ত্রুটি করিবে না! মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাঁহার মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মনে করে নাই! নরহত্যায় তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না!"

লর্ড ব্রাম্‌লি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ষ্ট্যান্‌শ্লেক!"

লোহার থাবা দেখিল তিনি চক্ষু মেলিয়া কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, তাহা অনুতাপের অশ্রু, তাহাতে ক্রোধের চিহ্ন মাত্র নাই!

লোহার থাবা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল মাত্র, কোন কথা বলিল না।

লর্ড ব্রাম্‌লি ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "ষ্ট্যান্‌শ্লেক, আমার মৃত্যুকাল আসন্ন; চক্ষুর উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। কেন বৃথা আমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছ? আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।"

লোহার থাবা তাহার মুখোসের ভিতর দিয়া হতাশভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কোন কথাই সে বলিতে পারিল না।

লর্ড ব্রাম্‌লি মিনিট দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন, "না, কোন আশা নাই। আমি মনুষ্য নামের অযোগ্য; নরাধম আমি, জীবনে বহু পাপ করিয়াছি, কুকর্ম্মে শয়তানকেও লজ্জা দিয়াছি! পরমেশ্বর আছেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহারই দান; আমি নত শিরে তাঁহার দান গ্রহণ করিলাম। কিন্তু তোমার যে ক্ষতি করিয়াছি তাহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক।—এখনও তাহার সময় আছে।"

এবার লোহার থাবা কথা কহিল। তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, দারুণ অন্তর্যাতনায় সে বিকৃত স্বরে বলিল, "ক্ষতিপূরণ করিবে? কি দিয়া ক্ষতিপূরণ করিবে? তুমি আমার যে ক্ষতি করিয়াছ, তাহার পরিপূরণ মানুষের অসাধ্য! তোমার অত্যাচারে আমার স্ত্রী ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে দিতে পারিবে? আমার কন্যা নিরুদ্দেশ, তাহাকে আমার ক্রোড়ে আনিয়া দিবে?—অসম্ভব ব্রাম্‌লি, ইহা মানুষের অসাধ্য!"

লর্ড ব্রাম্‌লি কোন কথা বলিলেন না, চক্ষু মুদিত করিলেন; দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া লোহার থাবা অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে বলিল, "আমি তোমার অত্যাচারের প্রতিফল দিতে তোমাকে এখানে ধরিয়া আনিয়াছিলাম; কিন্তু তোমাকে কিরূপ শাস্তি দান করিলে আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইবে, তোমার পৈশাচিকতার উপযুক্ত দণ্ড কি, তাহা আমি পূর্ব্বেও স্থির করিতে পারি নাই, এখনও তাহা ধারণা করিতে পারিতেছি না! তুমি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ—তাহার প্রতিফল মানুষে দিতে পারে না।"

লর্ড ব্রাম্‌লি বলিলেন, "প্রাণদণ্ডই যদি তাহার একমাত্র প্রতিফল হয়, তবে আমি তোমার নিকট সে দণ্ড লাভ করিয়াছি। তুমি আমাকে গুলি করিয়াছ, কিন্তু আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তুমি ইহা করিয়াছ। তুমি আমাকে গুলি করিতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে আমার গুলিতে তোমার মৃত্যু হইত। আমি তোমাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই গুলি করিয়াছিলাম। তুমি আমাকে গুলি করিয়া অন্যায় কর নাই। তোমার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমার এই যে অপমৃত্যু, ইহা আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত নহে, এ জন্য আমি অন্য ভাবে তোমার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিব; "হাঁ যতটুকু সম্ভব তোমার ক্ষতিপূরণ করিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

লোহার থাবা নির্ব্বাক হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুনর্ব্বার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

লর্ড ব্রাম্‌লি বলিতে লাগিলেন, "ষ্ট্যান্‌শেক, আমি তোমার আবিষ্কারের ফলে গত আট দশ বৎসরে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি; সে অর্থ তোমারই। আমি চুরি করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়াছি, তাহাতে আমার কোন অধিকার নাই। শোন, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য আমার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ণিবার অর্থলোভে সেই অনুতাপ স্থায়ী হয় নাই। উহা দুর্ব্বলতা মনে করিয়া আমি নিজের উপর রাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই অনুতাপ নিষ্ফল হয় নাই। আমি মনের আবেগে একখানি নূতন উইল করিয়াছিলাম; সেই

উইলে সরল ভাবে আমার সকল অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। সেই উইলের সর্ত্ত এই যে, আমার যাহা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে—সে সমস্তই তুমি এবং তোমার অভাবে তোমার উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হইবে। তাহা তোমাদের দান বিক্রয়ের অধিকার দিয়াছি। আমার যাহা সাধ্য, তাহার ত্রুটি করি নাই!

তাঁহার কথা শুনিয়া লোহার থাবার চক্ষু যেন সহানুভূতিতে কোমল হইয়া উঠিল। লর্ড ব্রাম্‌লি তাহা লক্ষ্য না করিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমার যতটুকু সাধ্য তাহা করিয়াছি। আমার সেই উইল—আমার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার প্রমাণ—আমার স্বাক্ষর ও মোহরাঙ্কিত হইয়া আমার লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ আছে। আমার সেণ্ট জন্‌স্ উডের বাড়ীর লাইব্রেরীতে সেই সিন্দুক দেখিতে পাইবে। তাহার চাবি—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁহার কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ উত্থিত হইল; তাহার পর নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল!

লোহার থাবা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ব্র্যাণ্ডি লইয়া আসিল; কিন্তু সে আসিয়া দেখিল লর্ড ব্রাম্‌লির প্রাণ বিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছে। লোহার থাবা ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া দিল।

সেই মুহূর্ত্তে ইন্‌ডানা হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ইন্‌কস্, ফ্রেণি আপনার যে এরোপ্লেনে এখানে আনীত হইয়াছিল, সেই এরোপ্লেন খানা চুরি করিয়া তাহাতে উড়িয়া পলাইয়াছে। আমি ও ডাংগস্ সিংহ শিকার করিতে গিয়াছিলাম—সেই সুযোগে সে পলাইয়াছে; আর আপনার ছোকরা চাকর জিম পাহারায় ছিল—সে গুলি খাইয়া মরিয়া পড়িয়া আছে!

লোহার থাবা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "ক্লেগ কোথায়?"

নিগ্রো বলিল, "ইন্‌কস্, সে ফ্রেণির সঙ্গেই চম্পট দিয়াছে। দু'জনেই ভারি খারাপ আদমি! চোর আদ্‌মি, ইন্‌কস্!"

লোহার থাবা বলিল, "ইঞ্জিনে বেশী পেট্রোল নাই, কতদূর পলাইবে? আমরা শীঘ্রই তাহাদের ধরিতে পারিব। এখানকার আড্ডা উঠাও; তার আগে এই লোকটার গোরের ব্যবস্থা কর। ১নং অল্ আগে মরিয়াছে। যাও।"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## পিটার ফ্রেণির দম্ভবিকাশ

মিঃ ব্লেক পিটার ফ্রেণিকে পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অগত্যা দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; স্মিথ ও মেরী তাঁহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল।—ভয়ে মেরির মুখ শুকাইয়া গেল।

মুহূর্ত্তপরে ক্লেগও অরণ্য হইতে বাহির হইয়া ফ্রেণির পাশে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া মেরি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "গাফের ক্লেগ, তুমি এখানে! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?"

ক্লেগ বলিল, "না, স্বপ্ন নয় মেরি ! তোমাকে একটু আশ্চর্য্য করিতে আসিলাম। হা, হা, কি মজা ! দেখ, দেখ, মেয়েটার মুখ চুণ হইয়া গিয়াছে ! তা তুমি এত ভয় করিতেছ কেন ? তোমার কোন ভয় নাই ; তবে আমি জানিতে চাই—তুমি কাহার হুকুমে আর কি মতলবে এই টিক্‌টিকিটাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ। এই যে—টিক্‌টিকির তল্লিদার ছোঁড়াও তোমার সঙ্গে আসিয়াছে দেখিতেছি !"

ফ্রেণি সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চুপ কর, বুড়ো শালিক ! আমরা উহাদের গোয়েন্দাগিরি বাহির করিয়া দিতেছি।"

অনন্তর সে মিঃ ব্লেকের অভিমুখে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি হে মিঃ রবার্ট ব্লেক ! গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছ ? তা হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হইল, খুব ভালই হইয়াছে। তোমাকে বাগে পাওয়ার দরকার ছিল বটে !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যাহার সন্ধানে আসিয়াছি তাহার দেখা না পাইয়া তোমাদের দেখা পাইব, ইহা পূর্ব্বে প্রত্যাশা করি নাই বটে ! তা তোমাদের দলপতি সেই লোহার থাবা কোথায় ? তাহাকেই যে আগে চাই।"

ফ্রেণি হাসিয়া বলিল, "আগে আমাদের তাল সাম্‌লাও, তারপর লোহার খাবার খোঁজ করিও।"—সে তাহার হাতের পিস্তলের নল মিঃ ব্লেকের বুকের উপর হইতে সরাইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার ত বিরোধ নাই; বরং তুমিই আমাকে লর্ড ব্রাম্‌লির অন্তর্দ্ধান সংক্রান্ত তদন্তের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে। আজ তোমার মুখে অন্য সুর শুনিতেছি! সে যাহাই হউক, এ ভাবে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকা বড়ই কষ্টকর। হাত দু'খানা নামাইতে দিলে ক্ষতি কি?"

ফ্রেণি বলিল, "ক্ষতি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। ক্লেগ! ইহাদের পকেটে কোন অস্ত্র শস্ত্র থাকিলে বাহির করিয়া লও; তাহার পর উহারা হাত দু'খানা যেখানে খুসী রাখিতে পারে।"

ক্লেগ তাহার আদেশ পালন করিলে তাঁহারা তিনজনেই মাথার উপর হইতে হাত নামাইবার অনুমতি পাইলেন। অনন্তর সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি আর আপনার এই চতুর সহকারী আমার সঙ্গে চলুন। ক্লেগ, তুমি উহাদের পশ্চাতে পাহারায় থাক, কেহ চম্পট দিতে না পারে। কেহ কোন রকম চালাকী করিবার চেষ্টা করিলে তাহার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইবে, সে কথা গোড়াতেই কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি।" সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিল; তিনিও তাহার আদেশ পালন করাই সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহারা তিনজনে পর পর তাহার অনুসরণ করিয়া অরণ্যের ভিতর একটি ফাকা যায়গায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে কয়েকখানি ছোট কুটীরের সম্মুখে তাম্বু পড়িয়াছিল।

ফ্রেণি 'হুইশ্‌ল' দিতেই দুই তিনখানি পর্ণ কুটীরের ভিতর হইতে কয়েকটা দীর্ঘকায় বলবান নিগ্রো বাহির হইয়া আসিল।

ফ্রেণি তাহাদিগকে কয়েকগাছ রজ্জু আনিতে আদেশ দিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি ও আপনার সহকারী স্মিথ হঠাৎ আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার মনে করিতেছি। আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি,

তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে আপনারা মুক্তিলাভ করিবেন। মুক্তিলাভ করিয়া ইচ্ছা হয় আপনারা আমাদের সঙ্গে যাইবেন, না হয় যে দিকে খুসী যাইতে পারিবেন, কিন্তু সম্মুখে পনের মাইলের মধ্যে লোকালয় নাই! সিংহ ও অন্যান্য হিংস্র পশুর আবাস দুর্গম অরণ্যের ভিতর দিয়া নিরস্ত্র ভাবে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত হইবে কি না আপনারাই তাহা ভাবিয়া দেখিবেন ও কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।"

নিগ্রোরা দড়ি লইয়া আসিলে ফ্রেণি সর্দ্দার-গোছের একজন নিগ্রোকে বলিল, "জেসাকা, দড়ি দিয়া ইহাদিগকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেল। ঐ মেয়েটাকে বাঁধিবার দরকার নাই; উহার উপর নজর রাখিবার ভার গাফেরই লইবে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক, একাকী পলায়ন করিতেও সাহস করিবে না।"

মেরি সক্রোধে বলিল, "মিঃ ফ্রেণি, আমাদের প্রতি এরূপ দুর্ব্ব্যবহারের কারণ কি? কোন্ অধিকারে তোমরা—"

ফ্রেণি বাধা দিয়া বলিল, "চুপ করিয়া থাক, মিস্ ক্লেগ! আমাদের অধিকার আছে কি না তোমার কাছে আমি সে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি।"

ক্লেগ বলিল, "আমরা আর লোহার থাবার হুকুম মানি না; তাহার সঙ্গে আমাদের সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে মেরি! চুরি ডাকাতি নাই, লুঠ তরাজ করিবার আশা নাই, বাজে কাজে তার পিছনে ঘুরিয়া বেড়ান কি আমাদের মত কাজের লোকের পোষায়? আমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি।"

মেরি সবিস্ময়ে বলিল, "তাহাকে ত্যাগ করিয়াছ? তোমাদের মতলব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

ফ্রেণি সরোষে বলিল, "তুমি বুঝিতে না পারিলে আমাদের ত ভারি ক্ষতি! তোমার বাবা আর আমি লোহার থাবার উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছি। তাহার তাঁবেদারি করিয়া লাভটা কি? বড় বড় যায়গায় ডাকাতি করিয়া সে দু' দশ হাজার লুঠিয়া আনিতে পারিলে আমরা তাহার অনুগত হইয়া থাকিতাম, তাহাকে সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করিতাম। মানুষ মারিতে যে ভয় পায়, রক্ত দেখিলে শিহরিয়া উঠে, সে আবার সর্দ্দার! আমরা দল ভাঙ্গিয়া দিয়া আর এক নূতন দল করিয়াছি; এই দলের নাম মেসার্স ফ্রেণি ক্লেগ এণ্ড কোম্পানী। এ দলের সঙ্গে লোহার থাবার

কোন সম্বন্ধ নাই। লুঠ করিয়া যাহা পাইব—আমরা বখরা করিয়া লইব। আরও অনেক বীর পুরুষকে আমাদের এই নূতন দলে ভর্ত্তি করিয়া লইব, তবে আমরাই দলের কর্ত্তা হইয়া থাকিব।"

মেরি অরণ্যপ্রান্তে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ যে লোহার থাবার নিজ ব্যবহারের এরোপ্লেন দেখিতেছি! তাহার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ নাই বলিতেছ—তবে তাহার এরোপ্লেন এখানে আসিল কিরূপে?"

ফ্রেণি হাসিয়া বলিল, "উহাই আমাদের প্রথম লুঠের মাল! ও এরোপ্লেন এখন আমাদের দখলে আসিয়াছে।"

মেরি বলিল, "উহা তোমরা চুরি করিয়া আনিয়াছ?"

ফ্রেণি বলিল, "চুরিটা ইতরের কায; ডাকাতি করিয়া আনিয়াছি বলিলেই ভাল শুনায়। এ সকল বাজে কথায় সময় নষ্ট করিয়া ফল নাই। গাফের, এই মেয়েটাকে তোমার জিম্মায় রাখিয়া বাকি লোক দুটোকে একখান খালি কুঁড়ের মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিতে চাই। উহাদের মুখ বাঁধিবার দরকার নাই, উহারা যত খুসী চিৎকার করুক। উহাদের চিৎকার শুনিয়া যদি কেহ উহাদিগকে মুক্তিদান করিতে আসে তবে জঙ্গল হইতে দুই একটা সিংহ আসিয়া উহাদের বন্ধন মোচন করিবে; ইহলোক হইতে উহারা মুক্তিলাভ করিবে।"—খুব উচ্চাঙ্গের রসিকতা হইল ভাবিয়া সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথের হাত পা দৃঢ়রূপে রজ্জু বদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের চলিবার শক্তি ছিল না। ফ্রেণির আদেশে দুইজন জোয়ান নিগ্রো তাঁহাদিগকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া একখানি পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিল, এবং কয়েক খণ্ড তক্তা জোড়া দিয়া তাহার উপর তাঁহাদিগকে স্থাপন করিল; তাহার পর ঝাঁপের দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

সেই কুটীরের ভিতর তক্তার উপর পড়িয়া থাকিয়া তাঁহারা কয়েক মিনিট নিষ্কৃতি লাভের উপায় চিন্তা করিলেন। তাহার পর স্মিথই প্রথমে কথা কহিল, সে মৃদুস্বরে বলিল, "কর্ত্তা, মেরি একাকিনী এই দুই বেটা চোরের কাছে থাকিল! তাহার কপালে বিস্তর কষ্ট আছে বোধ হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার কষ্টের কথা ভাবিয়া আমাদের অধীর হইয়া ফল নাই। এখানে আমাদের দীর্ঘকাল এ ভাবে পড়িয়া থাকিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিতে পাইল না। সেই কুটীরের জানালা ছিল না; ঝাঁপের দরজা রুদ্ধ থাকায় সেই মধ্যাহ্ন কালেও কুটীরের অভ্যন্তর ভাগ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন!

স্মিথ বলিল, "আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না, কর্ত্তা! এই দুই বেটা বদ্‌মায়েস যে সহজে আমাদের পলায়নের সুযোগ দিবে, ইহা ত বিশ্বাস হয় না কর্ত্তা! উহারা নিশ্চয়ই আমাদের পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য। আবশ্যক মনে হইলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহারা আমাদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না; কিন্তু উহাদিগকে শীঘ্রই একটা গুরুতর সমস্যায় পড়িতে হইবে, তাহা বোধ হয় এখনও উহারা বুঝিতে পারে নাই। ডিক্ স্কার্সডেল যে নিতান্ত কাপুরুষ ইহা আমার মনে হয় না।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, সে আপনার এরোপ্লেনে আমাদের অনুসরণ করিতে ছিল বটে! অনেকটা পিছাইয়া পড়িলেও সে হয় ত খানিক পরেই এখানে আসিয়া পড়িবে। তা সে যতই সাহসী ও বুদ্ধিমান হউক, একাকী সে কি করিবে? সুপারপ্লেন খানি এখানে নামিয়াছে দেখিয়া সে হয় ত এখানে আসিয়া নামিয়া পড়িবে, তাহার পর তাহাকেও আমাদের মত বিপন্ন হইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে এখানে নামিলে ত বিপন্ন হইতই। আর তাহার ইচ্ছা থাকিলে সে পূর্ব্বেই নামিয়া পড়িত।"

স্মিথ বলিল, "আপনার এরূপ কথার তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ফ্রেণি ও ক্লেগ যখন আমাদের বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতেছিল, সেই সময় আমি ডিকের সন্ধান লইবার জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলাম; সে আমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! অন্য কেহ

তাহা লক্ষ্য করে নাই ; কারণ আর একখান এরোপ্লেন আমাদের অনুসরণ করিতেছে ইহা তাহারা জানিত না। আমার পকেটে একখানি আয়না ছিল ; ক্লেগ যখন আমার পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া লইয়াছিল সে সময় সেই আয়নাখানিও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই ; কিন্তু তাহা আমার কাছে থাকিলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, বা তাহা আত্মরক্ষার উপকরণ নহে, এই বিশ্বাসে সে তাহা কাড়িয়া লয় নাই। আমি সেই আয়নার উপর সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত করিয়া যে সাঙ্কেতিক বার্ত্তা (Heliograph) পাঠাইয়াছিলাম—তাহা স্কার্সডেলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।"

স্মিথ খুসী হইয়া বলিল, "ধন্যিহারি আপনার কৌশল, কর্ত্তা ! কিন্তু স্কার্সডেল আপনার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছিল—ইহা আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে আলোকের সঙ্কেতে যে কথা জানাইয়াছিল তাহার সবটুকু আমি ধরিতে না পারিলেও এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, সে পূর্ণবেগে অগ্রসর হইল। সেই সময় আমাদিগকে গাছের তলায় যাইতে হওয়ায় আর কিছু বুঝিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, এতক্ষণ সে একদল সশস্ত্র নিগ্রোকে এরোপ্লেনে তুলিয়া লইয়া আমাদের উদ্ধার করিতে আসিতেছে।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "একদল সশস্ত্র নিগ্রো সে কোথায় পাইবে কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে আসিলেই তাহা জানিতে পারিবে।"

কিন্তু তিন ঘণ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটিল না। স্মিথ হতাশ হইয়া পড়িল ; রজ্জুর সুদৃঢ় বন্ধনে বন্ধনস্থল বেদনায় টন্-টন্ করিতে লাগিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কুটীরে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারা হাঁপাইয়া উঠিলেন। মিঃ ব্লেকের আশা ভরসাও ক্রমে কমিয়া আসিল ; তাহার উপর ক্ষুৎ পিপাসায় তাঁহারা অভিভূত হইলেন।

হঠাৎ কুটীরদ্বারে কাহার পদশব্দ হইল। ঝাঁপের দ্বার খুলিয়া পিটার ফ্রেণি বিজলিবাতির সাহায্যে তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিতে লাগিল, বিদ্রূপভরে বলিল, "গোয়েন্দা সাহেব, গোয়েন্দাগিরি করিবার সুখ টের পাইতেছ ?"

মিঃ ব্লেক সক্রোধে বলিলেন, "নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর না হইলে তুমি আমাদের

পানাহারের বন্দোবস্ত করিতে ভুলিতে না। কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, মনুষ্যত্বহীন ইতরেও মহাশত্রুকে পানাহারে বঞ্চিত করে না। তুমি কি পশুরও অধম ?"

ফ্রেণি বলিল, "হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম বটে ; তা তোমাদের খাবার পাঠাইয়া দিতেছি ; কিন্তু অতঃপর তোমরা কি করিবে ? আমাদের সাহায্য করিতে সম্মত হইলে তোমাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারে ; তাহাতে সম্মত না হইলে তোমাদের জীবনের আশা অল্প।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রাণরক্ষার আশায় তোমাদের মত শয়তানের সাহায্য করিব ? তোমাদের এ আশা কখন পূর্ণ হইবে না। আমাদের ভবিষ্যতের চিন্তায় তোমাকে ব্যাকুল হইতে হইবে না।"

ফ্রেণি বলিল, "অসার দম্ভ প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই ব্লেক ! আমরা লোহার থাবার দল পরিত্যাগ করিয়া তাহার এরোপ্লেন লইয়া চলিয়া আসিয়াছি ; যে সকল নেটিভ সর্দ্দার তাহার পক্ষভুক্ত ছিল—তাহাদের অনেককেই আমাদের দলে টানিয়া লইয়াছি। আমরা নূতন দল গঠন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিব। লোহার থাবার দলে থাকিয়া বড় রকম দাঁও মারিবার আশা ছিল না। লোকটা ফন্দীবাজ বটে, কিন্তু উপার্জ্জনের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই, সে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কয়েকজন ভদ্রলোককে ধরিয়া আনিয়াছে ; কিন্তু তাহাদিগকে জব্দ করিয়া আমাদের লাভ কি ? যে আশায় তাহার দলে যোগ দিয়াছিলাম, সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি চতুর ও খেলোয়াড় লোক ; তোমার সাহায্য পাইলে আমরা অল্পদিনেই বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব, এই জন্যই তোমার প্রাণরক্ষা করিতে চাহিতেছি—কিন্তু ঐ সর্ত্তে। যদি ইহাতে রাজী না হও, তাহা হইলে তোমার মত শত্রুকে আমাদের সঙ্কল্পপথ হইতে সরাইয়া দিতে আমরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া কেন সময় নষ্ট করিতেছ ? আমার যাহা বলিবার ছিল—তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তোমাদের সাহায্য করা দূরের কথা—আমরা যদি এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি—তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে ও তোমার বন্ধু ক্লেগকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে

সমর্পণ করিব। তুমি গণ্ডমূর্খ না হইলে আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিতে না।"

ফ্রেণি সক্রোধে দন্তবিকাশ করিয়া বলিল, "এতবড় স্পর্দ্ধা তোমার! এখনও এত তেজ! তোমার ও তোমার তল্লিদার ঐ ছোঁড়ার এই দর্প আমি চূর্ণ করিব। তোমাদের গোয়েন্দাগিরির সাধ জন্মের মত মিটাইয়া দিব। তোমাদের মত শত্রুকে দয়া করিয়া আমরা বিপন্ন হইতে চাহি না; তোমাদের কালপূর্ণ হইয়াছে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও; পনের মিনিট সময় দিলাম।"

ফ্রেণি কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সে দূরে প্রস্থান করিলে স্মিথ মৃদুস্বরে বলিল, "কর্ত্তা! ফ্রেণির মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, একেবারেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! আমাদের হত্যা করাই উহার অভিপ্রায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

স্মিথ বলিল, "বলিয়া গেল, 'পনের মিনিট সময় দিলাম।' পনের মিনিট পরে কি করিবে কে জানে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্কার্সডেলের উপর আমাদের ভবিষ্যতের সকল আশা নির্ভর করিতেছে; কিন্তু পনের মিনিট নিতান্তই অল্প সময়!"

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে কিছু দূরে ফট্ ফট্ শব্দ শুনিয়া তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন; হঠাৎ ধূমের গন্ধ তাঁহাদের নাশারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, কোথায় বোধ হয় আগুন লাগিয়াছে! আগুন লাগিয়া বাঁশের 'রুয়ো' ফাটিতেছে,—সেই রকম শব্দ শুনিতেছি।"

মিঃ ব্লেকের আর সন্দেহ রহিল না। কুটীরের চালেরনীচে অল্প ফাঁক ছিল, সেই ফাঁক দিয়া তিনি অদূরবর্ত্তী অগ্নিময় কুটীরে হুতাশনের লোল জিহ্বা দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন, এবং হতাশভাবে বলিলেন, "স্মিথ আর আশা নাই, শয়তান পাশের কুটীরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে! আমাদের এই কুটীরও শীঘ্র ভস্মীভূত হইবে; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই আগুনে পুড়িয়া মরিব। আর দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্বের চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে!"

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা

হস্ত পদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ উভয়েই উত্থানশক্তি রহিত! পাশের কুটীর অগ্নিতে প্রায় ভস্মীভূত, সেই অগ্নি তাঁহাদের কুটীরখানিও কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রাস করিবে; অগ্নিময় চাল তাঁহাদের মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে পরিণত হইবে; তাঁহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে! —এ কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইল—তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, সহৃদয় পাঠক পাঠিকা তাঁহাদের সেই অবস্থা কি অনুভব করিতে পারিবেন?—তাঁহারা একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না।

কয়েক মিনিট পরে তাঁহাদের কুটীরেও আগুন লাগিল। রাশি রাশি ধূম কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের শ্বাসরোধের উপ্রক্রম করিল; কুটীরের চাল আগুনে পুড়িতে লাগিল; অগ্নিময় গৃহে অগ্নির উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল। স্মিথ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক নীরবে সেই অসহনীয় উত্তাপ সহ্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্মিথের যন্ত্রণা দেখিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধমনীর ভিতর শোণিত রাশি যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল! বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য তিনি যথাযোগ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

স্মিথ বিকৃতস্বরে বলিল, "কর্ত্তা, আর ত সহ্য হয় না! এ ভাবে না মারিয়া গুলি করিয়া মারিল না কেন? আমরা ত পুরুষ; গেরির কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় সে এতক্ষণ পুড়িয়া মরিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক হতাশ ভাবে বলিলেন, "পরমেশ্বর জানেন; এখনও যদি স্কার্সডেল লোকজন লইয়া আসিয়া পড়িত!

"কিন্তু আর আশা নাই! পাঁচ মিনিটের মধ্যে চাল ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেই আগুনে আমরা ভস্মীভূত হইব। আমাদের কোন চিহ্ন থাকিবে না।"

সহসা বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। মুহূর্ত্ত পরে সেই কুটীরের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া নরপিশাচ ফ্রেণি বলিল, "এখনও সময় আছে, মিঃ ব্লেক! এখনও আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। ঘরে আগুন লাগিয়াছে, কিন্তু এখনও তোমাদের জীবন রক্ষা হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের সাহায্য করিব? এ জীবনে নয়।"

"তবে মর!" বলিয়া ফ্রেণি কুটীর হইতে নামিয়া গেল। হুতাশনের লোল-জিহ্বা কুটীরের চালের উপর নাচিয়া নাচিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আর ত সহ্য হয় না! আগুনের উত্তাপে আমার সর্ব্ব-শরীর ঝল্‌সাইয়া গেল।"—সে সহসা নির্ব্বাক হইল।

মিঃ ব্লেক যথাসাধ্য চেষ্টায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, "স্মিথ! তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলে আমি—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কুটীর-প্রাঙ্গনে রাইফেলের গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইল। পর মুহূর্ত্তে কে কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়া, শয়তান! পলাইবার চেষ্টা করিলে তোদের কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিব।"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "এ যে রিচার্ড স্কার্সডেলের কণ্ঠস্বর! পরমেশ্বর, তোমার অপার করুণা! কিন্তু আর কি আমাদের উদ্ধারের সময় আছে?"

মিঃ ব্লেক অবসন্ন দেহে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইল, আর নড়িবার শক্তি রহিল না!

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## পরস্পরের সম্মুখীন

চেতনা সঞ্চার হইলে মিঃ ব্লেক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তাম্বুতে শায়িত আছেন! তাঁহার মাথার ভিতর যেন ক্রমাগত হাতুড়ী পড়িতেছিল; অবসন্ন দেহ নাড়িবার শক্তি ছিল না। তিনি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন কথা স্মরণ হইল না। তিনি পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিত করিলেন।

সেই সময় স্মিথ তাঁহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "কর্ত্তা, আর ভয় নাই, আমরা এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছি!"

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার চক্ষু মেলিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন; তিনি মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে স্কার্সডেলের যে কথা কয়টি শুনিয়াছিলেন—তাহা স্মরণ হইল। তাঁহাকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা! স্কার্সডেল ও 'লোহার থাবা' আমাদের অন্তিম মুহূর্ত্তে সদলে এখানে আসিয়া পড়িয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্কার্সডেল আর কে আসিয়াছে বলিলে? লোহার থাবা!"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা! তাহারই অনুগ্রহে আমাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া স্মিথকে বলিলেন, "আমি অনেকটা ভাল বোধ করিতেছি। তুমি সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিয়াছ কি?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমি ত অনেকটা সুস্থ হইয়াছি; শরীরের ভিতর জ্বালা যন্ত্রণা ও অবসাদ এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই বটে, কিন্তু সে জন্য কোন চিন্তা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আগুনের উত্তাপে ও রকম হইয়াছে।—সেই দুই শয়তান ফ্রেণি ও ক্লেগের খবর কি ?"

স্মিথ বলিল, "তাহাদিগকে বাঁধিয়া একটা কুটীরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের যে অবস্থা করিয়াছিল, এখন তাহাদেরও সেই অবস্থা! লোহার থাবার দুইজন নিগ্রো অনুচর তাহাদের পাহারায় আছে। মেরি ভালই আছে, উহারা তাহার কোন অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই; তবে আমাদের কুটীরে আগুন লাগিলে মেরি আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া উহারা তাহাকে অন্য একটি কুটীরে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই কুটীরে আগুন লাগে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা যে তদন্তের ভার লইয়াছিলাম, তাহা শেষ হইয়াছে; এখন দুই একটি সামান্য সামান্য বিষয় জানিতে বাকি আছে মাত্র, তাহা জানিতে পারিলেই সকল সমস্যার পূরণ হইবে। লোহার থাবা কোথায় ?"

স্মিথ বলিল, "এখানেই আছে। আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?"

স্মিথ বলিল, "তাহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইয়াছে। স্কার্সডেল আমাদের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোহার থাবা যদি তাহার সশস্ত্র অনুচরবর্গকে স্কার্সডেলের সঙ্গে না পাঠাইত তাহা হইলে তাহার চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না; আমাদের প্রাণরক্ষা হইত না। ফ্রেণি তাহার এরোপ্লেন লইয়া তাহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করায় সে ফ্রেণিকে ধরিতে আসিতে ছিল; তাহার সহিত আমার অধিক কথা হয় নাই। তাহার মুখে মুখোস থাকায় তাহার চোখ দুইটি ভিন্ন মুখের অন্য কোন অংশ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তাহাকে চোর ডাকাত বা খুব বদলোক বলিয়া মনে হয় নাই, কর্ত্তা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি বোধ হয় পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছিলাম লোহার

থাবা দস্যুতস্কর নহে। সে বে-আইনি কাজ করিলেও তাহাকে দস্যুতস্কর-শ্রেণীর পর্য্যায় ভুক্ত করা যায় না।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আপনি সে কথা বলিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু চুরি বা ডাকাতি করা তাহার উদ্দেশ্য না হইলে সে কেন যে বে-আইনি কাজ করিয়া শাস্তিভঙ্গ করিতেছিল তাহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য হইলে সে লর্ড ব্রাম্‌লি ও অন্য কয়েকটি নির্ব্বিরোধ নিরীহ ভদ্রলোককে কি কারণে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল ? ব্রাম্‌লি তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই, তাহার গুলিতেই ব্রাম্‌লি সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন। গুলি লাগিবার কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। স্কার্সডেল, লোহার থাবা ও তাহার দুই তিন জন নিগ্রো অনুচরের নিকট এ সকল কথা শুনিয়া আমার কাছে গল্প করিয়াছিল।—

"আমি আরও জানিতে পারিয়াছি সার জর্জ্জ ক্রেণি ও মিঃ গারফীল্ডকেও সে এখানে ধরিয়া আনিয়াছিল। তাঁহারা তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়া তাম্বুতে আছেন ; কিন্তু প্রোফেসার ডিপিনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই! আমি লোহার থাবাকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাই নাই ; আমার কথা শুনিয়া সে একটু হাসিয়াছিল মাত্র।"

সেই সময় রিচার্ড স্কার্সডেল মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আপনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। আপনাকে বোধ হয় লণ্ডনে ডক্তারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি ক্রমেই সুস্থ হইতেছি ; ঔষধ ব্যবহারের আবশ্যক হইবে না। আমার শরীরে আগুনের আঁচ লাগিয়াছিল, আর কোন ক্ষতি হয় নাই। তুমি ওরকম তাড়াতাড়ি আমাদের সাহায্য করিতে না আসিলে আমরা নিশ্চয়ই পুড়িয়া মরিতাম। তুমিই আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এ উপকার আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

রিচার্ড বলিল, "না, না, ও কোন কাজের কথা নয়। আমি উদ্যোগী হইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আপনাদের প্রাণরক্ষার জন্য যদি কাহারও

নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হয়—তাহা হইলে আপনাদের কৃতজ্ঞতা লোহার থাবারই প্রাপ্য। সে এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে।"

রিচার্ড প্রস্থান করিলে পরে একটি দীর্ঘকায় বলবান পুরুষ তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাহার মুখ কাল 'ক্রেপে'র মুখোস দ্বারা আবৃত, তাহার ভিতর হইতে কেবল উজ্জ্বল চক্ষু দুটিই দেখা যাইতেছে। চক্ষু-তারকার রঙ্গ কটা, কিন্তু তাহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী!

আগন্তুক মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া 'মিঃ ব্লেক!' বলিয়া অভিবাদন করিল, তাঁহার করমর্দ্দন করিতে সাহস করিল না; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন. সাগ্রহে তাহার করমর্দ্দন করিলেন। 'লোহার থাবার' অবনত মস্তক তখন তাঁহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তিনি বক্ষে তাহার তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম। আমরা যখন পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহি তখন আমার সম্মুখে মুখোস পরিয়া না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। আপনার সহিত পূর্ব্বে কোথায় আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তাহা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে, প্রোফেসার ডিপিন্!"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া 'লোহার থাবা' দারুণ বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া দুই হাত সরিয়া গেল! স্মিথ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল, প্রোফেসার ডিপিন্—লোহার থাবা! তাহার মনে হইল সে জাগিয়া কি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতেছে।

মিঃ ব্লেক উভয়ের ভাবভঙ্গি দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পর বলিলেন, "আপনি ঐ চেয়ারে বসুন। আপনি বোধ হয় অবাক হইয়া ভাবিতেছেন, আপনার মুখ না দেখিয়াও কি করিয়া আমি আপনাকে চিনিয়া ফেলিলাম! যে রাত্রে স্মিথকে ক্লোরোফর্ম্মের সাহায্যে অজ্ঞান করিয়া আপনার ঘর হইতে স্থানান্তরিত করা হয়—সেই রাত্রেই আপনার বাড়ীতে গিয়া, আপনার ডেস্ক হইতে কাগজ পত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। আপনার গোপনীয় 'ফাইল' খুলিয়া পাঠ করিবামাত্র আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম— লোহার

থাবা কে? খবরের কাগজ কাটিয়া যে টুকরাগুলি এক সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, সেগুলির কথা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে।"

—লোহার থাবা অর্থাৎ প্রোফেসার ডিপিন্ জড়িত স্বরে বলিলেন, "আপনি সেই সকল কাগজ দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন আমি—।" মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি জানিতে পারিয়াছিলাম—আপনি রাজবিধান লঙ্ঘন করিয়া শান্তিভঙ্গ করিলেও আপনার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল, ভদ্র-বেশধারী ইতর তস্করগণের ষড়যন্ত্রে আপনাকে যে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে—তাহার তুলনায় আপনার অপরাধ নিতান্ত সামান্য, মিঃ জন ষ্ট্যান্শেক!"

মিঃ ষ্ট্যান্শেক আর ইতস্ততঃ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখ হইতে মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি মিঃ ব্লেক ও স্মিথের নয়নগোচর হইল। তাঁহার অতীত জীবনের নিগ্রহের চিহ্ন তাঁহারা তাঁহার মুখে পরিস্ফুট দেখিতে পাইলেন। মুখোসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৃত্রিম দাড়িও অপসারিত হইয়াছিল।

মিঃ ষ্ট্যান্শেক ও মিঃ ব্লেক পরস্পরের মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন; বোধ হয় তাঁহারা সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ক্রূরতা, অবিশ্বাস বা সন্দেহের লেশ মাত্র ছিল না; তাহা সমবেদনায় পূর্ণ, গভীর সহানুভূতির প্রতিচ্ছবি।

মিঃ ষ্ট্যান্শেক হৃদয়াবেগে অভিভূত হইয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলেন। মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিলেন।

অনন্তর মিঃ ষ্ট্যান্শেক যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমি এখন আপনাকে কোন কথাই বলিতে পারিব না; আপনি বোধ হয় ডিক্ স্কার্সডেলের নিকট শুনিয়াছেন—আমি আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু আমি মুহূর্ত্তের জন্যও আশা করি নাই যে আপনি আমাকে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার হৃদয় আছে, এবং আমি মনুষ্যত্বে বঞ্চিত হই নাই!—সে কথা যাক, আপনার সঙ্গে আমার কতকগুলি গোপনীয় কথা আছে; এখন সেই সকল কথার আলোচনা করিব।"

# উপসংহার

## মিঃ ব্লেকের পরাজয় ?

ইন্‌স্পেক্টর মরডন তাঁহার আফিসের খাসকামরায় মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন! অবশেষে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান লোহার থাবাকে গ্রেপ্তার করা অবশেষে আপনি অসাধ্য মনে করিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি বলিতে চাই—আমার পক্ষে, তাহা অসাধ্য বলিয়াই আপনি বিশ্বাস করুন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিন্তু আপনি ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন—তাহাকে হাতেও পাইয়াছিলেন! আপনি তাহার দু'জন প্রধান সহযোগী পিটার ফ্রেণি ও ক্লেগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলেন, আর সকল অশান্তি ও অনিষ্টের মূল পালের গোদা সেই লোহার থাবাকে ধরিতে পারিলেন না? কি আপশোষ! আপনি তাহাকে মুঠার ভিতর পুরিয়া ছাড়িয়া আসিলেন? এখন অম্লান বদনে আপনার পরাজয় স্বীকার করিতেছেন! এ কি রহস্য আমি বুঝিতে পারিলাম না। আপনার পক্ষে ইহা যে বড়ই অস্বাভাবিক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সত্য। যাহা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক, তাহা মিথ্যা না হইতেও পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনি পরাজয় স্বীকার করিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অগত্যা। কার্য্যোদ্ধার না হইলে তাহাকে পরাজয় ভিন্ন আর কি বলা যায়?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "লর্ড ব্রাম্‌লি মারা গিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, লোহার থাবার সহিত যুদ্ধে। তিনি লোহার থাবাকে আক্রমণ করিলে সে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে গুলি করিয়াছিল। ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এই দুর্দ্দান্ত দস্যুটার নামরহস্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন? তাহার নাম লোহার থাবা হইল কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহা তাহার ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম প্রকাশে আপত্তি থাকায় সে এই নাম ব্যবহার করিত। লোহার থাবার আঘাতের ন্যায় তাহার আক্রমণ অমোঘ বলিয়াই বোধ হয় সে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিল!—উহা তাহার প্রতিহিংসার উগ্রতারও নিদর্শন হইতে পারে। দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসা-বৃত্তি অনেকে গোপনেই চরিতার্থ করিতে চায়—কিন্তু সে অন্যায়াচরণে শিক্ষানবিশ মাত্র—এ কথা পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি; নতুবা কি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ভদ্রলোকদের ওভাবে উৎপীড়ন করিত?"

ইন্‌স্পেক্টর সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "সকল ব্যাপারই রহস্যাবৃত! সার জর্জ্জ ক্রেণি কিরূপে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন—তাহাও জানিবার উপায় নাই। আমরা সকল কথা জানিবার জন্য তাঁহার কাছে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু তিনি কোন কথা বলিতে সম্মত হন নাই!—সে তিন দিন পূর্ব্বের কথা। আজ খবরের কাগজে দেখিতেছি, তিনি তাঁহার খেতাব পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় চলিয়া গিয়াছেন, আর না কি এদেশে ফিরিবেন না!—তাহার পর ডেলি টেলিগ্রাফের বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার মিঃ গারফীল্ড ও সুস্থদেহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কার্য্যভার পুনঃ-গ্রহণ করিয়াছেন। কাল আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনিও কোন কথা স্বীকার করিলেন না; তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গুম্ করিয়া রাখার কথা—এক দম্ অস্বীকার করিলেন! পীড়াপীড়ি করায় বলিলেন, তিনি নিজের কোন কাজে হঠাৎ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, তাড়াতাড়িতে ছুটী লইতে বা কাহাকেও সে কথা বলিয়া যাইতে পারেন নাই! সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, প্রোফেসার ডিপিন্ নিরুদ্দেশ-যাত্রা হইতে আর ফিরিলেন না! তিনি বোধ হয় লোহার থাবার সহযাত্রী হইয়াছেন; না হয়,

সে তাঁহাকে সাবাড় করিয়াছে; কিছুই বুঝিবার যো নাই!—আপনি রাগ করিবেন না; আমার বিশ্বাস, আপনি ও লোহার থাবার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া একদম্ মুখ বন্ধ করিয়াছেন, যাহা জানেন—তাহা বলিতে সাহস করিতেছেন না!—এ কি ব্যাপার?—আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন না—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যাহাকে লোহার থাবা বলিয়া ধারণা হইয়াছিল তাহাকে দস্যু তস্কর বলিয়া সন্দেহ করিতে পারি নাই, ইহাই আপনি বিশ্বাস করুন।"

ইন্‌স্পেক্টর উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "তাহা হইলেই হইল,—আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন!"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া বলিলেন, "সে কথা ত আপনার নিকট স্বীকার করি নাই; তবে যদি আপনার অনুমানকে আপনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন—তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আপনি 'রহস্য ভেদ হইল না' বলিয়া রিপোর্ট করিবেন। অনেক রহস্যই এই ভাবে অনুদ্ঘাটিত থাকে।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের নিকট বিদায় লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড ত্যাগ করিলেন।

* * * * *

কয়েক দিন পরে একদিন সায়ংকালে একটি যুবক একটি যুবতীর হাত ধরিয়া মিঃ জন ষ্ট্যান্‌শ্লেকের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিল; বৃদ্ধ ষ্ট্যান্‌শ্লেক যুবককে বলিলেন, "এত দুর্য্যোগেও তোমরা বেড়াইতে গিয়াছিলে? দুর্য্যোগ দেখিলে তোমাদের বাহিরে বেড়াইবার বাতিক বাড়িয়া উঠে।"

যুবক বলিল, "ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যেই আমাদের পরস্পরের পরিচয়; তাই দুর্য্যোগের মধ্যে আমরা একত্র বেড়াইয়া আনন্দ পাই।"

যুবতী বলিল, "জীবনের এক মহা দুর্য্যোগের মধ্যেই ডিক্ আমার রক্ষা করিয়াছিল; অন্তঃ প্রকৃতির সে কি ভীষণ দুর্য্যোগ!—বহিঃ-প্রকৃতির দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিলে এখনও সে কথা আমার মনে পড়িয়া যায়!"

রিচার্ড স্কার্সডেল বলিল, "ও সব বাজে কথা! মানুষ কি মানুষের প্রাণ দেওয়ার কর্ত্তা?"

মিঃ ষ্ট্যান্‌শ্লেক বলিলেন, "না, পরমেশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন মানুষে সে নষ্ট হয় না। কে জানিত আমার গৃহচ্যুতা, অনাথা কন্যা দস্যুগৃহে পালিত হইবে, আর তাহারই চেষ্টায় সুশিক্ষা লাভ করিবে? এ সকলই ইচ্ছা। পরপদদলিত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, কারা-প্রত্যাবৃত্ত দুর্নামগ্রস্ত বৃদ্ধে জীবন শান্তি সুখে ও সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত করাও তাঁহারই করুণার মেরিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য—সে-ও তাঁহারই অ ফল। তুমি মেরির যোগ্য পাত্র। মেরিকে দেখিলে উহার মাকে ম ঠিক মায়ের মত চেহারা! হায় অভাগিনী সর্ব্ব-সুখবঞ্চিতা ভগ্নহৃদয় কত কষ্টেই তাহার প্রাণ গিয়াছে! আজ যদি সে জীবিত থাকিত!" নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

"বাবা! সেই পুরাণো কথা ভাবিয়া আর দুঃখ করিও না; পরমে অভাব পূর্ণ করেন না। তিনি যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই যেন আম হইতে পারি।—অতীতের কথা ভুলিয়া যাও, আমাদের দুঃখ দুর্গতির হইয়াছে।"

ষ্ট্যান্‌শ্লেক বলিলেন, "তোমরা বিবাহ করিয়া সুখী হও। আমার ব্রত সফল হইয়াছে; আমার আর কোন কাজ নাই। আমার বিষয় কর্ম্ম ভার তোমাদের হাতে দিয়া আমি তীর্থযাত্রা করিব।"

সম্পূর্ণ

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

Silver Book Collection of late R. P. Gupta Through Purchase

রিয়া

'রহস্য-লহরী'র ৭৪ নং উপন্যাস—

চীনের নব নায়ক

( আউ-লিংএর নূতন কীর্ত্তি। ) Rs. 7/-

প্রকাশিত হইল।

(58)
ক্রমিক নং ৪৩৯৮
তারিখ ১৪.৫.৪৪-৩১.৫.৪৪